পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩০ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1500, Saturday, 19 November, 2022 FREE www.parichoy.com

ইতালিতে এক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে আগ্রহী বাংলাদেশী ডাবলু চৌধুরী

বিস্তারিত ০৫ পাতায়

আরো আছে...

- বাংলাদেশ জাতিসঙ্ঘে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দেয়নি-৫ম পাতায়
- বিশ্বব্যাপী পুরুষদের শুক্রাণুর সংখ্যা হ্রাস নিয়ে বিতর্ক - ৫ম পাতায়
- মার্কিন ডলার যেভাবে বিশ্বের শক্তিধর মুদ্রায় রূপান্তরিত হলো -৬ষ্ঠ পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে চীনের গোপন পুলিশ স্টেশন, উদ্বিগ্ন এফবিআই-৬ষ্ঠ পাতায়
- ২০২৪ সালে ফের প্রেসিডেন্ট পদে লড়ার ঘোষণা ট্রাম্পের-৭ম পাতায়
- ডেমোক্র্যাটদের সিনেট জয়ে উচ্ছ্বসিত বাইডেন-৭ম পাতায়
- ফারাক্কা নিয়ে মমতার তোড়জোড়, চাপে পড়বে বাংলাদেশ-৮ম পাতায়
- নির্বাচনে স্বচ্ছতা আ.লীগের আন্দোলনের ফসল : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-৯ম পাতায়
- রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকা সফর নিয়ে কৌতূহল-৯ম পাতায়
- শপথ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করলেন জামায়াত আমির -৯ম পাতায়
- ভারতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্যটক বাংলাদেশের-১০ম পাতায়
- জনগণের উত্তাল তরঙ্গে আওয়ামী লীগ ভেসে যাবে : বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ফখরুল-১০ম পাতায়
- বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে আন্তর্জাতিক চক্র-১২ পাতায়

‘অচলাবস্থা’য় পড়তে পারেন বাইডেন

বাইডেন পরিবারের বিরুদ্ধে তদন্তকে অগ্রাধিকার দেবে রিপাবলিকানরা

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

জাপানের রাষ্ট্রদূতের মন্তব্যে বাংলাদেশে সরকারে অস্বস্তি, ডেকে ‘বার্তা’

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

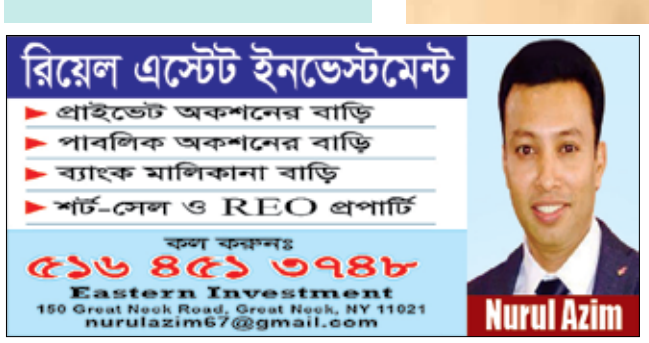

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

ইতালিতে এক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে আগ্রহী বাংলাদেশী ডাবলু চৌধুরী

সম্প্রতি ইতালির ভেনিসে এক বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগ করার প্রস্তাব দিয়েছেন একজন বাংলাদেশী। ইতালির মিলানে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল কার্যালয়ের মাধ্যমে ভেনিসের মেয়র অফিসে অনুমতি চেয়েছেন তিনি।

যদিও এখনো তিনি অনুমতি পাননি। তবে তার পরিকল্পিত বিনিয়োগের অঙ্কটি বড় হওয়ায় ইতোমধ্যেই তাকে নিয়ে ইতালির গণমাধ্যমে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

কে এই বিনিয়োগকারী? এই বিনিয়োগকারীর নাম মোঃ ডাবলু চৌধুরী। তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা ঢাকায়। ১৯৮৭ সাল থেকে তিনি বাংলাদেশের বাইরে অবস্থান করছেন। পড়াশোনা করেছেন সুইজারল্যান্ডে।

বাংলাদেশের পাশাপাশি যুক্তরাজ্যেরও নাগরিকত্ব রয়েছে ডাবলু চৌধুরীর। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তার গাড়ির ব্যবসা রয়েছে।

বিবিসিকে ডাবলু চৌধুরী বলেছেন, তার কয়েকজন ব্যবসায়িক অংশীদারের সাথে মিলে এ বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে এপসিলন মোটরস ইনকর্পোরেশন নামে একটি বিদ্যুৎচালিত গাড়ি নির্মাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন।

এখন এই প্রতিষ্ঠানের জন্য ইলেকট্রিক বা বিদ্যুৎচালিত গাড়ি নির্মাণের কারখানা তৈরির জন্য তারা ভেনিসে বিনিয়োগ করার আবেদন করেছেন।

ভেনিসের পোর্তো মারঘেরা নামক বন্দর নগরী, যেটি মূলত একটি শিল্পাঞ্চল, সেখানে প্রায় এক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেলে এতে প্রায় এক হাজার কর্মীর চাকরির ব্যবস্থা হবে।

ডাবলু চৌধুরী বলেছেন, এপসিলন মোটরস ইনকর্পোরেশনের উদ্যোক্তাদের বড় অংশ বাংলাদেশী এবং *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বব্যাপী পুরুষদের শুক্রাণুর সংখ্যা হ্রাস নিয়ে বিতর্ক

চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণার নতুন একটি রিভিউ বা পর্যালোচনা অনুসারে, গত ৫০ বছরে সারা বিশ্বে পুরুষদের শুক্রাণুর সংখ্যা ও ঘনত্ব ৫০ শতাংশের বেশি কমে গিয়েছে। এ তথ্যের পর বিশেষজ্ঞদের মাঝে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। খবর সিএনএন।

এই ফলাফল সঠিক ও এই পতন অব্যাহত থাকলে মানব প্রজননের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। বীর্যের গুণমান একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হওয়ায় এটি সাধারণভাবে পুরুষদের স্বাস্থ্যগত অবস্থার অবনতি চিহ্নিত করছে।

নতুন বিশ্লেষণটি ২০১৭ সালে প্রকাশিত একটি পর্যালোচনার হালনাগাদ। এবার প্রথমবারের মতো এতে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকার তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রিভিউটি হিউম্যান রিপ্রোডাকশন আপডেট জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল।

পর্যালোচনার সঙ্গে যুক্ত একটি আন্তর্জাতিক দল পুরুষদের শুক্রাণুর সংখ্যা রেকর্ড করেছে এমন প্রায় তিন হাজার গবেষণা আমলে নিয়েছিলেন। যা ২০১৪ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এর পূর্ববর্তী গবেষণা ওই বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

গবেষকরা বলছেন, ১৯৭৩ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে শুক্রাণুর সংখ্যা প্রতি বছর এক শতাংশের বেশি কমেছে। উপসংহারে বলা হয়, গড় শুক্রাণুর সংখ্যা ২০১৮ সালের মধ্যে ৫২ শতাংশ কমে গিয়েছে।

তারা দেখেছেন শুক্রাণুর সংখ্যা হ্রাস ক্রমশ ত্বরান্বিত হচ্ছে। ১৯৭৩ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের ২০ লাখ ৪৪ হাজার মানুষ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করেন

সাজ্জাদ হোসেন: টয়লেটের অনুপস্থিতি অপুষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের ২০ লাখ ৪৪ হাজার মানুষ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করেন। দেশের ৮ বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করেন রংপুরে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রথম ডিজিটাল জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ এর প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা ও বৈশ্বিক স্যানিটেশন সংকট মোকাবিলায় প্রতি বছরের ১৯ নভেম্বর বিশ্ব টয়লেট দিবস পালন করা হয়।

বিবিএসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রংপুর বিভাগে ৭ লাখ ৩৫ হাজারের বেশি মানুষ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করেন। এরপর রাজশাহী বিভাগে প্রায় ৩ লাখ ১৭ হাজার মানুষ, চট্টগ্রাম বিভাগে প্রায় ২ লাখ ৯৯ হাজার, সিলেট বিভাগে ২ লাখ ৯৩ হাজার মানুষ, ময়মনসিংহ বিভাগে ১ লাখ ৯০ হাজার মানুষ, খুলনা বিভাগে ৬০ হাজার মানুষ ও বরিশাল বিভাগে ২৭ হাজার মানুষ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করেন। আর ঢাকা বিভাগে প্রায় ১ লাখ ২৩ হাজার মানুষ খোলা জায়গায় মল ত্যাগ করেন।

প্রতিবেদন বলছে, ফ্লাশ করে, পানি ঢেলে নিরাপদ নিষ্কাশন *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ জাতিসঙ্ঘে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দেয়নি

নিউ ইয়র্ক: আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে ইউক্রেন আক্রমনের জন্য রাশিয়াকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা এবং যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব পাস হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন,ফ্রান্স, জার্মানিসহ ৯৪টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে। চীন, উত্তর কোরিয়া, ইরান, সিরিয়া, বেলারুশসহ ১৪টি দেশ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। আর বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মিসর, ব্রাজিল, ইসরাইলসহ ৭৩টি দেশ ভোট দেয়া থেকে বিরত ছিল।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ইউক্রেনে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের জন্য রাশিয়াকে অবশ্যই জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। জাতিসঙ্ঘ সনদ, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন করে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালিয়েছে রাশিয়া। ইউক্রেনে হতাহত ও সম্পদ ধ্বংসের জন্য রাশিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য আইনের আওতায় আনতে হবে। গত ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন আক্রমণের পর জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আনা অধিকাংশ প্রস্তাবে বাংলাদেশ ভোট দেয়া থেকে বিরত ছিল। তবে ইউক্রেনে মানবিক সহায়তা পাঠানো এবং দেশটির চারটি অঞ্চলকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে অনুষ্ঠিত গণভোটকে অবৈধ ঘোষণা করে আনা প্রস্তাব দু'টিতে বাংলাদেশ পক্ষে ভোট দিয়েছে। অন্যদিকে ভারত জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদ, সাধারণ পরিষদ ও মানবাধিকার কাউন্সিলে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ওপর আনা প্রায় সবক'টি প্রস্তাবে ভোট দেয়া থেকে বিরত ছিল। ভারত বরং সঙ্কটকে কাজে লাগিয়ে রাশিয়া থেকে স্বস্তায় জ্বালানি তেল আমদানি, ডলারের পরিবর্তে রুপিতে আমদানি ব্যয় মেটানো ও দেশটির সাথে বাণিজ্য দ্বিগুণ করতে মনোনিবেশ করেছে। পাকিস্তানও জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে রাশিয়ার বিপক্ষে আনা প্রায় সবক'টি প্রস্তাবে ভোট দেয়া থেকে বিরত ছিল।

জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে পাস হওয়া প্রস্তাবের আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকলেও এর নৈতিক প্রভাব রয়েছে। কেননা বিশ্বের ১৯৩টি রাষ্ট্র এর সদস্য। অন্যদিকে ভেটো ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব পাস করা সম্ভব হয় না।

বাংলাদেশে ডলারের সঙ্কট নেই টানাটানি আছে : পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান

সুনামগঞ্জ : পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, বাংলাদেশে ডলারের কোন সঙ্কট নেই, টাকার সঙ্কট আছে। এই টাকা বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করে আসে। সেই জিনিস বিক্রি যত বাড়বে, টাকার পরিমাণ বেড়ে যাবে। টাকার পরিমাণ বাড়লে সরকার কর বেশি পাবে, দেশের মানুষ ভালো থাকবে। এজন্য আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে।

রোববার (৬ নভেম্বর) সকালে সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার সুলতানপুর গ্রামে রিসোর্স সেন্টারের (ইউআরসি) ভবন উদ্বোধন শেষে তিনি এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, চাল-ডাল, গরু-ছাগল, আম যত বেশি উৎপাদন করবো, সেগুলো বিক্রি করলে টাকা পাবো। ডলার আমাদের তখন লাগে, যখন আমরা বিদেশ থেকে কিছু দেশে আনতে চাই। ফলে ডলারের কোন সঙ্কট নেই, তবে টানাটানি আছে এই মুহূর্তে। সেটা আগামীতে কমে যাবে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশের ভেতরে উৎপাদন বাড়াতে হবে। ধান-চালসহ মৌলিক জিনিস, যেগুলো বাঁচার জন্য দরকার, সেগুলোর উৎপাদন বাড়াতে হবে। ডলার প্যাকেটে না থাকলেও কিছু যায় আসে না। ফলে ডলার বড় কথা নয়, বড় কথা হলো উৎপাদন।

এম এ মান্নান বলেন, কথা একটাই, ঘরে বসে সাহেবগিরি করে কাজ না করে বসে থাকলে এই লোক দিয়ে দেশের কোন ফায়দা নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠে মাঠে কাজ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

কে কি বললেন

যাঁরা আমার সঙ্গে কাজ করতে চান, আমি তাঁর সঙ্গেই কাজ করবো, তিনি ডেমোক্র্যাট হোন, আর রিপাবলিকান - প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

২০১৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয় আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং সেই মুহূর্তটি এখনো কাছে 'এখনও বেদনাদায়ক।'-যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামা

জাতি জেগে উঠলে, নিষ্পেষণে মাথা নত না করলে তাকে থামিয়ে রাখা যায় না- পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান

আমি সবসময় বিশ্বাস করি, মানুষের দেহের বয়স বাড়ে, মনের বয়স কখনও বাড়ে না। - কিংবদন্তী কণ্ঠশিল্পী রুনা লায়লা

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

মার্কিন ডলার যেভাবে বিশ্বের শক্তিধর মুদ্রায় রূপান্তরিত হলো

এম এ মাসুম : প্রতিটি দেশের নিজস্ব মুদ্রা রয়েছে। আমাদের যেমন টাকা, যুক্তরাষ্ট্রের তেমনি ডলার। কিন্তু টাকা দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয় না, এজন্য প্রয়োজন ডলারের। বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ ডলারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করে। অর্থাৎ, কোনো পণ্য আমদানি করলে তার বিল মেটায় ডলারে, আবার কোনো পণ্য রপ্তানি করলে তজ্জন্য অর্থ পায় ডলারে।মার্কিন কংগ্রেস ১৭৮৫ সালে এটি প্রবর্তন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'হার্ড কারেন্সি' হিসেবে পরিগণিত হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক প্রচলিত মুদ্রা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও আরও কিছু দেশ ডলারকে সরকারি মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করে। তবে সেগুলোর মূল্যমান আলাদা। মার্কিন ডলারের আন্তর্জাতিক ব্যবহার দুই ধরনের। প্রথমত এটি আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা মেটানোর মুদ্রা। দ্বিতীয়ত এটি বহুল প্রচলিত একটি 'রিজার্ভ কারেন্সি'। তবে ইউরো প্রচলনের পর থেকে মার্কিন ডলারের প্রভাব ধীরে ধীরে কিছুটা কমতে শুরু করে।

বিশ্ব জুড়ে ডলারকে বলা হয় 'রিজার্ভ মুদ্রা'। 'রিজার্ভ মুদ্রা' বা 'বৈশ্বিক মুদ্রা' হচ্ছে এমন একটি মুদ্রা, যেটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত এবং যে মুদ্রাকে রাষ্ট্রগুলো সঞ্চয় করে রাখে। বিশ্বে যত লেনদেন হয়, তার ৮৫ ভাগ হয়ে থাকে ডলারে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) তথ্য অনুসারে, বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর রিজার্ভের প্রায় ৬২ শতাংশই মজুত আছে ডলারে। বাকি অংশের মধ্যে ২০ শতাংশ আছে ইউরোতে।

জাপানের ইয়েন ও ব্রিটিশ পাউন্ডে সংরক্ষিত আছে প্রায় ৫ শতাংশ করে রিজার্ভ।

ডলারের আগে বিশ্বব্যাপী আধিপত্য ছিল ব্রিটিশ মুদ্রা পাউন্ডের। ১৯২০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছে এই মুদ্রা। মূলত ডলার আসার আগে ৫০০ বছর ধরে যেসব মুদ্রা রাজত্ব করেছে, তার মধ্যে রয়েছে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস ও স্পেনের মুদ্রা। বিশ্বের নানা প্রান্তে এসব দেশের কলোনি থাকায় তাদের মুদ্রাও বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনসহ বেশির ভাগ দেশ অনেকটা বাধ্য হয়েই 'স্বর্ণমান' থেকে সরে আসে। তখন থেকে এসব দেশের মুদ্রা সোনার মানের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। মুদ্রার মানকে বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। তখন সোনার মান আর নির্দিষ্ট থাকেনি। চাহিদা আর জোগানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পণ্যের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট নয়, এমন মুদ্রাকে বলা হয় ফিয়াট মানি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেন ছিল বিশ্বের প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি। তাদের স্বর্ণের মজুত ছিল সবচেয়ে বেশি। তখন লন্ডন ছিল বিশ্ব ব্যাংকিংয়ের কেন্দ্র। ব্রিটিশ মুদ্রা পাউন্ড স্টার্লিং ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহুল ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। ১৮৭০ দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়। বিংশ শতাব্দীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইউরোপীয় দেশগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক সংগ্রামে লেগে যায়। অন্যদিকে যুদ্ধের ব্যয় বহন করার জন্য দেশগুলো তাদের স্বর্ণ মজুতের বিপরীতে যে পরিমাণ মুদ্রা ছাপানো যেত, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে কাগুজে নোট ছাপাতে শুরু করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) যুক্তরাষ্ট্র যোগ দেয় আড়াই বছর পরে। সেই অর্থে যুদ্ধের আঁচড় দেশটির গায়ে লাগেনি। যুদ্ধের প্রথম তিন বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরতে রেখে; ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর কাছে সামরিক সরঞ্জাম ও রসদপত্র রপ্তানি করে নিজেদের অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। এই সময়ও যুক্তরাষ্ট্র তার রপ্তানিকৃত দ্রব্যাদির বিনিময়ে সোনা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। আর এই নীতির ফলে তাদের স্বর্ণমজুত ফুলেফেঁপে ওঠে। ১৯৪৭ সালে বিশ্বের মোট মজুতকৃত সোনার ৭০ শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তগত ছিল। এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসতে আসতে বিশ্বের মোট মজুত সোনার একটি বড় অংশই যুক্তরাষ্ট্রের কোষাগারে জমা হয়। অন্যদিকে ইউরোপ তখন ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত। মানুষের হাতে কাজ নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপীয় দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ঋণী হয়ে প্রচুর স্বর্ণ হারিয়ে ফেলে। ফলে তাদের পক্ষে নিজ নিজ মুদ্রার বিপরীতে সোনা মজুত *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে চীনের গোপন পুলিশ স্টেশন, উদ্বিগ্ন এফবিআই

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের অন্তত ২১টি দেশে চীনের গোপন পুলিশ স্টেশন রয়েছে বলে সম্প্রতি বিশ্ব গণমাধ্যমে খবর বের হয়েছে। পাঁচটি মহাদেশজুড়ে বিস্তৃত ওই ২১টি দেশের মধ্যে নাম রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রেরও।

আর এতেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)। শুক্রবার (১৮ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (১৭ নভেম্বর) মার্কিন আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশে কথা বলেন এফবিআই পরিচালক ক্রিস্টোফার রে। সেখানে তিনি বলেন, চীনের সরকার মার্কিন শহরগুলোতে অননুমোদিত 'পুলিশ স্টেশন' স্থাপন করায় যুক্তরাষ্ট্র গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সম্ভবত প্রভাব বিস্তারের জন্য মার্কিন শহরগুলোতে এসব 'পুলিশ স্টেশন' স্থাপন করা হয়েছে।

রয়টার্স বলছে, ইউরোপ-ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা 'সেফগার্ড ডিফেন্ডারস' চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে সংস্থাটি জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরসহ বিশ্বের প্রধান শহরগুলোতে কয়েক ডজন চীনা পুলিশ 'সার্ভিস স্টেশন' রয়েছে।

এরপরই সরব হয় মার্কিন কংগ্রেসের বিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা। বিরোধী এই আইনপ্রণেতারা চীনা এসব পুলিশ স্টেশনের প্রভাব সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের কাছ থেকে উত্তর দাবি করে।

মূলত চীনে ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট সরকারের বিরোধী যেসব মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে, তাদের নজরদারির আওতায় রাখতে দেশে দেশে গোপন পুলিশ স্টেশন স্থাপন করছে বেইজিং। নিউইয়র্ক ছাড়াও বিশ্বের ৫টি মহাদেশের অন্তত ২১টি দেশের ২৫ শহরে ৫৪টি পুলিশ স্টেশন রয়েছে চীনের।

এসব দেশের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, আয়ারল্যান্ডের মতো শিল্পোন্নত ও ধনী দেশের পাশাপাশি রয়েছে নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়ার মতো সংঘাতপূর্ণ দরিদ্র বিভিন্ন দেশও। তবে গোপন এসব স্টেশনের তথ্য চীনের সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ছাড়া খুব কম মানুষই জানে।

রয়টার্স বলছে, গোপন এসব পুলিশ স্টেশনগুলো কিছু চীনা নাগরিক বা বিদেশে তাদের আত্মীয়দেরকে ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি করার জন্য চীনে ফিরে যাওয়ার চাপ সৃষ্টিতে বেইজিংয়ের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে কাজ করছে। এটি তাদের চীনের ইউনাইটেড ফ্রন্ট ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের কার্যকলাপের সাথেও যুক্ত করেছে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির এই সংস্থাটি বিদেশে দলীয় প্রভাব ও প্রচারণার কাজ চালিয়ে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার মার্কিন সিনেট হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অ্যান্ড গভর্নমেন্টাল অ্যাফেয়ার্স কমিটির শুনানিতে এফবিআই পরিচালক ক্রিস্টোফার রে বলেছেন, 'আমি এই বিষয়ে খুব উদ্বিগ্ন। আমরা এই (পুলিশ) স্টেশনগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত।'

অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে চীনের গোপন পুলিশ স্টেশন থাকার কথা স্বীকার করলেও এই বিষয়ে এফবিআইয়ের তদন্তমূলক কাজের বিস্তারিত বিবরণ দিতে অস্বীকার করেছেন ক্রিস্টোফার রে।

তিনি বলছেন, 'কিন্তু আমার কাছে, এটা ভাবা বেশ আপত্তিজনক যে, যথাযথ সমন্বয় ছাড়াই চীনা পুলিশ নিউইয়র্কে দোকান স্থাপনের চেষ্টা করবে। এটি সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে এবং মানসম্মত বিচারিক ও আইন প্রয়োগকারী কর্মকাণ্ডের প্রক্রিয়াকে বাধা দেয়।'

রিপাবলিকান সিনেটর রিক স্কট জিজ্ঞাসা করেন, এই ধরনের অনুমোদনহীন স্টেশনগুলো মার্কিন আইনকে লঙ্ঘন করেছে কিনা, জবাবে ক্রিস্টোফার রে বলেন, এফবিআই 'আইনি বিষয়গুলো খতিয়ে দেখছে।'

রয়টার্স বলছে, গ্রেগ মারফি ও মাইক ওয়াল্টজসহ মার্কিন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা গত অক্টোবরে মার্কিন বিচার বিভাগকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন এই জাতীয় স্টেশনগুলোর বিষয়ে তদন্ত করছে কিনা সেখানে তা জানতে চান তারা।

রিপাবলিকান এসব আইনপ্রণেতাদের যুক্তি, চীনের এসব গোপন পুলিশ স্টেশনগুলো চীনা বংশোদ্ভূত মার্কিন বাসিন্দাদের ভয় দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হতে পারে।

এ বিষয়ে ওয়াশিংটনে চীনের দূতাবাসের মন্তব্য জানতে যোগাযোগ করা হলেও তারা তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি বলে জানিয়েছে রয়টার্স।

এই মাসের শুরুর দিকে ডাচ কর্তৃপক্ষের তদন্তের পরে নেদারল্যান্ডসে এমন স্টেশন থাকার কথা অস্বীকার করেছিল চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। চীন বলেছে, তারা চীনা নাগরিকদের নথি পুনর্নবীকরণ করতে সহায়তা করার জন্য সেখানে অফিস খুলেছিল।

রে বলেন, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের মতাবলম্বী নয় এমন লোকদের যুক্তরাষ্ট্রে হয়রানি, নিপীড়ন, নজরদারি এবং ব্ল্যাকমেইল করার জন্য চীনা সরকারের জড়িত থাকার অভিযোগ এনেছে ওয়াশিংটন।

তিনি বলেন, 'এটি একটি বাস্তব সমস্যা এবং এ নিয়ে আমরা আমাদের বিদেশি অংশীদারদের সঙ্গেও কথা বলছি। কারণ যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র দেশ নয় যেখানে এটি ঘটেছে।

শিকাগো শহরে বন্ধুর বিয়েতে শাড়ি পরে দুই যুবক

শিকাগো : সময়ের ব্যবধানে পোশাক নিয়ে ট্যাবু ভাঙছে। তবে ভরা মজলিসে শাড়ি-ব্লাউজ পরে হাঁটছে দুই যুবকড়এটা দেখতে হয়তো এখনো প্রস্তুত নয় কারও চোখ। কিন্তু এমন ঘটনাই ঘটেছে শিকাগো শহরে। ভারতীয় বন্ধুকে চমকে দিতে তার বিয়েতে শাড়ি পরেই হাজির হলেন দুই বিদেশি যুবক। মুহূর্তে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন সবাই। বিয়ের আসরে যাওয়ার আগে এমন বেশভুষা নিয়ে দিব্যি শিকাগোর রাস্তায় হেঁটে বেড়িয়েছেন এই দুই যুবক। তাদের দিকে না তাকিয়ে পারেননি পথচারীরা। আর বিয়ের আসরে পৌঁছার পর রীতিমতো থমকে গেছেন সবাই। দুই বন্ধুর কীর্তি দেখে নির্বাক হয়ে যান বর। এমন সারপ্রাইজের কথা কল্পনাও করেননি তিনি। শাড়ি পরিহিত এ দুই যুবকের ভিডিও ভাইরাল হয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। নেটিজেনরাও বেশ মজা পেয়েছেন এমন ভিডিও দেখে। অনেকেই বলেছেন, যেভাবে এই দুই যুবক শাড়ি সামলেছেন, সেটা সত্যিই প্রশংসনীয়। অনেকেই তাদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন সমাজের

বন্ধুকে চমকে দিতে শাড়ি পরে হাজির দুই যুবক। ছবি : সংগৃহীত

ট্যাবু ভাঙতে এগিয়ে আসার জন্য। তবে ওই দুই যুবক জানান, সোশ্যাল ট্যাবুর বিষয়টি মাথায় রেখে নয়, নিছক আনন্দ করার জন্যই এমনটা করেছেন তারা। অবশ্য তাদের কাছে নিছক আনন্দ হলেও বিষয়টা নাড়া দিয়েছে বিশ্ববাসীকে।

খাশোগি হত্যায় সৌদি যুবরাজকে দায়মুক্তি দিলো যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন ডিসি: সৌদি আরবের সাংবাদিক জামাল খাশোগিকে হত্যার অভিযোগ থেকে দেশটির যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানকে রেহাই দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। যুবরাজের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালতে মামলাটি করেছিলেন খাশোগির বাগদত্তা হেতিজে চেঙ্গিস।

সৌদি শাসকদের সমালোচক খাশোগিকে ২০১৮ সালের ২ অক্টোবর তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সৌদি আরবের কনস্যুলেটের ভেতরে হত্যা করা হয়। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য সৌদি যুবরাজকে দায়ী করে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সূত্রগুলো বলে, তারা বিশ্বাস করে যুবরাজই ওই হত্যাকাণ্ডের নির্দেশদাতা।

কিন্তু আদালতে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মোহাম্মদ বিন সালমান যেহেতু এখন সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রী, তাই তিনি এ মামলা থেকে রেহাই পেতে পারেন।

এ ঘটনায় করা মামলায় *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বাইডেন পরিবারের বিরুদ্ধে তদন্তকে অগ্রাধিকার দেবে রিপাবলিকানরা

‘অচলাবস্থা’য় পড়তে পারেন বাইডেন

রবাব রসাঁ : যুক্তরাষ্ট্রে সদ্য সমাপ্ত মধ্যবর্তী নির্বাচন দেশটিকেও অচলাবস্থায় ফেলতে পারে। এখন পর্যন্ত প্রাথমিক ফলাফলে কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের নিয়ন্ত্রণ গিয়েছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির হাতে। অন্যদিকে, কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ গিয়েছে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির হাতে।

বাইডেন ও ট্রাম্পের রাজনৈতিক সম্পর্ককে বাংলায় ও দা-কুমড়ার সম্পর্ক বলা যায়। গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প নিজের পরাজয় মেনে নেননি। ভোট কারচুপির অভিযোগও তোলেন তিনি। এছাড়া সেসময় নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বাইডেনের হাতে ঐতিহ্য মেনে ক্ষমতা হস্তান্তরও করেননি ট্রাম্প। সেসময় বিশ্ববাসী দেখেছেড্টগ্র সমর্থকরা ট্রাম্পকেও ক্ষমতায় রাখতে ক্যাপিটলে হামলা চালাতেও দ্বিধা করেনি।

এখন প্রশ্ন সেসব পুরনো দিন কী আবার ফিরে আসতে যাচ্ছে?

গত ৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত মধ্যবর্তী নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল এখনো আসেনি। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদন অনুসারে, প্রাথমিক ফলাফলে ১০০ আসনের সিনেটে ৫০ আসন পেয়েছে ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটরা। বিরোধী রিপাবলিকানরা পেয়েছে ৪৯ আসন। এক আসনের ফল এখনো বাকি। সেই আসনে রিপাবলিকানরা জিতলে ২ দলের আসন হবে সমান সমান। এমন পরিস্থিতিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ভোট দিয়ে ডেমোক্র্যাটদের উদ্ধার করতে পারবেন।

প্রতিনিধি পরিষদের চিত্র ভিন্ন। সিএনএন জানিয়েছে, ৪৩৫ আসনের প্রতিনিধি পরিষদের ৪২৮টির প্রাথমিক ফল প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ট্রাম্পের রিপাবলিকানরা পেয়েছেন ২১৮ আসন, বাইডেনের ডেমোক্র্যাটরা পেয়েছেন ২১০টি। বাকি ৭ আসনে ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটরা জিতলেও প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজনীয় ২১৮ আসন ইতোমধ্যে বিরোধী রিপাবলিকানদের হাতে।

এমন পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের কোনো প্রস্তাব প্রতিনিধি পরিষদে তোলা হলে বিরোধীরা তা আটকে দিতে পারেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে রিপাবলিকানরা প্রতিনিধি পরিষদে দাপট দেখালে তাদের পাস করা প্রস্তাব আবার আটকে যেতে পারে সিনেটে। কেননা, সিনেট এখন ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণে।

রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই

সংবিধান অনুসারে, জো বাইডেন ক্ষমতায় থাকছেন আরও ২ বছর তথা, ২০২৪ সালে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্যন্ত। বিরোধী রিপাবলিকানরা, বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প চেয়েছিলেন, এই মধ্যবর্তী নির্বাচনেই জনগণকে বাইডেনবিরোধী করে ভোটের বাক্সে বাজিমাত করবেন। তা তিনি পুরোপুরি পারেননি। আবার এটাও বলা যাবে না যে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রচারণায় খোদ প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছিলেন যে, কংগ্রেসের ২ কক্ষের একটি হারানোর আশঙ্কা আছে। হয়েছেও তাই। অন্যদিকে, ট্রাম্পও আছেন বেশ খোশ মেজাজে। ইতোমধ্যে তিনি আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির হয়ে লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়েছেন।

তবে বিরোধী শিবিরে বাস্তবতা হচ্ছে, সেখানে ট্রাম্পবিরোধী বিজয়ী সদস্যদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। রিপাবলিকানদের এই বিরোধের সুযোগ নিতে পারেন ডেমোক্র্যাটরা।

দলমত নির্বিশেষে এখন পর্যন্ত নির্বাচিত সব সদস্যকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। তার এই শুভেচ্ছা বাণ্ডীকে শুভ উদ্যোগ হিসেবে দেখা যেতে পারে। কেননা, বাইডেন জানেন এখন দেশ চালাতে তাকে বিরোধীদের মন জুগিয়ে চলতে হবে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সংবাদ সম্মেলনে বাইডেন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণায় এবার থাকছেন না কন্যা ইভাঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ২০২৪ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট পদে লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এই নির্বাচনী প্রচারণায় থাকছেন না ট্র্যাম্পকন্যা ইভাঙ্কা। ব্রিটিশ পত্রিকা গার্ডিয়ান জানায়, এক বিবৃতিতে রাজনীতি থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়ে ইভাঙ্কা ট্রাম্প।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘আমার সন্তান এবং পরিবার নিয়ে আমার একটি ব্যক্তিগত জীবন আছে। আমি সেটিকে অগ্রাধিকার দিতে চাই। যদিও আমি রাজনৈতিক অঙ্গনের বাইরে থেকে সবসময় আমার বাবাকে ভালবাসবো এবং সমর্থন করবো। আমেরিকান জনগণের সেবা করার সম্মান পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ এবং আমাদের প্রশাসনের অর্জনের জন্য সবসময় গর্বিত’ বলেন তিনি।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে ফ্লোরিডার পাম বিচের বিলাসবহুল বাড়ি মার-আ-লাগো থেকে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদে লড়াইয়ের ঘোষণা দেন। এসময় তার স্ত্রী মেলানিয়া, ছেলে এরিকসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এমনকি ইভাঙ্কার স্বামী জ্যারেড কুশনারও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ইভাঙ্কা ছিলেন না।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন ইভাঙ্কা ট্রাম্প ও তার স্বামী জ্যারেড কুশনার।

২০২০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প পরাজিত হওয়ার পর তারা সপরিবারে ফ্লোরিডায় চলে যান।

ডেমোক্র্যাটদের সিনেট জয়ে উচ্ছ্বসিত বাইডেন

যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে ডেমোক্রেটিক পার্টির জনপ্রতিনিধিরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও ডেমোক্রেটিক পার্টির শীর্ষ নেতা জো বাইডেন।

‘ইস্ট এশিয়া সামিট’ সম্মেলন উপলক্ষে বর্তমানে কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে অবস্থান করছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। সেখানেই সিনেট নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে তিনি অবহিত হন।

পরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ সম্পর্কে বলেন, ‘(ফলাফল জেনে) আমি অবকা হইনি; খুশি হয়েছিল এবং খুবই খুশি হয়েছি। আমরা যেমন প্রার্থী বাছাই করেছিলাম, সেই অনুযায়ী জনগণ রায় দিয়েছে। প্রার্থীদের গুণেই এ জয় এসেছে আমাদের।’

‘আর একটি কারণে আমি সন্তুষ্ট। (সিনেটে জয়ের সুবাদে) আগামী দু’ বছর খানিকটা হলেও স্বস্তিকর সময় আমি কাটাতে পারব।’

সদ্যই শেষ হলো যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন। দেশটির শাসনতান্ত্রিক প্রথা অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ২ বছর পর অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস ও উচ্চকক্ষ সিনেটের একাংশ আসনের নির্বাচন। সেই প্রথা মেনেই নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের ৪৩৫টি আসনের সব ক’টি ও উচ্চকক্ষ সিনেটের ১০০টি আসনের মধ্যে ৩৫টিতে ভোট হয়েছে।

সিনেটের নির্বাচনী ফলাফলে দেখা গেছে, কক্ষের ১০০টি আসনের মধ্যে ডেমোক্রেটিক পার্টি পেয়েছে ৫০টি আসন। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী, সিনেটে যদি কোনো দল ৫০ শতাংশ আসন পায়, সেক্ষেত্রে দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট তার বিশেষ *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

২০২৪ সালে ফের প্রেসিডেন্ট পদে লড়ার ঘোষণা ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: অবশেষে ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান পার্টির নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত ১৫ নভেম্বর মঙ্গলবার রাতে ফ্লোরিডার মার-এ-লাগো থেকে আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন তিনি। তার এ ঘোষণা এমন এক সময় এলো, যখন দেশটির মধ্যবর্তী নির্বাচনে আশানুরূপ ফল অর্জন না করায় নিজ দলের ভেতরেই তিনি প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছেন। এদিকে ট্রাম্পের এ ঘোষণার পর এক প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকাকালে যুক্তরাষ্ট্রকে ডুবিয়েছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে থাকা অবস্থায় এক টুইটার পোস্টে তিনি এ প্রতিক্রিয়া জানান।

যুক্তরাষ্ট্রের টিভিগুলোতে সরাসরি সম্প্রচারিত ভিডিওতে দেখা যায়, ট্রাম্প তার কয়েকশ সমর্থকের সামনে একটি বলরুমে বক্তব্য দেন। তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে আবারও ‘গ্রেট আমেরিকায়’ পরিণত করতে আমি ফের যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট পদে লড়ার ঘোষণা দিচ্ছি। আমি আবারও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। কারণ, আমার বিশ্বাস বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের সত্যিকারের মহিমা এখনো দেখেনি। আমরা আবারও যুক্তরাষ্ট্রকে উপরের দিকে আনব। এ সময় ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্ত্রী সাবেক ফার্স্টলেডি মেলানিয়া ট্রাম্পসহ রিপাবলিকান পার্টির অনেক নেতা উপস্থিত ছিলেন। এ বক্তব্য দেওয়ার কিছুক্ষণ আগেই প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনে তিনি এ-সংক্রান্ত কাগজপত্র জমা দেন। সেসঙ্গে তিনি তহবিল সংগ্রহের একটি অ্যাকাউন্টও চালু করেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প আগেই বলেছিন, মধ্যবর্তী নির্বাচন শেষ হওয়ার পরপরই তিনি এ ঘোষণা দেবেন। কিন্তু এ নির্বাচনে আশানুরূপ ফল অর্জন না করায় স্বীয় দলের মধ্যে প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হন তিনি। অনেকেই তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, এ ঘোষণা যেন পিছিয়ে দেওয়া হয়। দল আশানুরূপ ফল অর্জন না করায় সরাসরি ট্রাম্পকেই দায়ী করেন রিপাবলিকান পার্টির অনেক সিনিয়র নেতা। কিন্তু সেসব সমালোচনা ও পরামর্শ উপেক্ষা করে অনেকটা তড়িঘড়ি করেই তিনি এ ঘোষণা দিলেন। মধ্যবর্তী নির্বাচনে শুরুর দিকে এগিয়ে থাকলেও পরে নেভাদায় ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর জয়ের মধ্য দিয়ে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ হারায় রিপাবলিকান পার্টি। আর প্রতিনিধি পরিষদেও রিপাবলিকানরা শুরুতে বেশ ভালো ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও পরে ডেমোক্র্যাটরা ব্যবধান কমিয়ে ফেলেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এখনো কোনো দলই হাউসের নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার জন্য ম্যাজিক ফিগার ২১৮তে পৌঁছাতে পারেনি। এ ধরনের এক পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের এ তড়িঘড়ি ঘোষণায় খোদ নিজ দলের ভেতরেই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে তার এ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকাকালে যুক্তরাষ্ট্রকে ডুবিয়েছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অবস্থানরত বাইডেন বুধবার (১৬ নভেম্বর) ট্রাম্পের ঘোষণার বিষয়ে টুইটার পোস্টে একটি ভিডিও যোগ করেন। ভিডিওতে বলা হয়, ট্রাম্প দেশের অর্থনীতি ধনীদের পক্ষে রাখার কূটকৌশলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার ওপর আক্রমণ করেছিলেন। উগ্রপন্থিদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। নারী অধিকার ক্ষুণ্ন করেছেন। ২০২০ সালের নির্বাচনের ফল পাল্টে দিতে সহিংসতায় উসকানি দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী বাইডেনের কাছে পরাজিত হন ট্রাম্প। কিন্তু ট্রাম্প নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগ তোলেন। তিনি এখন পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করেননি। হোয়াইট হাউস ছাড়ার পর ট্রাম্প অনেকবার বাইডেনকে আক্রমণ করেন। বাইডেনকে ব্যর্থ, রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবেও অভিহিত করেন তিনি। সূত্র বিবিসি

জাপানের রাষ্ট্রদূতের মন্তব্যে বাংলাদেশে সরকারে অস্বস্তি, ডেকে 'বার্তা'

ঢাকা: বাংলাদেশের রাজনীতি, মানবাধিকার, নির্বাচন নিয়ে বিদেশি কূটনীতিক ও রাষ্ট্রদূতদের বক্তব্য নতুন কিছু নয়। এসব নিয়ে অতীতে সরকার আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ না জানালেও ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ নেতারা সমালোচনামুখর ছিলেন। তবে সম্প্রতি ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে জাপানের রাষ্ট্রদূতের এক মন্তব্য সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে।

এ ঘটনায় বুধবার (১৬ নভেম্বর) বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে 'বার্তা' দেওয়া হয়েছে বলে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম জানিয়েছেন। এর আগে কৃষিমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জাপানের রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন। একজন নির্বাচন কমিশনারও (ইসি) বলেছেন, 'বিদেশি কূটনীতিকদের ভেবে-চিন্তে কথা বলা ঠিক হবে।'

গত সোমবার (১৪ নভেম্বর) বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি বলেন, 'আমি শুনেছি, (গত নির্বাচনে) পুলিশের কর্মকর্তারা আগের রাতে ব্যালট বাক্স ভর্তি করেছেন। আমি অন্য কোনো দেশে এমন দৃষ্টান্তের কথা শুনিনি। আমি আশা করব, এবার তেমন সুযোগ থাকবে না বা এমন ঘটনা ঘটবে না।' তিনি আরও বলেন, কাজেই এখানে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া দরকার। এটাই তার দৃঢ় প্রত্যাশা। সরকার অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করবে বলে তাদের বলছে। তাই আগামী নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো অংশ নেবে বলে তার আশা।

জাপানের রাষ্ট্রদূতের এমন বক্তব্যকে কূটনীতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক। বুধবার সকালে মেহেরপুরের মুজিবনগরে অবস্থিত মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত আম্রকাননের সার্বিক পরিচর্যা কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'নির্বাচনে কোনো দেশের হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া হবে না। নির্বাচন নিয়ে যারা মন্তব্য করছেন, তাদের সতর্ক করা হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'শুধু জাপান নয়, কোনো দেশের রাষ্ট্রদূতের বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া হবে না। এ বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হবে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই দেশ কখনও কারও কাছে মাথানত করবে না। দেশের মর্যাদা যেকোনোভাবে ধরে রাখতে হবে।'

কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'সংবিধানের ১২৬ ধারায় উল্লেখ আছে, নির্বাচন পরিচালনা করবে নির্বাচন কমিশন। সেখানে তাদের সহযোগিতা করবে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ। এটা তাদের নৈতিক দায়িত্ব। প্রধানমন্ত্রী তাদের এমন নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে। বিএনপি যতই আন্দোলন-সংগ্রাম করুক, তা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করা হবে।'

জাপানের রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেছেন, 'একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকির বক্তব্য অনাকাঙ্ক্ষিত। ওই বক্তব্যের জন্য জাপানের রাষ্ট্রদূতের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হবে।' তিনি আরও বলেন, 'বন্ধুদেশের রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে এ ধরনের বক্তব্য আশা করে না বাংলাদেশ। কারণ গত চার বছরে একাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে এ ধরনের কোনো অভিযোগই করেনি জাপান সরকার।'

জাপানের রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজকদের পেশাদারত্ব নিয়েও প্রশ্ন তোলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, এর পেছনে কী উদ্দেশ্য, খতিয়ে দেখা হবে। কূটনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার ঘোষণা দেন তিনি। এ ছাড়া আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিদেশি বন্ধুদের পরামর্শের

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি।-পুরোনো ছবি

প্রয়োজন নেই বলেও মন্তব্য করেন শাহরিয়ার আলম।

এদিকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে 'অযাচিত' মন্তব্য করায় বুধবার জাপানের রাষ্ট্রদূতকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ডাকা হয়েছিল। সেখানে এ বিষয়ে ঢাকার বার্তা জানানো হয়েছে তাকে। তবে কী বার্তা দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে কিছুই জানায়নি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এদিন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানিয়েছেন।

প্রতিমন্ত্রী বিকাল ৪টা ৫৯ মিনিটে দেওয়া এক পোস্টে লিখেছেন, 'আমরা বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের এম্বাসেডরকে ডেকেছিলাম। তাকে যা যা বলা দরকার আমরা বলেছি। সবকিছু বিস্তারিত গণমাধ্যমে বলার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। তাই এই বিষয়ে কোনো গণমাধ্যমে আমরা আর কোনো বক্তব্য দিতে চাই না।'

শাহরিয়ার আলম আরও লিখেছেন, 'বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক আরও গভীর হবে আসন্ন প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের মধ্য দিয়ে। এ প্রত্যাশায় আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এ সফর বাংলাদেশের এবং জাপানের সাধারণ মানুষের উপকারে আসবে বলে আশা করি।'

জাপানের রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য নিয়ে সমালোচনা এসেছে নির্বাচন কমিশন থেকেও। বিদেশি কূটনীতিকরা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কী বলতে পারেন, তা কনভেনশনে বলা আছে জানিয়ে নির্বাচন কমিশনার আনিছুর রহমান বলেছেন, সেই অনুযায়ী তাদের চলাফেরা করার কথা। যারা বলছেন, তাদের আরও ভেবেচিন্তে কথা বলা ঠিক হবে।

গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের নিজ দপ্তরে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে জাপানের রাষ্ট্রদূতের সাম্প্রতিক মন্তব্য ও বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের বক্তব্য নিয়ে ইসির মন্তব্য জানতে চান সাংবাদিকরা। জবাবে আনিছুর রহমান বলেন, 'কোন প্রেক্ষাপটে কী বলেছেন, এটা তারাই ভালোই জানেন। ব্যক্তিগতভাবে মন্তব্য করতে চাই না। এটা তাদের নিজস্ব এক্তিয়ার। আমাদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। তারা যেটা বলেছেন, সেটা সত্য কি মিথ্যা, সেটা তারাই ভালো জানেন।'

বিদেশি কূটনীতিকদের মন্তব্যে ইসি কোনো চাপে আছে কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে আনিছুর রহমান বলেন, তাদের ওপর কোনো চাপ নেই। সরকার বা বিরোধী দল বা অন্য কেউ ইসিকে কিছু বলেনি।

আনিছুর রহমান বলেন, 'বিদেশিদের ব্যক্তিগত কথা না তাদের দেশের কথা, সেটাও পরিষ্কার হওয়া উচিত বলে মনে করি। ব্যক্তি হিসেবে অনেক কথা বলতে পারি। কিন্তু নির্বাচন কমিশনার হিসেবে অনেক কথা বলতে পারব না। ব্যক্তিগত একটা বিষয় আছে। আরেকটি হলো, তার দেশ। যারা বলেন, তাদের আরও ভেবেচিন্তে কথাবার্তা বলা মনে হয় ঠিক হবে। আমি এ বিষয়ে আর না বলাই ভালো।'

কূটনৈতিক বিষয়গুলো জেনেভা কনভেনশন (প্রকৃতপক্ষে ভিয়েনা কনভেনশন) অনুযায়ী হয় উল্লেখ করে আনিছুর রহমান বলেন, প্রতিটি দেশেরই একটি স্বকীয়তা আছে। কনভেনশনের মধ্যে কূটনীতিকদের থাকা ভালো। তারা বিবেচনা করে দেখতে পারেন, তারা এর মধ্যে কতটুকু আছেন।

আরেক প্রশ্নের জবাবে আনিছুর রহমান বলেন, 'আমার জানা নেই, পৃথিবীর কারও ভোট নিয়ে (বিদেশিরা) মাথা ঘামায় কি না বা কেউ বলে কি না বা পরামর্শ দেয় কি না। তারা মন্তব্য করেন এজন্য, সাহস নিশ্চয়ই কেউ করে দিয়েছেন। না হলে সাহস পান কেন? আমরা তো মনে করি, প্রত্যেকেরই বিচরণের ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা আছে।'

রাতে ব্যালট ভরার সুযোগ থাকবে না, প্রত্যাশা বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপান রাষ্ট্রদূতের

ঢাকা: বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি বলেছেন, 'নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালট বাক্স ভরার কথা পৃথিবীর আর কোথাও শুনিনি। আশা করছি, এবার তেমন সুযোগ থাকবে না।' নির্বাচন নিয়ে বৈশ্বিকভাবে জাপানের মতামতের গুরুত্ব রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

গত ১৪ নভেম্বর সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত 'মিট দ্য অ্যাম্বাসাডর' শীর্ষক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত এসব কথা বলেন। সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) ও ফ্রেডরিক-অ্যাবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

জাপানের রাষ্ট্রদূত বলেন, 'আমরা সুষ্ঠু-সুন্দর নির্বাচন প্রত্যাশা করি। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা চলমান রাখতে আগামী নির্বাচনে গণতান্ত্রিকভাবে সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ।'

জাপান বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সহযোগী উল্লেখ করে ইতো নাওকি বলেন, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এতে আরও অনেক অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন হবে। উন্নয়নের এ যাত্রায় জাপান-জাইকা বাংলাদেশের পাশে থাকবে।

সুষ্ঠু নির্বাচনের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জনগণের -তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মুস্তাফা ওসমান তুরান

ঢাকা: বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু দেখতে চায় তুরস্ক। তবে এই নির্বাচন আয়োজনের সিদ্ধান্ত শুধু বাংলাদেশের জনগণের, বিদেশিদের নয়। গতকাল দুপুরে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) আয়োজিত 'মিট দ্য অ্যাম্বাসেডর' অনুষ্ঠানে এমন মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মুস্তাফা ওসমান তুরান।

বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়

ফারাক্কা নিয়ে মমতার তোড়জোড়, চাপে পড়বে বাংলাদেশ

কলকাতা : ফারাক্কা বাঁধের কারণে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভাঙন জোরালো হয়েছে দাবি করে এ নিয়ে আবারও সরব হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এ সংকট সমাধানের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছেন। মমতা ফারাক্কার মাধ্যমে হুগলি নদীর ভাগীরথীতে পদ্মা (ভারতে গঙ্গা) থেকে বাড়তি পানি দাবি করেছেন। এতে বাংলাদেশ এ নদী থেকে আরও কম পানি পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

চিঠিতে মমতা লিখেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে মালদার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় নদীভাঙন ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি এ নিয়ে মোদির দ্বারস্থ হন মমতা। কিন্তু এ ব্যাপারে সামান্যতম অগ্রগতি হয়নি। তাই বৃহস্পতিবার মমতা ভাঙন-সংক্রান্ত আসন্ন বিপদের উল্লেখ করে তিন পাতার বিস্তারিত চিঠি পাঠান মোদিকে।

এ দিন চিঠিতে ফারাক্কা নিয়ে নিজের অবস্থান তুলে ধরেন মমতা। বলেন, ফারাক্কা ব্যারাজ নির্মাণের ফলে নদীর গতিপথে প্রভাব পড়ছে। নদীভাঙন রুখতে ফারাক্কা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। একদিকে ভাঙন, অন্যদিকে অহরহ বন্যার জেরে রাজ্যের তিন জেলা- মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ার একাধিক জায়গায় ভাঙন ভয়াবহ আকার নিয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম নদীতে চলে যাচ্ছে। এক রকম জীবন হাতে নিয়েই বসবাস করছেন গঙ্গাপাড়ের বাসিন্দারা।

চিঠিতে মমতা বলেছেন, বাংলাদেশ তাদের ভূখণ্ডের মধ্যে একটি ব্যারাজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে ফারাক্কা এবং প্রস্তাবিত ব্যারাজের মধ্যবর্তী অংশ ভাঙনের জন্য আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। আর সেই

কারণে ফারাক্কা ব্যারাজ প্রকল্পের আরও প্রসার বা ব্যাপ্তি বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

মমতা এ দিন স্পষ্ট করেই লেখেন, ফারাক্কা ব্যারাজ কর্তৃপক্ষ নদীভাঙন রুখতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে চিঠির শেষে ফারাক্কা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছেন, কলকাতা বন্দরের স্বার্থে ফারাক্কা ব্যারাজের মাধ্যমে ভারত সরকার হুগলি নদীর ভাগীরথীতে ৪০ হাজার কিউসেক পানি দিয়ে থাকে। এই পরিমাণ পানি অপর্যাপ্ত দাবি করে মমতা এ দিন আরও পানি দাবি করেন। চার বছরের মধ্যেই ফারাক্কায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গার পানি চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। এ অবস্থায় মমতার ভাগীরথীতে অতিরিক্ত পানির দাবিতে সোচ্চার হওয়া বেশ চাপে রাখবে বাংলাদেশকে।

৫৬ দিনের জেল হেফাজত শেষে ফের আদালতে পি কে হালদার

কলকাতা: ৫৬ দিনের জেল হেফাজত শেষে বৃহস্পতিবার (১৭ নভেম্বর) ফের ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় নগর দায়রা আদালতে তোলা হচ্ছে বাংলাদেশের আর্থিক খাতে বড় ধরনের জালিয়াতিতে অভিযুক্ত প্রশান্ত কুমার হালদারসহ (পি কে হালদার) ছয় জনকে।

বাংলাদেশ থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গত ১৪ মে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) হাতে গ্রেপ্তার হন বাংলাদেশভিত্তিক এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক পিকে হালদার, তার ভাই ও অন্য সহযোগীরা। সবমিলিয়ে ২০১ দিন ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার হেফাজতে রয়েছেন পি কে হালদার। এ নিয়ে দশমবার আদালতে তোলা হবে তাকে।

নির্বাচনে স্বচ্ছতা আ.লীগের আন্দোলনের ফসল - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পর থেকে আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করি। নির্বাচনে যতটুকু স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে, সেটা কিন্তু আমাদের আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল।’

তিনি বলেন, বিএনপি যখন জামায়াতকে নিয়ে সরকার গঠন করে, তারপর থেকে দেশে হত্যা, খুন, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি, মানি লন্ডারিং- এমন কোনো অপকর্ম নেই, যা তারা করেনি।

শনিবার (১৯ নভেম্বর) সকালে গণভবনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সভা শেষে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বিএনপির সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন, ‘২০০১ এর নির্বাচন অথবা মাগুরা, ঢাকা-১০ এর উপনির্বাচনের কথা যদি কেউ স্মরণ করে, তাহলে বিএনপির আমলে নির্বাচনের নামে কী হতো, সেটা ওইটুকুই যথেষ্ট, যদি দেখেন। কথাই ছিল ১০টা হুন্ডা, ২০টা গুন্ডা, নির্বাচন ঠাণ্ডা। ভোটের বাক্সে সিল মারা থেকে শুরু করে নানা অপকর্ম হতো। তার জন্য আমরা স্বচ্ছ ভোটার বাকসো, ছবিসহ ভোটার তালিকা; কারণ ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার দিয়ে তালিকা করেছিল ২০০৬-এ নির্বাচন করতে বিএনপি।

অবশ্য তাদের মুখে এখন খুব গণতন্ত্রের কথা শোনা যায়। তারা নাকি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছে।’

আওয়ামী লীগ টানা ক্ষমতায় আছে বলেই দেশের উন্নতি হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশে ২০০৮ এর নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পর একটানা ২০২২ পর্যন্ত এ দেশে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই আজকে বাংলাদেশের উন্নতি হয়েছে। না হলে এত উন্নতি হতো না। আমরা খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই যথেষ্ট সাফল্য আনতে পেরেছি। আমাদের সময় সব দলই কিন্তু তাদের দল করার সুযোগ পাচ্ছে। সে ব্যবস্থাটা আমরা দিয়েছি।’

দেশের মানুষের কল্যাণ আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, ‘হঠাৎ করে কেউ কেউ পারদর্শী হয়েছে, রিজার্ভ নিয়ে অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। করোনাকালে আমাদের আমদানি হয়নি, কেউ বিদেশে যেতে পারেনি, কোনো রকম খরচ ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা প্রবাসে যারা... যেহেতু কেউ বিদেশে যেতে পারেনি, হুন্ডি ব্যবসাও ছিল না, একেবারে সরকারিভাবে সব টাকা এসেছে, যার ফলে আমাদের ভালো ফান্ড আসে।’-দেশ রুপান্তর

বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিবিড় চর্চা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অনবদ্য অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩তম সমাবর্তন উদযাপন উপলক্ষে ১৮ নভেম্বর শুক্রবার দেওয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমি বিশ্বাস করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেম, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের অর্জিত জ্ঞান, মেধা-মনন ও সৃজনশীলতা প্রয়োগ করে ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিজ নিজ অবস্থান থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত ভেঙে এ উপমহাদেশে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়, সেই রাষ্ট্রটি বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ আবাসভূমি ছিল না, এ সত্যটি সবার আগে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের তৎকালীন তরুণ ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সবার আগে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং কালক্রমে হয়ে উঠেন বাঙালি জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, বাঙালি ইতিহাসের মহানায়ক ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। তার নেতৃত্বে পরিচালিত বহু আন্দোলনের সাক্ষী হয়ে আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়।

তিনি বলেন, ৫২ এর জাতির ভাষাভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য চেতনা রক্ষার ভাষা আন্দোলন, জাতির পিতা ঘোষিত ৬৬ এর ছয় দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ছিলেন সম্মুখ সারির যোদ্ধা। জাতির পিতার আহ্বানে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী। তাদের অনেকে শহীদ হয়েছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন, অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক সত্তার বিকাশ ও দেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা অগ্রভাগে থেকে অব্যাহতভাবে নেতৃত্ব প্রদান করে আসছেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত অনন্য দক্ষতায় মনন ও মানবিকতায় অভূতপূর্ব সংশ্লেষ ঘটিয়ে এই মহীরুহ বিদ্যায়তন সমগ্র দেশকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপুষ্ট করে চলেছে। তিনি বলেন, জাতির পিতার দূরদর্শী নির্দেশনায় ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠন করা হয়, যার মূল বার্তা ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে চিন্তার স্বাধীনতা ও মুক্ত-বুদ্ধি চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকা সফর নিয়ে কৌতূহল

ঢাকা: ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ, বিশ্ব মন্দা, খাদ্য সংকটসহ বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতির কারণে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের আসন্ন ঢাকা সফর নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

তবে বর্তমান বিশ্বে পরিস্থিতির কারণে এই সফরে নতুন খুব বেশি কিছু হওয়ার সম্ভাবনা কম বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সসম্পর্কের বিশ্লেষকেরা। তারা মনে করেন আলোচনার মূল ফোকাস হতে পারে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মূলত ঢাকা আসছেন ভারত মহাসাগরীয় দেশগুলোর সহযোগিতা জোট- ইন্ডিয়ান ওসেন রিম অ্যাসোসিয়েশনের (আইওআরএ) মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় যোগ দিতে। এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের ২৩টি দেশ এর সদস্য। রাশিয়া এর সদস্য না হলেও বাংলাদেশের আমন্ত্রণে পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগ দিচ্ছে। ২২ থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত এই সম্মেলন ঢাকায়। বাংলাদেশ আইওআরএ-এর চেয়ার। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী দুইদিনের জন্য ২৩ নভেম্বর ঢাকায় আসবেন। স্বাধীনতার পর ৫০ এই প্রথম কোনো রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় আসছেন। বিশ্লেষকেরা বলছেন, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এই সফরের পিছনে রাজনৈতিক রাশিয়ার দিক থেকে উদ্দেশ্য আছে। ইউক্রেনে হামলার পর থেকে রাশিয়া ক্রমেই এক ঘরে হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ঝালাই করা ছাড়াও রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের আরো ২২টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবেন। এটা রাশিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন। এর আগে গত মাসে কাজাখস্তানের রাজধানী আস্তানায় অনুষ্ঠিত কনফারেন্স অন ইন্টারঅ্যাকশন এন্ড কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজারস ইন এশিয়া (সিআইসিএ) শীর্ষ সম্মেলনের সাইড লাইনে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হয় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন,চ্রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই সম্পর্ক তৈরি হয়। এটা ঐতিহাসিক সম্পর্ক। এই সম্পর্কের কখনো অবনতি হয়নি। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আইওআরএ-এর সম্মেলনে মূলত যোগ দিতে ঢাকায় আসছেন। তারপরও ইউক্রেন যুদ্ধ এবং এখনকার ভূরাজনীতির কারণে তার সফর আলোচিত হচ্ছে, কৌতূহল আছে, যদিও এটা দ্বিপাক্ষিক সফর নয়। বাংলাদেশ তো যুদ্ধের অবসান চায়-এট স্পষ্ট করে দিয়েছে। রাশিয়া হয়তো আরো সমর্থন চাইতে পারে। আর রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ হলো রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। সেখানে পেমেন্টের বিষয় আছে। ডলারের ওপর নিষেধাজ্ঞার কারণে প্রকল্পের কাজ পিছিয়ে যেতে পারে। সেটা উভয় দেশের জন্য উদ্বেগের। এখানে একটা উপায় খোঁজার চেষ্টা হতে পারে।”

এছাড়া রিফাইনারি নেই বলে বাংলাদেশ রাশিয়ার জ্বালানি তেল এখন নিতে পারছেনা। কিন্তু এটা নিয়ে দীর্ঘ মেয়াদে কাজ করা যায়। খাদ্য সংকটে রাশিয়ার খাদ্যশস্যেও বাংলাদেশের লাগতে পারে। রাশিয়ায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বাজার আরো বড় করা যায় কী না। এসব বিষয়ে কথা বলার সুযোগ আছে বলে মনে করেণ অধ্যাপক ইমতিয়াজ। তবে এজন্য বিকল্প মুদ্রার পথও বের করতে হবে বলে মনে করেন তিনি।

বাংলাদেশ রোহিঙ্গা ইস্যুতে রাশিয়ার সমর্থন চায়। তবে সেটা নিয়ে রাশিয়ার সমর্থন কতটা পাওয়া যাবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে বলে মনে করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব.) শহীদুল হক। তিনি বলেন,চ্রাশিয়ার সঙ্গে মিয়ানমারের সম্পর্ক মূলত অস্ত্র বিক্রির। রাশিয়া এখন পর্যন্ত তাই রোহিঙ্গা ইস্যুতে কথা বলেনি। নতুন করে বলবে বলে আমার মনে হয় না।”

তবে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এই সফরের একটি গুরুত্ব আছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশের সমর্থন হয়তো তারা চাইবে। তবে বাংলাদেশ অধিকাংশ সময় ভোট দানে বিরত থেকেছে। একবার রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। তবে এই সফরে বাইরের সম্পর্কটা আরো বাড়ানোর সুযোগ আছে বলে তিনি মনে করেন। তার কথা,চ্রাশিয়ার তেল যদি অন্য কোনো দেশে রিফাইন করে বাংলাদেশ ক্রেডিটে নিতে পারে তাহলে সেটা হবে অনেক বড় সুযোগ।”

সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির মনে করেন,চ্ছইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়া এখন ব্যাকফুটে আছে। তাই বাংলাদেশের সমর্থন তারা চাইবে। অন্যদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরাও এখানে থাকবেন। সেই সুযোগও রাশিয়া কাজে লাগাতে চাইবে। বাংলাদেশের অবস্থান রাশিয়া বোঝে। বাংলাদেশ সাধারণ পরিষদে তাদের পক্ষেও না, বিপক্ষেও না। তাদের চেষ্টা থাকবে বাংলাদেশ যদি একটু পক্ষে আনা যায়।

তিনি বলেন,চ্দুই দেশের এখন বড় কনসার্ন রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। সেখানে রাশিয়ার ১৩ বিলিয়ন ডলার।

এখন কাজ পিছিয়ে যেতে পারে। সেটার কী উপায় হবে সেটা নিয়েই মূল আলোচনা হবে বলে আমি মনে করি। আর বিশ্বের পরিস্থিতি তো ভালো না। তাই প্রত্যাশার জায়গা সীমিত।”-হারুন উর রশীদ স্বপন, ডয়চে ভেলে

শপথ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করলেন জামায়াত আমির

ঢাকা:নতুন করে আমির নির্বাচিত হওয়ার পর শপথ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। এসময় তিনি সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও মুক্তিযুদ্ধকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল আতাউল গণী ওসমানীকেও স্মরণ করেন।

শুক্রবার ১৮ নভেম্বর রাজধানীর একটি মিলনায়াতনে জামায়াত আমির হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হওয়ার পর শপথ গ্রহণ পরবর্তী বক্তব্যে এসব নেতাদের স্মরণ করেন জামায়াত আমির। এ সময় জামায়াতের সাবেক আমির ও সেক্রেটারি জেনারেলদেরও স্মরণ করেন তিনি।

জামায়াত আমির তার বক্তব্যে বলেন, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে স্থান লাভ করেছে আমি তাদের গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করছি। দেশে গণতন্ত্র, আইনের শাসন, ন্যায় বিচার, মানবাধিকার এবং ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যারা আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন, জুলুম-নির্যাতন বরণ করেছেন এবং এই আন্দোলন করতে গিয়ে যারা মারা গেছেন তাদের শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করছি।

সম্প্রতি ২০২৩-২৫ কার্যকালের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৫-৩০ অক্টোবর পর্যন্ত দলটির সদস্যদের ভোটে এ নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এতে আবারও আমির নির্বাচিত হন ডা. শফিকুর রহমান। শুক্রবার রাজধানীর একটি মিলনায়াতনে পুনঃনির্বাচিত আমিরের শপথ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া শপথ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মতিউর রহমান আকন্দ।

এরপর পুনঃনির্বাচিত আমিরকে শপথ পাঠ করান আমির নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রধান নির্বাচন কমিশনার মওলানা এ টি এম মাছুম। শপথ গ্রহণ শেষে মুনাজাত পরিচালনা করেন জামায়াতের নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।

আমির হিসেবে শপথ নেওয়ার পর শফিকুর রহমান ২০২৩-২৫ কার্যকালের জন্য কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

এ সময় জামায়াত আমির বলেন, দেশ আজ এক কঠিন পরিস্থিতির মুখে। আইনের শাসন, ন্যায় বিচার ও মানবাধিকার ও জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই। ভোটাধিকার বলতে কিছু নেই। দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এই সরকারের আমলে দফায় দফায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে তা জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। দেশের অর্থ বিদেশে পাচার করে দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এ সময় দল নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবিলম্বে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিও করেন তিনি।কালবেলা

পদ্মার গতিপথই পাল্টে দিয়েছে বালুখেকোরা

সেলিম সরদার, ঈশ্বরদী (পাবনা): ঈশ্বরদীর পাকশীতে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচের মাপযন্ত্রে নির্ধারণ করা হয় পদ্মা নদীর পানির গভীরতা। রেল সেতুটির প্রথম দিকের সেই পিলারের কাছে তীব্র বর্ষায়ও পানি আসে না। শুস্ক মৌসুমে নদীর প্রবাহ সরে যায় আরও দূরে।

এর জন্য পদ্মায় পানিপ্রবাহ কমে যাওয়া যেমন দায়ী, স্থানীয় বালু ব্যবসায়ীরাও কম দায়ী নন। রেল সেতুটির কাছে নদীর মধ্যেই ৭০ বিঘা জমিতে তাঁরা গড়ে তুলেছেন বালু রাখার স্থান। নদীর বিভিন্ন স্থান থেকে বালু এনে এখানে স্তূপ করেন ব্যবসায়ীরা। এই স্থান থেকেই ট্রাক, ট্রাক্টর ও ড্রাম ট্রাকে বালু পাঠানো হয় দেশের বিভিন্ন জায়গায়। বিস্তৃত এলাকাজুড়ে বালুর স্তূপের কারণে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও পাশের লালন শাহ সেতুর প্রথম পিলারগুলোর কাছে আর এখন পানিই আসে না। পদ্মার পানিপ্রবাহ সরে গেছে অন্তত ৩০০ মিটার।

নদী গবেষকরা বলছেন, এখনই উদ্যোগ না নিলে নদীর অপর পাড়ে দেখা দিতে পারে ভয়াবহ ভাঙন। নদীর গতিপথে পরিবর্তন হলে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও লালন শাহ সেতুর পাশাপাশি ঝুঁকিতে পড়বে পুরো এলাকার পরিবেশ।

সেতুর পাশেই পরিবেশ ধ্বংসকারী এ কর্মযজ্ঞের দায় এড়াতে পারে না সরকারও। নদীর মধ্যে ওই জায়গা বালু ব্যবসায়ীদের কাছে লিজ দিয়েছে খোদ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। কৃষিজমি হিসেবে লিজ দেওয়া হলেও সেখানে দীর্ঘদিন ধরে বালুর ব্যবসা করা হচ্ছে। তবে তাঁদের সরাতে এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ নেয়নি রেলওয়ে।

সরেজমিন দুই সেতু এলাকায় দেখা যায়, সেতুর পাশে চরের মধ্যে বিস্তৃত এলাকাজুড়ে শুধু বিশাল বালুর স্তূপ। সেখান থেকে বালু তোলা হচ্ছে ট্রাকে। আবার ট্রলারে করে আনা বালু নামিয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন স্তূপ। একসময়ের প্রমত্ত পদ্মা প্রবাহিত হচ্ছে তার পাশ দিয়ে।

স্থানীয়রা জানান, বালুর এ ব্যবসায় জড়িত ক্ষমতাসীন দলের একাধিক নেতা। এখান

পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজের পাড় ঘেঁষে এভাবেই বালু তোলা হচ্ছে। ফলে পদ্মায় পানির প্রবাহ বিঘ্নিত হচ্ছে - সমকাল

থেকে প্রতিদিন অন্তত ৮০০ ট্রাক বালু বিক্রি হয়। টাকার হিসাবে দিনে প্রায় ১০ লাখ টাকার ব্যবসা। যদিও এখানকার বালু ব্যবসার সমন্বয়ক পাকশী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সাবেক চেয়ারম্যান এনামুল হক বিশ্বাসের দাবি, বালু বিক্রির পরিমাণ দিনে ৩০০ থেকে ৫০০ ট্রাক। তিনি আরও দাবি করেন, হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে বালু স্তূপ করা হলেও এখান থেকে উত্তোলন করা হয় না।

এই বালু কুষ্টিয়া, আলাইপুর, পাবনাসহ বিভিন্ন ঘাট থেকে নৌকায় এনে এখানে রাখা হয়। পরে ট্রাকে করে বালু বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়। এ কারণে সেতু ঝুঁকিতে পড়ার কথা নয়।

এদিকে, এসব ট্রাক থেকে প্রতিদিন চাঁদা নেওয়া হয় ১০০ টাকা। সেই টাকা বিভিন্ন ভাগ হয়ে চলে যায় স্থানীয় নেতা থেকে প্রশাসনের কর্মকর্তা পর্যন্ত। বিষয়টি স্বীকার করেছেন এনামুল হকও। সরেজমিন দেখা যায়, নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে বালুমহালে ট্রাক ও ট্রাক্টর আসছে। বালুবোঝাই করে যাওয়ার সময় তাদের কাছ থেকে চাঁদার টাকা নিচ্ছেন কয়েকজন।

বালুঘাটের এক ম্যানেজার নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, এখানে ১০-১২ জন বালু ব্যবসায়ী রয়েছেন। তাঁরা আলাদা আলাদা স্থানে বালু মজুত করেছেন। সবাই একজন করে ম্যানেজার নিয়োগ করে বালু বিক্রি করছেন।

স্থানীয়রা জানান, বালু ব্যবসায় জড়িত সবাই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী। পদ্মার বিশাল এলাকা লিজ না নিয়ে লিজগ্রহীতা কৃষকদের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে তাঁরা বালুর ব্যবসা করছেন। যদিও পাকশী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হাবিবুল ইসলামের দাবি, এই বালু ব্যবসার সঙ্গে আওয়ামী লীগের উল্লেখযোগ্য কোনো নেতা যুক্ত নন। স্থানীয় পর্যায়ের ব্যবসায়ীরাই এটি পরিচালনা করেন।

পাকশী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন জানান, বছরখানেক আগে বালু ব্যবসা পরিচালনার জন্য কয়েকজন দলীয় নেতাদের সমন্বয় ছিল। তবে এখন বালুমহাল ও বালুর ঘাট ব্যবসায়ীরাই নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁরা কাউকে তেমন তোয়াক্কা করেন না।

নদী গবেষক হেরিটেজ রাজশাহীর সভাপতি মাহবুব সিদ্দিকী বলেন, নদীর জায়গায় নদী না থাকলে পরিবেশের ওপর তার প্রভাব পড়ে বাজেভাবে। এতে নদীতে পানি এলে এক দফা ক্ষতি হয়, নামার সময় আরেক দফা ক্ষতি হয়।

নদী গবেষক পাকশীর প্রবীণ অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ বলেন, বালুর পাহাড়সম স্তূপে পদ্মার পানিপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়ে এখন মাঝনদীতেই সীমাবদ্ধ পড়েছে। এতে নদীপাড়ের মানুষও চাষাবাদে প্রয়োজনীয় পানি পায় না।

বড়াল রক্ষা আন্দোলনের সদস্য সচিব এসএম মিজানুর রহমান বলেন, নদীর স্বাভাবিক স্রোত বাধাগ্রস্ত হলে নদীর অন্য প্রান্ত ভাঙনের মুখে পড়বে। নদীর ওপর নির্মাণ করা সেতুও হুমকির মুখে পড়তে পারে। আইনিভাবে দুর্বৃত্তায়ন ঠেকানো না গেলে নদীর অবস্থা আরও খারাপ হবে।

পাকশী বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা মো. নুরুজ্জামান বলেন, পদ্মা নদীর যে স্থানে বালু রাখা হচ্ছে সেই জমি রেলের। স্থানীয় কিছু লোক কৃষক পরিচয় দিয়ে বার্ষিক কৃষি লিজ নিয়েছেন। তাঁরা চাষাবাদের বদলে বালুর ব্যবসা করছেন বলে জানতে পেরেছি। রেল কর্তৃপক্ষ এসব জমির কৃষি লিজ বাতিল করে বাণিজ্যিক লিজ দেবে।

ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইমরুল কায়েস বলেন, এর আগে উপজেলা প্রশাসন ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ওই বালু জব্দ করে নিলামে বিক্রির জন্য এক মাস সময় বেঁধে দিয়েছিলেন। এখনও যদি বালুর ব্যবসা চলে তবে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। - সূত্র সমকাল

ভারতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্যটক বাংলাদেশের

পরিচয় ডেস্ক :ভারতে ২০২১ সালে সফর করেছেন কমপক্ষে ১৫ লাখ ২৪ হাজার মানুষ। এর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক পর্যটক গেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে বাংলাদেশ।

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ তথ্য প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, ২০২১ সালে মোট যে পরিমাণ বিদেশি ভারতে গিয়েছেন তার মধ্যে মাত্র ১০টি দেশের পর্যটক শতকরা ৭৪.৩৯ ভাগ।

বাকি ২৫.৬১ ভাগ বিদেশি অন্য দেশগুলোর।

সরকারি বার্তা সংস্থা পিটিআইকে উদ্ধৃত করে এ খবর দিয়েছে অনলাইন দ্য হিন্দু। এতে বলা হয়েছে, গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের ৪ লাখ ২৯ হাজার নাগরিক এবং বাংলাদেশের ২ লাখ ৪০ হাজার নাগরিক ভারত সফর করেছেন। তবে এ সময়েও করোনা ভাইরাসের কারণে বিধিনিষেধ এবং ভিসার ক্ষেত্রে রেজ্যুলুশন ছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসাবে ২০২১ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৫ লাখ ২৫ হাজার ৪৬৯ জন বিদেশি ভারত সফর করেছেন।যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটকের মোট সংখ্যা ৪ লাখ ২৯ হাজার ৮৬০। বাংলাদেশের জন্য এই সংখ্যা ২ লাখ ৪০ হাজার ৫৫৪। এরপরেই রয়েছে বৃটেন, কানাডা ও নেপাল। ১ লাখ ৬৪ হাজার ১৪৩ জন বৃটিশ, ৮০ হাজার ৪৩৭ জন কানাডিয়ান এবং ৫২ হাজার ৫৪৪ জন নেপালি এ সময়ে ভারত সফর করেছেন। আফগানিস্তানের জন্য এই সংখ্যা ৩৬ হাজার ৪৫১, অস্ট্রেলিয়ার জন্য ৩৩ হাজার ৮৬৪, জার্মানির ৩৩ হাজার ৭৭২, পর্তুগালের ৩২ হাজার ৬৪ এবং ফ্রান্সের জন্য ৩০ হাজার ৩৭৪।

করোনাভাইরাসে লকডাউনের সময় সব রকম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট স্থগিত ছিল। প্রথমে ২০২০ সালের ২৫ মার্চ থেকে ২১শে এপ্রিল পর্যন্ত এই নির্দেশ দেয়া হয়। পরে তা তিনবার বৃদ্ধি করে ৩১শে মে পর্যন্ত করা হয়।

জনগণের উত্তাল তরঙ্গে আওয়ামী লীগ ভেসে যাবে - বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ফখরুল

ঢাকা: পদত্যাগ করে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা না করলে জনগণের উত্তাল তরঙ্গে সরকার ভেসে যাবে বলে মন্তব্য করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশে আওয়ামী লীগ সরকারের দুর্নীতি আর লুটপাটের কারণে দুর্ভিক্ষ আসবে।

শুক্রবার ১৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের সড়কে অনুষ্ঠিত কৃষক দলেরওকৃষক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

সার, বীজ, ডিজেল, কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণের দাম কমানো এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য, বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও তারেক রহমানের *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলন বিএনপির একার পক্ষে সম্ভব নয় - বিএনপিদলীয় সংসদ সদস্য রুমিন

পাবনা: জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপিদলীয় সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা বলেছেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে জাতীয় সরকার গঠন ও দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ গঠন করবে। তিনি বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন বিএনপির একার পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্য দেশের অন্যান্য ছোট রাজনৈতিক দলগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।

রুমিন আরও বলেন, দেশের আগের চেহারা ফিরিয়ে আনতে গণতন্ত্র, আইনের শাসন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা, মানুষের ন্যায় বিচার পাওয়া ও মানবাধিকারে বিশ্বাস করে সেই দলগুলো নিয়ে জাতীয় সরকার গঠনের বিকল্প নেই। জয়ী ও বিজিতদের নিয়েই এই জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হবে।

গত ১৮ নভেম্বর শুক্রবার বিকেলে পাবনার রত্নদ্বীপ রিসোর্টের *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

KT KHAN'S TUTORIAL

Enroll for 1 FREE WEEK of IN-PERSON CLASSES!*

Brand New Locations in NYC!

Jackson Heights:
37-26 74st. 2nd floor
Jackson Heights, NY 11372
Across Patel Bros.

Ozone Park:
86-01 101 Ave.
Ozone Park, NY 11416

Jamaica
178-05 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432

Manhattan
14 West 23rd St. 2nd floor
New York, NY 11416
Above Starbucks

GRAND OPENING SALE!

*This promotion can be claimed at any of our locations.

Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com

বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে আন্তর্জাতিক চক্র

আনোয়ার ইব্রাহীম : সাম্প্রতিক শেয়ার কারসাজির ঘটনা নিয়ে কথা উঠলে বহুল আলোচিত সমবায় অধিদপ্তরের ডেপুটি রেজিস্ট্রার আবুল খায়ের হিরোর নাম আসে সবার আগে। অনিয়ম-দুর্নীতির ঘেরাটোপে ২০২০ সালের জুনে যে শেয়ারবাজার ধুঁকছিল, তা পরের মাসেই হিরোর কারসাজিতে কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। তখন হিরোর নতুন সঙ্গী হলেন তারকা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তদন্তে এঁদের দুজনের নাম বারবার আসছে। ব্রোকারেজসহ একাধিক ব্যবসার অংশীদার তাঁরা দুজন। পেশায় দীর্ঘদিন দুই জগতের বাসিন্দা এ দুজনকে এক গাঁটে বাঁধলেন কে বা কারা?

দুই বছর ধরে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে সমকাল। তাতে জানা গেছে, এ দুজনের সংযোগ ঘটানোর নেপথ্যে আছেন জাভেদ আজিজ মতিন, যাঁর নাম আন্তর্জাতিক প্রতারণার সঙ্গে জড়িয়ে। দীর্ঘ ৪০ বছর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী এই ব্যক্তি বাংলাদেশে ফিরেছেন ঠিক দুবছর আগে। দেশের টানে নয়, পালিয়ে এসেছেন।

স্বপ্নের দেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাভেদের পালিয়ে আসার কারণ, সেখানে শেয়ারবাজারে নিজ কোম্পানির শেয়ার নিয়ে কারসাজি করে ধরা পড়া। হাজার কোটি টাকার জরিমানার দণ্ড ঝুলছে তাঁর ঘাড়ে। আরও একটি কারণ আছে। এক অস্ট্রেলীয় নাগরিকের মালিকানাধীন হংকংয়ের একটি কোম্পানি থেকে প্রতারণা করে ১ কোটি ৩৩ লাখ ডলার, বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায়

১৩৬ কোটি টাকা হাতিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়েছিলেন জাভেদ ২০২০ সালে। সে টাকাই ওই বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাচার হয়ে আসে বাংলাদেশে এবং শেয়ার কারসাজিতে লগ্নি হয়।

শেয়ারবাজারসহ অন্যান্য খাতে অর্থলগ্নিতে অংশীদার হন জাভেদের ছেলের বয়সী হিরো ও সাকিব। দেশের এই বিশিষ্ট দুজনকে সামনে রেখে জাভেদ মোনার্ক হোল্ডিংস লিমিটেড নামে একটি কোম্পানি খুলে বাগিয়ে নিয়েছেন স্টক এক্সচেঞ্জের ব্রোকারেজ হাউস লাইসেন্স; গড়েছেন ই-কমার্স সাইট মোনার্ক মার্ট, মুন্সীগঞ্জে মোনার্ক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টের মতো কিছু ব্যবসা। পরিকল্পনা করছেন আরও অনেক কিছুর। যুক্তরাষ্ট্র থেকে পলাতক জাভেদ এখন বাংলাদেশে বড় ব্যবসায়ী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর। মোনার্ক নামে এই প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকে সাকিব-হিরোর কোম্পানি বলে জানেন। মোনার্ক নামটি জাভেদেরই দেওয়া। যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে আসার আগে তিনি দেশে মোনার্ক হোল্ডিংস ইনকরপোরেশন নামে একটি অনিবন্ধিত কোম্পানি খুলেছিলেন। ওই কোম্পানির মাধ্যমেই হংকংয়ের একটি কোম্পানি থেকে প্রতারণা করে অর্থ এনে বাংলাদেশ ও ইউরোপের একটি দেশে পাচার করেছেন বলে তথ্য মিলেছে। এর অনেক প্রমাণ সমকালের কাছে রয়েছে।

অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে, হিরো-সাকিবের গাঁট বাঁধার প্রধান অনুঘটক জাভেদ মতিন হলেও তিনজনকে একত্র করার নেপথ্যে আছেন আরেকজন কুশীলব। তিনি দেশের গুরুত্বপূর্ণ এক নিয়ন্ত্রক সংস্থার শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী এক কর্মকর্তা। জাভেদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ২০ বছরের বন্ধুত্ব। বন্ধুকে বাংলাদেশে পুনর্বাসিত করার মিশনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা রয়েছে প্রভাবশালী ওই কর্মকর্তার।

লাভবান হয়েছেন কোটি টাকার অঙ্কে এবং অর্থ পাচার বা মানি লন্ডারিংয়ের মতো গুরুতর অপরাধেও নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন।

প্রাপ্ত দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অর্থ পাচার করে জাভেদের বাংলাদেশে ফেরার সঙ্গে ২০২০ সালের করোনাকালে বাংলাদেশের শেয়ারবাজারের ঘুরে দাঁড়ানোর গভীর যোগসূত্র আছে। প্রতারক জাভেদ মতিন বাংলাদেশে পা না রাখলে সরকারি কর্মকর্তা আবুল খায়ের হিরো আদৌ হিরো হয়ে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ব্যাংকে আমানত সুরক্ষা নিয়ে সাধারণ গ্রাহকদের উদ্বেগ

আহমেদ তোফায়েল: ব্যাংকে টাকা রাখলে বিপাকে পড়বে আমানতকারীরা অথবা টাকা নেই ব্যাংকে এমন একটি বার্তা সম্প্রতি ব্যাংকপাড়া এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন অনেক বিনিয়োগকারী। অনেকেই ব্যাংকে আমানত সুরক্ষিত কি না, জানতে ব্যাংকের শাখাগুলোতে যোগাযোগ করছেন। দেশ-বিদেশ থেকে ব্যাংকারদের কাছে, ব্যাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মকর্তা এমনকি গভর্নরসহ বিভিন্ন পর্যায়ে টেলিফোন আসছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, ব্যাংকে অর্থের কোনো সংকট নেই। বর্তমানে ব্যাংক খাতে প্রায় ১ লাখ ৬৯ হাজার কোটি টাকা উদ্বৃত্ত তারল্য রয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো ব্যাংক দেউলিয়া হয়নি। তাই আতঙ্কের কিছু নেই।

এ প্রসঙ্গে অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) সাবেক চেয়ারম্যান ও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান ইত্তেফাককে বলেন, বিভিন্ন মাধ্যম থেকে নানা কথাবার্তা বলা হচ্ছে। কেউ বলছে, ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। টাকা দিতে পারছে না। এসব কারণে ব্যাংক খাতে একটি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আসলে ব্যাংকে আমানতকারীদের টাকা নিরাপদে আছে থাকবে, এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

এমন পরিস্থিতির কারণ কী? : অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ব্যাংগুলোর কয়েক জন শীর্ষ নির্বাহী জানিয়েছেন, বিভিন্ন মাধ্যম থেকে ব্যাংক খাতে ভুল বার্তা দেওয়া হচ্ছে। কয়েকটি ব্যাংক বা নন-ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন (এনবিএফআই) দুর্বল অবস্থায় আছে, সেটি সত্যি। চার থেকে পাঁচটি ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান খারাপ অবস্থায় আছে। আবার ১০টি ব্যাংক বেশি ভালো নেই বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের তরফ থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে। যদিও ব্যাংকগুলো দেউলিয়ার মতো অবস্থায় নেই। সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকেও অর্থনীতি নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করা হচ্ছে। যে কারণে গ্রাহকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এতে করে ব্যাংক খাতে ভুল বার্তা দেওয়া হচ্ছে। ব্যাংক খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আবার অতীতের কিছু ঘটনা নিয়ে অনেক গ্রাহক বা আমানতকারী চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। যেমন স্বাধীনতার পরে এনসিসি ব্যাংক পুনর্গঠন করা হয়েছে। ইস্টার্ন ব্যাংক ও সর্বশেষ পদ্মা ব্যাংক নতুন ভাবে এসেছে। মাঝে দুই একটি ব্যাংকের সমস্যা যে হয়নি তা নয়। যেমন বেসিক ব্যাংকের সমস্যা হয়েছিল কিন্তু তাদের তারল্য সংকটে আমানতকারীদের আমানত দিতে পারেনি, এমনটি হয়নি। পদ্মা ব্যাংকের আমানত দিতে কিছু সমস্যা হয়েছিল। এখন আর সে অবস্থায় নেই। তবে ব্যাংক খাতে কিছু দুর্বলতা আছে সেসব কাটিয়ে উঠতে পারলে ব্যাংক খাতের আতঙ্ক নামের সংকট কেটে যাবে।

ব্যাংকাররা বলছেন, কিছু গ্রাহক টাকা পাচার করছে। আবার কিছু ব্যাংক এলসি খুলছে না, পেমেন্ট দিতে পারছে না। ডলার সংকট চলছে।

৯ মাসে বাংলাদেশে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩১ হাজার কোটি টাকা

ঢাকা: করোনা মহামারির কারণে ২০২০ ও ২০২১ সালে ঋণ পরিশোধে ছিল বিশেষ শিথিলতা। তবে চলতি বছর কেউ সময়মতো কিস্তি না দিলে খেলাপি হচ্ছেন। এ কারণে অনেকটাই বেড়েছে খেলাপি ঋণ। কোনো না কোনো উপায়ে আবারও বিশেষ ছাড় মিলবে- এমন ধারণা থেকে অনেকে ঋণ পরিশোধ করছেন না। বিদ্যুৎ-গ্যাস সংকটসহ নানা কারণে সংকটে পড়ে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না এমন ব্যবসায়ীও রয়েছেন। এমন বাস্তবতায় চলতি বছরের সেপ্টেম্বর শেষে খেলাপি ঋণ বেড়ে ১ লাখ ৩৪ হাজার ৩৯৬ কোটি টাকায় ঠেকেছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ ৯ মাসে খেলাপি ঋণ ৩১ হাজার ১২২ কোটি টাকা বা ৩০ দশমিক ১৪ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, পরিমাণের পাশাপাশি শতাংশ বিবেচনায়ও খেলাপি ঋণ বেড়েছে। গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক খাতের মোট ঋণ ছিল ১৪ লাখ ৩৬ হাজার ২০০ কোটি টাকা। এর বিপরীতে ৯ দশমিক ৩৬ শতাংশ খেলাপিতে পরিণত হয়েছে। তিন মাস আগে ১৩ লাখ ৯৮ হাজার ৫৯২ কোটি টাকা ঋণের বিপরীতে খেলাপি ছিল ৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ। আর গত ডিসেম্বর শেষে ১৩ লাখ ১ হাজার ৭৯৭ কোটি টাকা ঋণের বিপরীতে ৭ দশমিক ৯৩ শতাংশ ছিল খেলাপি। এর মানে প্রতি প্রান্তিকেই হার বেড়েছে।

ব্যাংকাররা জানান, ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করতে এমনিতেই একটি শ্রেণি সব সময়ই নানা উপায় খোঁজে। করোনার কারণে ২০২০ সালে কেউ এক টাকাও না দিলে তাকে খেলাপি করা হয়নি। পরের বছর যে পরিমাণ পরিশোধ করার কথা, কেউ ১৫ শতাংশ পরিশোধ করলে আর পরিশোধ করতে হয়নি। আবার কোনো একটি বিশেষ ছাড় মিলতে পারে এমন আশায় সক্ষমতা থাকলেও ঋণ পরিশোধে ঢিলেমি করছেন অনেকে। আয় থাকার পরও বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণ দেখিয়ে ঋণ পরিশোধ করছেন না। যে কারণে খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিলের নীতিমালা শিথিল থাকলেও তেমন সাড়া নেই।

ব্যাংকারদের মতে, ব্যবসা-বাণিজ্যের খারাপ পরিস্থিতির কারণেও গ্রাহকদের একটি অংশ ঋণ পরিশোধে সক্ষম হচ্ছে না। কেননা করোনার ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই শুরু হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। বিশ্ববাজারে কাঁচামালসহ বেশিরভাগ পণ্যের দর বেড়েছে। অথচ চাহিদামতো বিদ্যুৎ, গ্যাস না পাওয়ায় বেশিরভাগ কারখানায় সক্ষমতার তুলনায় কম উৎপাদন হচ্ছে। আমদানিতে নানা কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠান ডলার সংকটের কারণে এলসি খুলতে পারছে না। এর মধ্যে ভোক্তাদের ওপর রয়েছে উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাব। এ ছাড়া গত জুলাইতে এক লাফে জ্বালানি তেলের দর ৪৭ শতাংশ বৃদ্ধির ফলে সব ক্ষেত্রে খরচের বাড়তি চাপ তো আছেই। সব মিলিয়ে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ বাড়ছে।

জানতে চাইলে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের সংগঠন এবিবির চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম আর. এফ. হোসেন বলেন, করোনা-পরবর্তী অর্থনীতিতে একটি চাপ ছিল। এটি সামলে উঠতে না উঠতে বিশ্বব্যাপী আরেকটি সংকট চলছে। যে কারণে বেশিরভাগ জিনিসের দর বেড়ে মূল্যস্ফীতি অনেক বেড়েছে। আবার বিদ্যুৎ-গ্যাসের অভাবের কারণে অনেক কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এসবের পাশাপাশি খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির পেছনে একটি বড় কারণ ব্যাংক খাতের সুশাসনে ঘাটতি। খেলাপি ঋণ আদায়ে যেভাবে আইনি সহায়তা দরকার অনেক ক্ষেত্রে তা পাওয়া যাচ্ছে না। মামলা নিষ্পত্তিতে অনেক সময় লাগছে। সব মিলিয়ে খেলাপি ঋণের এ অবস্থা তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দশ ব্যাংকে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৮৬ হাজার ৬৮৭ কোটি টাকা, মোট খেলাপির যা ৬৪ দশমিক ৫০ শতাংশ। পরিমাণের দিক দিয়ে খেলাপি ঋণের শীর্ষে থাকা এসব ব্যাংক হলো- রাষ্ট্রীয় মালিকানার জনতা, সোনালী, অগ্রণী, বেসিক, রূপালী, বেসরকারি ন্যাশনাল, ইসলামী, এবি, পদ্মা ও ওয়ান ব্যাংক। গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক খাতে মোট খেলাপি ঋণের মধ্যে ৬৩ হাজার ২১৫ কোটি টাকা বা ৬১ দশমিক ২১ শতাংশ ছিল এসব ব্যাংকে।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ ব্যাংকে নতুন গভর্নর হিসেবে আব্দুর রউফ তালুকদার দায়িত্ব নেওয়ার পর খেলাপি ঋণসহ চারটি সূচকের ভিত্তিতে খারাপ অবস্থায় থাকা ১০টি ব্যাংক আলাদাভাবে তদারকির উদ্যোগ নিয়েছেন। খেলাপি ঋণের শীর্ষে থাকা এসব ব্যাংকের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, এবি ও ওয়ান ব্যাংক রয়েছে এ তালিকায়। এ ছাড়া *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বজুড়ে প্রধান অর্থনীতিগুলো মন্দায় পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে - ডব্লিউটিওর সতর্কতা

পরিচয় ডেস্ক: ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বজুড়ে রেকর্ড পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি। ক্রমবর্ধমান রয়েছে জ্বালানি ও খাদ্যের দাম। মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে সুদের হার বাড়াচ্ছে প্রধান অর্থনীতির কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো। এ অবস্থায় বিশ্বজুড়ে মন্দার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। তবে বিস্তৃত আকারে মন্দার ঝুঁকি কম বলে মনে করছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)। বরং কিছু প্রধান অর্থনীতি মন্দায় পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে বলে ধারণা করছে প্রতিষ্ঠানটি। খবর রয়টার্স।

ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত জি২০ সম্মেলনে ডব্লিউটিওর মহাপরিচালক এনগোজি ওকোনজো-আইওয়েলা বলেন, বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত আকারে মন্দা দেখা দেবে বলে মনে হয় না। তবে কিছু প্রধান অর্থনীতি মন্দায় পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। যদিও এ প্রভাব উদীয়মান অর্থনীতি ও দরিদ্র দেশগুলোর জন্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। কারণ এ পরিস্থিতিতে চাহিদা কমে যাওয়ায় উদীয়মান অর্থনীতিগুলোর রফতানি আয়ও নিম্নমুখী হয়। এরই মধ্যে এমন প্রবণতা দেখা দিয়েছে। তবে এ প্রভাব মোকাবেলায় উন্নত দেশগুলোর সহায়তা প্রয়োজন। কারণ আন্তর্জাতিক চাহিদা অব্যাহত থাকলে উদীয়মান দেশগুলোয় মন্দার প্রভাব কমে যাবে।

সুইজারল্যান্ডের জেনেভাভিত্তিক বাণিজ্য সংস্থা গত মাসে পূর্বাভাস দিয়েছিল, ২০২৩ সালে বিশ্ব বাণিজ্য মাত্র ১ শতাংশ বাড়বে। এ হার চলতি বছর ৩ দশমিক ৫ শতাংশ বাণিজ্য প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস থেকে অনেক কম।

ওকোনজো-আইওয়েলা বলেন, অর্থনীতি নিয়ে অনেক অনিশ্চয়তা রয়েছে। বেশির ভাগ পূর্বাভাসও নেতিবাচক দিকে রয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধ ও মূল্যস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট জটিলতা বিশ্ব অর্থনীতিতে অন্ধকার ছায়া ফেলেছে। এ পরিস্থিতি কবে নাগাদ ঠিক হবে তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে।

গতকাল জি২০ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন পোল্যান্ডের ভূখণ্ডে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা নিয়ে একটি জরুরি বৈঠকের জন্য আলোচনা ব্যাহত হয়। ইউক্রেন সীমান্তের কাছাকাছি পোল্যান্ডে এ হামলায় অন্তত দুজন নিহত হয়েছে। এ ঘটনার পর পরই জরুরি বৈঠক ডাকে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো। তবে ক্ষেপণাস্ত্রটি রাশিয়া থেকে ছোড়া হয়েছিল কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে এ পরিস্থিতি ইউক্রেন যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক পতন নিয়ে আরো অনিশ্চয়তা যুক্ত করেছে।

ডব্লিউটিও প্রধান বলেন, আমি জি২০ নেতাদের খাদ্য *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

কক্সবাজারের সুপারির কদর বাড়ছে, হচ্ছে রপ্তানি, আড়াইশ কোটি টাকা আয়ের সম্ভাবনা

কক্সবাজার : পর্যটনের পর দেশে কক্সবাজারে সুপারির কদর বেড়েছে। গত কয়েক বছরের মতো এবারও জেলায় সুপারিরর বাম্পার ফলন হয়েছে। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে উৎপাদিত সুপারি দেশে সরবরাহের পাশাপাশি সৌদি আরব, দুবাইসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, জেলার আট উপজেলায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার হেক্টর জমিতে চাষের বিপরীতে চলতি বছর সুপারি উৎপাদন হয়েছে প্রায় ১৩ হাজার মেট্রিক টন। পাইকারি বাজারদর হিসাবে চলতি বছরে উৎপাদিত সুপারি বিক্রয় করে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা আয় হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কক্সবাজার কার্যালয়ের উন্নয়ন শাখার উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা আশীষ কুমার দে জানান, চলতি বছর তিন হাজার ৫০০ হেক্টর ভূমিতে সুপারি চাষ হয়েছে। এ মৌসুমে টেকনাফে এক হাজার ২৮০ হেক্টর, উখিয়ায় এক হাজার হেক্টর, কক্সবাজার সদরে ৭৫০ হেক্টর, রামু *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

জানুয়ারিতে কেটে যাবে বাংলাদেশের রিজার্ভের সমস্যা, প্রত্যাশা গভর্নরের

ঢাকা:আগামী জানুয়ারি মাস থেকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা থাকবে না বলে আশা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার। দেশের রফতানি আয় ও রেমিট্যান্স আমদানি ব্যয়ের তুলনায় বেশি হওয়ায় এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। গত ১৬ নভেম্বর রাজধানীর একটি হোটেলে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) আয়োজিত এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন বিষয়ক এক সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেন, এক অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, চলতি বছরের শুরু থেকে দেশে আমদানির পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে ৮ বিলিয়ন ডলারের ওপরে উঠে যায়। বিষয়টি খতিয়ে দেখে এবং আমদানিকৃত পণ্য যাচাই-বাছাই শুরু করায় আমদানির পরিমান কমে ৫ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে, যা স্বাভাবিক।

তদন্তে তারা আরও জানতে পেরেছেন, কিছু পণ্য ২০ শতাংশ থেকে ২০০ শতাংশ ওভার ইনভয়েস করে আমদানি করা হয়েছে। এগুলো পরীক্ষা করার ফলে আমদানির পরিমাণ কমে যায়। বাংলাদেশ ব্যাংক আন্ডার-ইনভয়েসিং এবং ওভার-ইনভয়েসিং উভয় পরীক্ষা করার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা পাচার রোধে এবং এইভাবে রাজস্ব আয় বাড়াতে কাজ করছে বলে জানান গভর্নর।

গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার আরো বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক শুধুমাত্র এলসির মূল্য এবং পণ্যের প্রকৃত বাজার মূল্য খতিয়ে দেখছে, যা হুন্ডির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা পাচার রোধ করবে।

ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে উত্তরণ নিশ্চিত করতে শ্রমিক, কৃষক ও রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের আর্থিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে আনতে হবে। যে যাই বলুক, এর ওপর উপর আমাদের জোর দেয়া দরকার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ ৬৮ বার পেছাল

ঢাকা: বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ ৬৮ বার পেছাল। পিছিয়ে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) আগামী ১ জানুয়ারি নির্ধারণ করেছে ঢাকার একটি আদালত।

বুধবার (১৬ নভেম্বর) মামলার তদন্ত কর্মকর্তা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রায়হান উদ্দিন খান তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরী এই আদেশ দেন।

নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে ১০১ মিলিয়ন ডলার চুরির ঘটনায় দায়ের করা মামলায় তদন্ত শেষ করার জন্য এখন পর্যন্ত *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বে এক ধাক্কায় অনেকটাই কমে গেছে তেলের দাম

পরিচয় ডেস্ক: ওপেক তার ২০২২ সালের বৈশ্বিক চাহিদা পূর্বাভাস কমিয়ে দেওয়ার পর গত মঙ্গলবার (১৫ নভেম্বর) এশিয়ার প্রথম দিকের বাণিজ্যে তেলের দাম অনেকটাই কমে গেছে। এছাড়া করোনাভাইরাস সংক্রমণ বৃদ্ধি বিশ্বের শীর্ষ অপরিশোধিত তেল আমদানিকারক দেশ চীনে জ্বালানী খরচ কমিয়েছে। দাম কমাতে এটি প্রভাব ফেলেছে।

বিজনেস টুডের খবরে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার (১৫ নভেম্বর) ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচার ব্যারেল প্রতি ৯২.৭৫ ডলার এবং ইউএস ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট অপরিশোধিত সিএলসি ওয়ান ব্যারেল প্রতি ৮৫.৩১ ডলারে নেমে আসে।

পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংস্থা (ওপেক) উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি এবং ক্রমবর্ধমান সুদের হারসহ ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

যেভাবে পৃথিবীতে 'আরামে' থাকতে পারবে ৮০০ কোটি মানুষ

প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত চাপের কারণে ক্রমশ বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে বিশ্ব। ১৫ নভেম্বর বিশ্বের জনসংখ্যা ৮০০ কোটি ছাড়িয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারাবাহিকতাকে মেনে কিভাবে বাসযোগ্য করা যায় এই গ্রহকে?

অনেকে মনে করেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনবিস্ফোরণে রূপ নিলে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবও দ্রুত বাড়বে এবং তাতে ৮০০ কোটি মানুষের এই গ্রহ আরো দ্রুত বাসের অযোগ্য হবে।

তবে আশার কথা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার গত কয়েক দশকে অনেক কমেছে।জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ সারা হার্টগ মনে করেন, সারা বিশ্বে শিক্ষার প্রসারের ফলে নারীদের মাঝেও সচেতনতা বেড়েছে, পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়ে বেশি উপলব্ধি করছে মানুষ। তাই জন্মনিয়ন্ত্রণের নানা ব্যবস্থায় আস্থা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণে নানা উপকরণের প্রয়োগ বেড়েছে। এসব কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারেও ভাটার টান লক্ষ্য করা গেছে। তবে তাতে জনসংখ্যা কমার কথা থাকলেও বাস্তবে কিন্তু বাড়ছে।এতে চিকিৎসা শাস্ত্রের অগ্রগতি এবং মানুষের মাঝে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধির বড় ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন সারা হার্টগ। তার মতে, অন্যথায় ১৯৫০ সালের তুলনায় এই ২০২২ সালে সারা বিশ্বের মানুষের গড় আয়ু যে ২৫ বছর বেড়েছে, তা কখনোই সম্ভব হতো না।

জাতিসংঘের এক হিসেব অনুযায়ী, জনসংখ্যা ও গড় আয়ু বৃদ্ধির এই হার বজায় থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের জনসংখ্যা হবে ৯৭০ কোটি আর ২১০০ নালে গিয়ে সংখ্যাটা বেড়ে হবে ১১০০ কোটি!

৮০০ কোটি মানুষের ক্রমশ বেড়ে চলা চাহিদা পূরণ করতে

গিয়ে প্রকৃতি যেখানে ধুঁকছে, জনসংখ্যা ১১০০ কোটি বা তারও বেশি হলে পরিস্থিতিটা কী দাঁড়াতে পারে?

জাতিসংঘের আরেক প্রতিবেদন বলছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সারা বিশ্বে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ ও প্রাকৃতিক সম্পদহানি বাড়ছে, পরিণামে পরিবেশ দূষণের সার্বিক পরিস্থিতিও দ্রুত ভয়াবহ হচ্ছে।

তবে সারা হার্টগ মনে করেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি অন্যতম কারণ হলেও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর লাগামহীন চাপ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ এটি নয়।তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় ভাবার ঘোর বিরোধী তিনি।বরং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং বিলাসী জীবন যাপনের প্রবণতাকে প্রধানত দায়ী হিসেবে উল্লেখ করে ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, ''মানুষের আয় বাড়ছে এবং সে কারণে বাড়ছে নানা ধরনের পণ্য কেনার প্রবণতা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে এই বিষয়টিই পরিবেশ দূষণে বেশি ভূমিকা রাখছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং এশিয়ার এক অংশে বেশি বলে এই দুটি অঞ্চলকে সারা বিশ্বে কার্বন নিঃসরণ বৃদ্ধির জন্য বেশি দায়ী মনে করেন অনেকে। তবে সাম্প্রতিক গবেষণা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলছে। দেখা গেছে, বিশ্বের সব ধনী দেশে রেফ্রিজারেটর, গাড়ি, টেলিভিশন, এসি ইত্যাদির ব্যবহার অনেক বেশি এবং সে কারণে বস্তুতপক্ষে পরিবেশ দূষণে ওইসব দেশের 'দায়ও অনেক বেশি।

পরিবেশবিষয়ক বেসরকারি সংস্থা গ্লোবাল ফুটপ্রিন্ট এক সমীক্ষায় জানিয়েছে, বিশ্বের সব মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের মানুষদের মতো জীবনযাপন করলে বিশ্বে বর্তমানে যতটুকু প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তা অল্প দিনেই শেষ হয়ে যেতো। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বিশ্বের সব মানুষ অ্যামেরিকানদের মতো বিলাসী এবং আধুনিক পণ্যনির্ভর জীবনযাপন করলে অন্তত ৫.১টি বিশ্বের সমান প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজন হবে। আর অস্ট্রেলিয়ানদের মতো জীবনে বিশ্বের সব মানুষ অভ্যস্ত হলে প্রয়োজন হবে ৪.৫টি বিশ্বের সম পরিমাণ প্রাকৃতি সম্পদ, রাশিয়ার নাগরিকদের মতো সবাই হলে ৩.৪টি, জার্মানদের মতো সবাই হলে ৩টি, জাপানি এবং পর্তুগিজদের মতো সবাই হলে ২.৯টি করে এবং ফ্রান্স, স্পেন এবং সুইজারল্যান্ডের নাগরিকদের মতো সবাই হলে ৮০০ কোটি মানুষের জন্য কমপক্ষে ২.৮টি বিশ্বের সমান প্রাকৃতিক সম্পদ লাগতো।

অথচ আফ্রিকার ২১ কোটিরও বেশি মানুষের দেশ নাইজেরিয়ার আম জনতার মতো বিশ্বের সবার জীবন হলে বছরে বর্তমান বিশ্বের কেবল ৭০% প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহৃত হতো। এশিয়া এবং বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল দেশ ভারতেরও খুব কম মানুষেরই নিজের রেফ্রিজারেটর, নিজের গাড়ি, নিজের টেলিভিশন ও এসি ইত্যাদি আছে। তাই বিশ্বের ৮০০ কোটি মানুষ গড়পড়তা ভারতীয়দের *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ইমরান খানের জীবন হুমকির মুখে - ইসলামাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারক

ইসলামাবাদ: সাবেক পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের জীবন হুমকির মুখে।

গত ১৮ নভেম্বর শুক্রবার এমন মন্তব্য করেন পাকিস্তানের ইসলামাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারক আমির ফারুক। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এমন মন্তব্য করেন এ বিচারক। পাক গণমাধ্যম দ্য ডনের এক প্রতিবেদনে এমনটা উল্লেখ করা হয়।

বিচারক আমির ফারুক বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে হত্যার জন্য আরও চেষ্টা করা হতে পারে। ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের বিক্ষোভ সমাবেশ উপলক্ষে রাস্তা বন্ধের বিরুদ্ধে দায়ের করা এক পিটিশনের শুনানিতে এমন মন্তব্য করেন এ বিচারক।

এর আগে বিচারক ফারুক ইসলামাবাদ পুলিশের মহাপরিদর্শকের কাছে এ পিটিশনের ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন তলব করেন। একই সঙ্গে ঝামেলামুক্ত বিক্ষোভ কর্মসূচি আয়োজনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে একটি পরিকল্পনা চান।

শুনানির সময় আদালতে পেশ করা একটি গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উদ্ধৃতি দিয়ে বিচারক বলেন, ইমরান খানের ওপর আরেকটি হামলার হওয়ার মতো যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এ ইস্যুতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকার এবং রাষ্ট্রের দায় রয়েছে।

এর আগে ৩ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) পাকিস্তানে ওয়াজিরাবাদে লংমার্চ চলাকালে ইমরান খানসহ তিনজন গুলিবিদ্ধ হন। পরে তাদের আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) নেতা ইমরান ইসমাইল জানান, ইমরান খানের পায়ে অন্তত ৩ থেকে ৪টি গুলি লেগেছে। এ ছাড়া পিটিআইয়ের সিনেটর ফয়সাল জাভেদ ও আহমেদ ছাত্তাহ আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা যায়, হামলাকারী ইমরান খানকে বহন করা কন্টেইনার লক্ষ্য করে একে-৪৭ দিয়ে গুলি করেন।

প্রধানমন্ত্রীকে গালি দেয়ায় ইতালিতে লেখক কাঠগড়ায়

রোম: টক শো-তে ইটালির ডানপন্থি প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনির সমালোচনা করতে গিয়ে গালি দিয়ে বসেছিলেন লেখক রবার্তো সাভিয়ানো। সেকারণে করা মানহানির মামলার শুনানি শুরু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২০ সালে। কট্টর ডানপন্থি মেলোনি তখন বিরোধী দলের নেত্রী। ওপেন আর্মস উদ্ধার জাহাজ তখন ভূমধ্যসাগর থেকে ১১১ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করে। তাদের মধ্যে গিনি থেকে আসা ছয় মাস বয়সি শিশু জোসেফও ছিল। কিন্তু চিকিৎসাসেবা না পেয়ে জোসেফ মারা যায়। এক টেলিভিশন টক-শো-তে ওই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়েই অভিবাসনবিরোধী অবস্থানের জন্য মেলোনিকে বাস্টার্ড, অর্থাৎ জারজ বলে ফেলেন সাভিয়োনি। পরে তিনি অবশ্য বলেছিলেন 'বাস্টার্ড' শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করেননি। তার মতে, মেলোনি যে বলেছিলেন, অভিবাসনপ্রত্যাশীদের প্রয়োজনে ডুবিয়ে মারা যেতে পারে, তবে আশ্রয় দেয়া কখনোই উচিত নয়, সেটাকে তার (সাভিয়োনি) কোনো স্বাভাবিক রাজনৈতিক মতামত মনে হয়নি, তাই এক শিশুর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় গালিসূচক শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন।

১৫ নভেম্বর মঙ্গলবার রোমের আদালতে ইটালির প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনির মানহানির অভিযোগের মামলার শুনানি শুরু হয়। প্রথম দিনেই অবশ্য শুনানি আগামী ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করে আদালত।

এদিকে মেলোনির আইনজীবী লুচা লিব্রা জানিয়েছেন, লেখকদের আন্তর্জাতিক সংস্থা পেন ইন্টারন্যাশনাল সাভিয়োনির বিরুদ্ধে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানিয়েছে। সেই অনুরোধ রক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখছে সরকার। - এএফপি, ইএফই, রয়টার্স

জাপানের রাষ্টদূতের মন্তব্যে বাংলাদেশে সরকারে অস্বস্তি, ডেকে 'বার্তা'

৮ পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, 'প্রত্যেক দেশেই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য থাকে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও মতপার্থক্য থাকতেই পারে। তবে জাতীয় ইস্যুর সমাধান করতে হলে সব দলের আলোচনার মাধ্যমেই করতে হবে। সরকার একা সবকিছু করতে পারে না।'

সিজিএসের নির্বাহী পরিচালক জিল্লুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিক, কূটনীতিক, শিক্ষাবিদসহ বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

মেয়েদের কুমারিত্ব পরীক্ষা নিষিদ্ধ করলো ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট

নয়া দিল্লী: ধর্ষণের ক্ষেত্রে মেয়েটি আপাপবিদ্ধা ছিল কিনা তা জানার জন্য টু ফিঙ্গার টেস্টে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচুর এবং হিমা কৌশল কে নিয়ে গড়া ডিভিশন বেঞ্চ। অমানবিক এই প্রথা রোধ হতে অনেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। কিন্তু, বিয়ের আগে মেয়েদের অনেক সময় কুমারিত্বের পরীক্ষা দিতে হয়। অর্থাৎ বিয়ের আগে মেয়েটির যৌন সংসর্গ হয়েছিল কিনা তা পরীক্ষা করে নেয়া হয়। সম্প্রতি রাজস্থানে ২৬ বছর বয়সী এক তরুণীকে এই পরীক্ষার সামনে পড়তে হয়। কুমারিত্ব পরীক্ষায় মেয়েটি উত্তীর্ণ হতে পারেনি। কারণ, আগেই সে ধর্ষণের শিকার হয়। পাত্র পক্ষের কাছে সেই কথা গোপন করেনি পাত্রীপক্ষ। তাও প্রস্তাবিত বিয়েটা ভেঙে যায়। এই হৃদয়বিদারক ঘটনার পর মেয়েদের কুমারিত্ব প্রমাণের পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে ভারতে।জানানো হয়েছে, কোনো ক্ষেত্রেই কুমারিত্বের পরীক্ষা দিতে বাধ্য থাকবে না নারীরা। নারীদের মর্যাদা দিতেই এই ব্যবস্থা বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

কে হবেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী?

মাসুম খলিলী: ১৯ নভেম্বর মালয়েশিয়ায় ১৫তম সাধারণ নির্বাচন। ফেডারেল পর্যায় ও তিনটি প্রদেশে একসাথে অনুষ্ঠেয় এই নির্বাচনে প্রায় কাছাকাছি শক্তিমত্তা নিয়ে গঠিত জোটগুলোর মধ্যে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে সর্বশেষ নির্বাচনী জরিপগুলোতে। এসব জরিপে আনোয়ার ইব্রাহিম, মহিউদ্দিন ইয়াসিন ও ইসমাইল সাবরি বা জাহিদ হামিদি- এই চারজনের যেকোনো একজন জোট সরকারে নেতৃত্ব দেবেন এমন মত ব্যক্ত করা হয়েছে। কার নেতৃত্বে পরবর্তী কোয়ালিশন সরকার গঠন হবে তা পাকাতান হারাপান, পেরিকাতান ন্যাশনাল ও বারিসান ন্যাশনাল- কোন জোট অধিক আসনে জয়ী হবে তার ওপর নির্ভর করবে।

নির্বাচনের একেবারে পূর্বাহ্নে প্রকাশ হওয়া তিনটি জরিপে তিন ধরনের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সব জরিপে অভিন্ন বিষয়টি হলো তিন জোটের কোনোটিই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। নির্বাচনের দিন-তারিখ ঘোষণার আগে মনে হয়েছিল উমনোর নেতৃত্বাধীন বারিসান ন্যাশনালের পক্ষে এবার একটি জোয়ার দেখা যাবে। জহুরসহ কয়েকটি রাজ্যের উপনির্বাচনে বারিসান বেশ ভালো ফল করার পর উজ্জীবিত উমনোর নেতৃত্ব আগাম নির্বাচনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

এতে অনেকটা বর্ষার মধ্যেই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনী প্রচারণার শুরুর দিকে জরিপগুলোতে আভাস পাওয়া গিয়েছিল মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে আনোয়ার ইব্রাহিমের নেতৃত্বাধীন পাকাতান হারাপান ও ড. জাহিদ হামিদির নেতৃত্বাধীন বারিসান ন্যাশনালের মধ্যে। এ সময় মোট ভোটের এক-চতুর্থাংশ সমর্থন পাকাতান (২৬ শতাংশ) ও বারিসনের (২৪ শতাংশ) প্রতি রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। আর একই সময় পেরিকাতানের সমর্থনের অর্ধেকের (১৩ শতাংশ) কাছাকাছি বলে উল্লেখ করা হয় মারদেকা ফাউন্ডেশনের জরিপে। কিন্তু পরে জাতীয়তাবাদী মালয়দের দল বারসাতু ও ইসলামিস্ট পাসের সমন্বয়ে গঠিত পেরিকাতানের সমর্থন মালয় জোটে বাড়তে থাকে। মারদেকা সেন্টারের পরের সপ্তাহের জরিপে পাওয়া যায় নতুন ফল। এই জরিপে দেখা যায় পাকাতান (৩৬ শতাংশ) তিন জোটের মধ্যে কিছুটা এগিয়ে রয়েছে আর বারিসান (২১ শতাংশ) ও পেরিকাতান জোট (২২ শতাংশ) প্রায় কাছাকাছি জনসমর্থন নিয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ে রয়েছে।

এমন আভাসও দেয়া হচ্ছে যে বারিসানের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত মালয় প্রধান রাজ্য পাহাংয়ে পেরিকাতান সরকার গঠনের মতো আসন পেতে পারে। সেখানে বারিসানের এক জনপ্রিয় নেতাকে মনোনয়ন দেয়া হয়নি যিনি এখন পেরিকাতানের হয়ে লড়াই করছেন। আর পাসের প্রভাবশালী নেতা ইব্রাহিম তুয়ান মানকে

বা থেকে মহিউদ্দিন ইয়াসিন, আনোয়ার ইব্রাহীম ও মাহাথির মোহাম্মদ - ছবি : সংগৃহীত

সেখানকার পেরিকাতানের সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

কেলানতান তেরাঙ্গানু ও কেদাহতে আগে থেকেই পেরিকাতানের সরকার ছিল। এই তিন রাজ্যে জোটটি এবারো ভালো করতে পারে। জহুর ও পাহাংয়ে পেরিকাতান ভালো করলে বারিসান আসন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তিন নম্বরে নেমে আসতে পারে। বারিসান বা উমনোর জনপ্রিয়তায় এই ভাটির টানের মূল কারণ হলো দলের মধ্যে একে অন্যকে সাইজ করার প্রবণতা। ইসমাইল সাবরি এক সময় নাজিব ও জাহিদকে সাইড লাইনে সরিয়ে দিতে তাদের বিরুদ্ধে মামলাগুলোকে দ্রুত সচল করার ব্যাপারে মহিউদ্দিনের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। এর প্রতিশোধ নিতে নাজিব-জাহিদ বলয় মহিউদ্দিনের প্রতি সমর্থন তুলে নিলে তার সরকারেরও পতন ঘটে। তবে পেরিকাতানের সমর্থনে ইসমাইল সাবরিই প্রধানমন্ত্রী হন।

বারিসান জিতলে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন সেটি নিয়েও রয়েছে প্রতিযোগিতা। জাহিদ হামিদি, ইসমাইল সাবরি ও খাইরি জামাল- এই তিনজনই বারিসান জিতলে সরকারের নেতৃত্ব দেয়ার স্বপ্ন দেখছেন। এক দিকে দলের মধ্যে টানাপড়েন অন্য দিকে মালয় কমিউনিটির ভোট বলয়ে পাস ও বারসাতুর শক্ত অবস্থান বারিসানকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছে। এই অনিশ্চয়তার পরেও অধিক আসনে জয়ী হওয়ার পর অন্য দল বা জোটের সমর্থন হয়ে দাঁড়াবে মুখ্য। তখন সেই দলের প্রধানমন্ত্রী পছন্দের বিষয়টি সামনে চলে আসতে পারে।

পাকাতান হারাপানের সামনে সে রকম কোনো জোয়ার কোনো সময় ছিল না। তবে এর অঙ্গদলগুলো বিশেষত পিকেআর ডিএপি ও আমানাহ পরিকল্পিতভাবে নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। মালয়দের মধ্যে সুপরিচিত জনপ্রিয় নেতা হলেও আনোয়ার ইব্রাহিম একচেটিয়া মালয় সমর্থন কোনো সময় পাননি। তার জোটের প্রাপ্ত ভোটের বড় অংশই আসে সংখ্যালঘু চীনা ও ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্য থেকে। এ কারণে কুয়ালালামপুরসহ মিশ্র ভোটের আসনগুলোতে পাকাতান হারাপান ভালো করে। সেলাঙ্গর ও পেনাংয়ে দলটির সরকার রয়েছে। পেরাক বা কেদাহতেও এবার তারা সরকার গঠন করার মতো অবস্থানে চলে যেতে পারে। শেরাটন ষড়যন্ত্রের পর পাকাতান কেন্দ্রে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিলে জহুর সাবাহ ও কেদাহ রাজ্যে ক্ষমতা হারায় জোটটি।

এবার আনোয়ার ইব্রাহিম মালয় ভোট তার জোটের দিকে টানার জন্য বিশেষ কৌশল নিয়েছেন। তিনি নিজে পোর্ট ডিকসনের আসন ছেড়ে দিয়ে পেরাকের একটি মালয় প্রধান রাজ্যে প্রার্থী হয়েছেন। পেরাক ও কেদাহতে জোটের সরকার গঠনে বিশেষ জোর দিচ্ছেন। পাকাতানের ব্যাপারে বিরোধিপক্ষের জোর প্রচারণা হলো এই জোট ক্ষমতায় এলে ডিএপি তথা চীনারা রাজনৈতিক ক্ষমতায় শক্তিমান হয়ে উঠবে। এই প্রচারণায় প্রভাবিতরা পাকাতানকে ভোট দিতে চান না। যদিও বারিসান জোটেও চীনা ও ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের দল এমসিএ-এমআইসি রয়েছে। বিএন প্রার্থীদের বর্তমান ১৭৮ জনের তালিকায় এমসিএ থেকে ৪৩ জন, এমআইসি থেকে ১০ জন এবং বিএন মিত্র হিসেবে বিবেচিত দলগুলোর চারজন প্রার্থী রয়েছে। অন্য দিকে পাকাতান হারাপানের ২১৩ জনের তালিকায় পিকেআর ৯৯ ডিএপি ৫৫ এবং আমানাহ ৫৪ মুদা ৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। পিএনের ১৭০ আসনের মধ্যে বারসাতু ৮৬ এবং পাস ৬২ চীনাদের দল জেরাকন ২০ আসনে লড়াই করছে। তিন জোটেই চীনা ও ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের দল রয়েছে কিন্তু চীনা আধিপত্যের প্রচারণাটি পাকাতানের ব্যাপারে বেশি।

পাকাতানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি উগ্র প্রচারণা আসছে ইসলামিস্ট দল পাস থেকে। পাস প্রধান আবদুল হাদি আওয়াংয়ের ঘোষিত এজেন্ডাই হলো আনোয়ার ইব্রাহিমকে ক্ষমতায় আসতে না দেয়া। এ জন্য শেরাটন ষড়যন্ত্রের মূল পরিকল্পনা তিনিই করেছিলেন বলে দাবি করা হয়। পাকাতান সরকারের পতনের পর পাসকে সবচেয়ে বড় সুবিধাপ্রাপ্ত দল হিসেবে মনে করা হয়। দলটি গত পার্লামেন্টে ১৮টি আসন পেয়েছিল। এবার তাদের আসন বাড়বে বলে হাদি আওয়াং আশা প্রকাশ করেছেন, যদিও দলের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ নেতা হাদির সাথে বিরোধের কারণে বারিসানের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। দলের সাবেক আধ্যাত্মিক প্রধান কেলানতানের দীর্ঘ সময়ের মুখ্যমন্ত্রী নিক আবদুল আজিজের পরিবারের কেউই এবার মনোনয়ন পাননি পাসের। বলা হচ্ছে তাদের কেউ পাসের মনোনয়ন চাননি।

অর্থনৈতিক ইস্যুগুলো এবারের নির্বাচনে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। বেকারত্ব ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে তরুণ মালয়দের মধ্যে ভীষণ ক্ষোভ রয়েছে। এবারের নির্বাচনে রেকর্ডসংখ্যক তরুণ ভোট রয়েছে। তাদের কাছে কর্মসংস্থান একটি বড় ইস্যু। জাতিবাদিতা থেকে তারা মুক্ত না হলেও বৈশ্বিক বাস্তবতা বোঝার বিষয়ে তাদের আগ্রহ কিছুটা বেশি। এটি পাকাতানের জন্য ইতিবাচক হতে পারে।

নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের সর্বসম্মত অভিমত হলো দেশের শীর্ষ পদের জন্য লড়াইরত বিশিষ্ট মালয় নেতাদের মধ্যে মাহাথির এখন একজন অতীত ব্যক্তি। ২০১৮ সালের নির্বাচনী সুনামিতে পাকাতান হারাপানকে ক্ষমতায় আনার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন বলে কিছু বিশ্লেষক উল্লেখ করেছিলেন।

তাদের অনেকে এখন তাকে অবিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে মূল্যায়ন করেন। তাদের মতে, শেরাটন মুভে তার ভূমিকায় 'নায়ক থেকে শূন্যে' নেমেছেন তিনি, যার মাধ্যমে পিএইচ সরকারের পতন ঘটানো হয়েছিল। মাহাথির এখন জিটিএ নামে একটি ক্ষুদ্র জোটের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সেই শেরাটনের ঘটনার অন্যতম নায়ক পিকেআরের সাবেক উপপ্রধান আজমিন আলিও এখন মাহাথিরের মতোই নির্বাচন নিয়ে চাপে রয়েছেন। আরেক নায়িকা জোরায়দা মূল ধারার সব দল থেকে ছিটকে পড়েছেন।

আনোয়ারের অপেক্ষা কি শিগগির শেষ?

আনোয়ারকে এবারের নির্বাচনে প্রতিযোগী মালয় নেতাদের মধ্যে বড় তারকা বলে মনে হচ্ছে। পিকেআর এবং বৃহত্তর পিএইচ জোটকে প্রভাবিত করেছে এমন বিতর্ক সত্ত্বেও, শহুরে এবং অ-মালয় ভোটাররা তাকে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য মালয় নেতা হিসেবে দেখেন, যিনি দেশকে নেতৃত্ব দিতে সবচেয়ে সক্ষম ব্যক্তি।

আপাতত, আনোয়ার এবং তার ডেপুটি রাফিজির উদ্বেগ হবে দুই নেতার প্রতি মালয় ভোটারদের আস্থা ও বিশ্বাস ফেরানো। যদি দু'জন নির্বাচনের দিনে পিকেআরের জন্য মালয় সমর্থনও তৈরি করতে সক্ষম হন, তাহলে পাকাতান হতে পারে এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে বড় বিজয়ী। তবে পাকাতান জোট ১১২ আসনে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম। এ কারণে জোটটিকে অন্য দল বা জোটের সমর্থন পেতে হবে।

বারিসান বা পেরিকাতান থেকে এই সমর্থন পাওয়া সহজ নয়। এমনকি আনোয়ার সাবাহ রাজ্যে বিজয়ীদের সমর্থন পেলেও সারওয়াকের জিপিএস থেকে সমর্থন পাবে বলে মনে হয় না। এই কারণে মালয়েশিয়ার ডিপ স্টেট হিসেবে পরিচিত রাজা ও সুলতানদের সমর্থন নির্বাচনের পর মুখ্য হয়ে উঠতে পারে। আনোয়ার ইব্রাহিম এর আগে এই সমর্থন না পেলেও তার ঘনিষ্ঠরা এবার কিছুটা আশাবাদী। এসব অবশ্য নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত কতটা ভালো ফল পাকাতান করতে পারে তার ওপরই নির্ভর করবে।- দৈনিক নয়াদিগন্ত

চীনে জিরো কোভিড নীতির প্রতিবাদে রাস্তায় মানুষ

চীনে বাড়ছে কোভিড-১৯ সংক্রমন। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে সরকারের কড়াকড়ি। লকডাউনে রীতিমতো থমকে আছে দেশের বড় শহরগুলো। এ নিয়ে জনগণের অসন্তোষের শেষ নেই। কিন্তু তাতেও ভ্রুক্ষেপ নেই চীন সরকারের। ফলে প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত রাস্তায় নেমেছে জনগণ। চীনের জন্য এই দৃশ্য অত্যন্ত বিরল। তবে সেটিই হচ্ছে শেষ পর্যন্ত। ব্যারিকেড সরিয়ে রাস্তায় বিক্ষোভ করছে চীনারা।

ডয়চে ভেলের খবরে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই জিরো কোভিড নীতি নিয়ে চলছে চীন। কোনো জায়গায় করোনা বাড়লেই, সেই শহর বা জেলায় সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হয়। যেমন এখন হয়েছে গুয়ানঝাউতে। সোমবার চীনে প্রায় ১৮ হাজার মানুষের কোভিড শনাক্ত হয়। তার মধ্যে পাঁচ হাজারই গুয়ানঝাউতে। এর ফলে গোটা গুয়ানঝাউতে প্রবল কড়াকড়ি শুরু হয়েছে।

গত অক্টোবরেও এখানে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল। ফলে সেখানে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যক্রম থমকে আছে। যাদের আয় কম তারা বিপাকে পড়েছে।

মানুষ এখন গুয়ানঝাউতে রাস্তায় নেমে ব্যারিকেড সরিয়ে দিয়ে শহরের কেন্দ্রে গিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। হামলা হয় পুলিশের বিরুদ্ধেও। হাইঝু জেলায় একটি পুলিশের গাড়ি উল্টে দেয়া হয়। চীনে এমন ঘটনা বেশ বিরল। গোটা বিশ্বের কোভিড পরিস্থিতি এখন ভালোর দিকে।

কড়াকড়ি চোখে পড়ে না আর খুব একটা। অথচ চীনে এখনো জিরো কোভিড নীতি নিয়ে চলছে। নিয়মিত মানুষকে গণহারে করোনা পরীক্ষা করা হয়। করোনা ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়। কারা তার সংস্পর্শে এসেছেন তা খুঁজে বের করা হয়। তাদেরও কোয়ারেন্টিন করতে হয়।

দেশটির সরকার বারবার জানিয়েছে, জিরো কোভিড নীতি চালু থাকবে। কিন্তু এই নীতির ফলে শ্রমিকরা প্রবল আর্থিক অসুবিধায় পড়েন। সেজন্যই তারা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

পুতিন কোথায়?

মস্কো: দক্ষিণ ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে টেলিভিশনে প্রচারিত সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণার সময় রাশিয়ার শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের দেখা গিয়েছিল। কিন্তু প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া কক্ষে একজন লোক অনুপস্থিত ছিলেন, তিনি হলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ৯ নভেম্বর রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু ও ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর প্রধান কমান্ডার জেনারেল সের্গেই সুরোভিকিন যখন ক্যামেরার সামনে খেরসন শহর থেকে সেনা প্রত্যাহারের কারণ তুলে ধরছিলেন, পুতিন তখন মস্কোর একটি নিউরোলজিক্যাল *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

রুদ্ধদ্বার আলোচনা ফাঁস, ট্রুডোকে 'ভর্ৎসনা' জিনপিংয়ের

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর বিরুদ্ধে রুদ্ধদ্বার বৈঠকের আলোচনার বিষয়বস্তু গণমাধ্যমে ফাঁস করার অভিযোগ এনে তার কঠোর সমালোচনা করেছেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তিনি ট্রুডোকে উদ্দেশ করে বলেন, বৈঠকের বিষয় ফাঁস করা অনুচিত। একই সঙ্গে কানাডার প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতার অভাব ছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এর আগে জি২০ সম্মেলনের ফাঁকে চীন ও কানাডার দুই শীর্ষনেতার মধ্যে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। এটি ছিল কয়েক বছরের মধ্যে দুই নেতার প্রথম বৈঠক। বৈঠকের পরে ট্রুডো গণমাধ্যমকে জানান, শি-র সঙ্গে বৈঠকে চীনের কথিত গুপ্তচরবৃত্তি এবং কানাডার নির্বাচনে হস্তক্ষেপের কথা তুলেছেন তিনি। এ কারণেই হয়তো চীনা প্রেসিডেন্ট বিরক্ত হয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে ভর্ৎসনা করেছেন। কানাডার গণমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিও ফুটেজে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে শি ও ট্রুডোকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দোষাভীর মাধ্যমে কথা বলতে দেখা গেছে।

শি-র অভিযোগের পর হাসিমুখে ট্রুডো বলেন, কানাডায় আমরা অবাধ, মুক্ত ও খোলামেলা আলোচনায় বিশ্বাস করি এবং আমাদের এটি চালিয়ে যেতে হবে। আমরা একসঙ্গে গঠনমূলক কাজ করার চেষ্টা চালিয়ে যাব। কিন্তু এমন অনেক কিছুই থাকবে, যা নিয়ে আমরা একমত হবো না। কানাডার প্রধানমন্ত্রীর কথা শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে চীনা প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি যেন আগে পরিবেশটা ঠিক করেন। এর পর তিনি ট্রুডোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে যান। এদিকে, জি২০ সম্মেলনে চীনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিরোধীদের তোপের মুখে পড়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত মঙ্গলবার জি২০ সম্মেলনের নৈশ আহারে মোদি নিজেই শি-কে দেখে উঠে গিয়ে হাত মেলান। হাসি মুখে তাঁরা কথাও বলেন। আর এতেই বেজায় চটেছে মোদিবিরোধীরা। কংগ্রেস নেতাদের প্রশ্ন, চীনকে যে মোদির লাল চোখ দেখানোর কথা ছিল, তার কী হলো?

তবে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিনয় কোয়াত্রা বলেছেন, শুধু এটুকুই বলব, নৈশভোজ শেষে দুজনের সৌজন্য বিনিময় হয়েছে।

রাজনীতির গতিপথ ও আশা-দুরাশার ভবিষ্যৎ

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সুস্পষ্ট কিছু লক্ষ্য ছিল। এও সত্য, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট এক দিনে তৈরি হয়নি। জাতি যে লক্ষ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল সেই লক্ষ্য কি পূরণ হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর অন্তহীন নয়। ইতোমধ্যে আমরা স্বাধীনতা অর্জনের পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করেছি। এই পঞ্চাশ বছরে আমাদের অর্জন কিংবা অনার্জন কী, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ফিরে ফিরে। দেশ-জাতির কল্যাণে আমাদের নীতিনির্ধারকদের অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতির ঘাটতি আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু তাদের অনেকেরই আন্তরিকতা কিংবা সদিচ্ছা নিয়ে একই সঙ্গে কারও কারও দেশপ্রেম নিয়ে যে প্রশ্ন ফিরে ফিরে আমাদের সামনে আসে তা এড়িয়ে যাওয়ার অবকাশ কতটা আছে? এই জিজ্ঞাসার উত্তরও নয় অস্পষ্ট।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক চিত্র কি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংজ্ঞা-সূত্রের সাক্ষ্য বহন করে? সব রাজনৈতিক দলের জন্য অধিকারের মাঠ কি সমতল? এসব প্রশ্নের উত্তর প্রীতিকর নয়। এই পরিস্থিতি এক দিনে সৃষ্ট নয়, আরও বহু আগেই এর সূচনা। যেমন বলা যায়, আমাদের দেশের রাজনীতিতে বাকযুদ্ধের বিরূপ প্রভাব কখনও কখনও প্রকটভাবেই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। চলমান বৈশ্বিক সংকটকে সামনে রেখে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে বাকযুদ্ধ চলছে তাতে হতাশই হতে হয়। কারণ, এই সংকটের প্রেক্ষাপটে দেশে খাদ্যঘাটতির যে আশঙ্কা করা হচ্ছে এ নিয়ে প্রয়োজন সরকার তো বটেই একইসঙ্গে সব রাজনৈতিক দলেরই যূথবদ্ধ প্রচেষ্টা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমরা তেমনটি যতটা না দেখছি এর বিপরীত চিত্রটিই বেশি করে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধকালে সমাজতন্ত্রের কথা শোনা গিয়েছিল। যুদ্ধের আগেও, ঊনসত্তরের সময়েই, জাতীয়তাবাদী নেতারাও সমাজতন্ত্রের পক্ষে বলাবলি শুরু করেছিলেন। অর্থাৎ বাধ্য হয়েছিলেন বলতে। উদ্দেশ্য আন্দোলনরত মানুষকে নিজেদের বেষ্টনীর ভেতর ধরে রাখা। নতুন রাষ্ট্রের সংবিধানে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি থাকবে সেটাও ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক; উজ্জ্বল অক্ষরে সেটা লেখাও হয়েছিল। কিন্তু যতই সময় পার হতে থাকল, ততই অনেকটা প্রভাত কাটিয়ে ভরদুপুরের আগমনের মতো, পরিষ্কার হয়ে উঠল এই সত্য যে রাষ্ট্র ধরেছে পুরাতন পথ, চলেছে সে পুঁজিবাদী ধারাতেই। এমনটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীত। এমনটা যে ঘটবে কেউ কি কখনও ভেবেছিল? বাংলাদেশের অভ্যুদয় ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। প্রেরণা ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার। বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে ঠিকই, না-হয়ে উপায় ছিল না, কিন্তু রাষ্ট্রের ভাষা হয়নি। স্বপ্ন ছিল একটি অভিন্ন শিক্ষাধারা গড়ে তোলার; সে স্বপ্ন কুপোকাত হয়ে স্বাপ্নিকদেরকে লজ্জা দিচ্ছে। সবকিছুই ঘটল একটি কারণে। সেটি হলো সমাজতন্ত্রীদের অকৃতকার্যতা। মুক্তির সংগ্রামে জাতীয়তাবাদীরা ছিলেন, সমাজতন্ত্রীরাও ছিলেন। সমাজতন্ত্রীরাই ছিলেন মূল শক্তি, তারাই আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, এগিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু নেতৃত্বে থাকতে পারেননি। 'পিরানহা' মাছ যেখানে থাকে সেখানে অন্য মাছেরা বিপদে পড়ে, কারণ 'পিরানহা' বাঁচে অন্য মাছ ভক্ষণ করে। বাংলাদেশের সর্বত্র এখন ওই মাছের দৌরাত্ম্য; অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সর্বত্র সে ব্যাপক হারে ছোট মাছেদের উদরস্থ করছে। স্বভাবতই তার চোখ দুর্বলদের ওপর। বাংলাদেশে তাই এমনসব ঘটনা ঘটছে যা আগে কখনও কল্পনাও করা যায়নি। শিশুরা ধর্ষিত হচ্ছে, ধর্ষণের পরে তারা নিহতও হচ্ছে। কিশোর আবরার নিহত হয়, অন্যের অপরাধে আরেকজন জেল খাটেন। সাগিরা মোর্শেদ বাঁচতে পারেন না।

ক্রিকেটে বাংলাদেশ ভালো করছিল। আমাদের খেলোয়াড়রা ইতোমধ্যেই বিশ্বমাপে উন্নীত হয়েছেন। জাতির জন্য তারা গৌরব বয়ে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু অবস্থানটা ধরে রাখতে পারছেন কি? পারছেন না। যেমন চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ছিটকে পড়া ক্রিকেটপ্রেমীদের আশাহত করেছে। পুঁজিবাদ সেখানেও ঢুকে পড়েছে। জাতীয় সম্মানবোধের যে চেতনা নিয়ে তারা যাত্রা শুরু করেছিলেন সেটা এখন যে আর অক্ষত নেই। তাদের ঐক্য এখন আর অনড় নয়, ঐক্যের ভেতরে ব্যক্তিস্বার্থের অন্তর্ঘাতও তো নিকট অতীতে দৃশ্যমান হয়েছিল। সবকিছু ভাঙছে, খেলোয়াড়দের দেশপ্রেম কেন ভাঙবে না? সবাই সর্বক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করে, আমি কী পেলাম? সবাই শুধু পেতে চায়, দিতে ভুলে গেছে। অথচ দিয়েছে তো। প্রাণ দিয়েছে মুক্তিসংগ্রামে। শুরুটা যার অনেক আগে, এর চূড়ান্ত পরিণতি একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে। একাত্তরের মুক্তির সুফল এখন কার বা কাদের হাতে? অনেকেই আক্ষেপ করে বলেন, রাজনীতি রাজনীতিকদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই খুবই দুশ্চিন্তার কথা।

রাজনীতিকরা রাজনীতি করবেন এটাই স্বাভাবিক। রাজনীতি যদি রাজনীতিকদের হাতছাড়া হতে থাকে তাহলে জনপ্রত্যাশা হোঁচট খাবেই। রাজনীতির ময়দানে অনেক স্ববিরোধী ও হীন-স্বার্থবাদী আছেন। তারা যখন যখন একাত্তরের কথা খুব জোরে জোরে বলেন, তখন সন্দেহ হয় ভেতরটা শূন্য এবং তালটা মুনাফার। পণ্য হিসেবে একাত্তরকে ব্যবহার করছেন। একাত্তরের চেতনাটা ছিল সমাজবিপ্লবের; সেটাকে ঢেকে রেখে কথা বলা একাত্তরের শহীদদেরকে ও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অপমান করা বৈকি। বুঝুন আর নাই বুঝুন, ওই কাজটা যারা করেন তাদের উদ্দেশ্য মুনাফার দিকে, অন্য কিছু নয়। রাষ্ট্রের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল স্বাধীনতার পরপরই হানাদার শয়তানদের বিচার। নিকৃষ্টতম অপরাধী হিসেব ১৯৫ জনকে চিহ্নিতও করা হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্র তাদের বিচার করতে পারেনি। অপরাধীরা সবাই চলে যায় তাদের দেশে। এত বড় অপরাধের যখন বিচার হলো না তখন আশঙ্কা করা স্বাভাবিক হলো যে এ রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার পাওয়াটা সহজ হবে না। পরবর্তীতে প্রমাণ হয়েছে যে আশঙ্কাটা অমূলক ছিল না। তবুও স্বস্তির, বিলম্বে হলেও বড় বড় যুদ্ধাপরাধীর বিচার হয়েছে, এরই মধ্যে অনেকের দণ্ডও কার্যকর হয়েছে এবং এই বিচার এখনও চলমান। তবে বিচার প্রক্রিয়া আরও গতিশীল করতে হবে এবং একাত্তরের সব অপরাধীকে খুঁজে খুঁজে বের করে দেশ-জাতির বৃহৎ স্বার্থেই তাদের বিচার সম্পন্ন করতে হবে।

আমাদের রাষ্ট্র পুঁজিবাদী। বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার এক প্রান্তে তার আত্মসচেতন অবস্থান; পুঁজিবাদের গুণগুলো যেমন-তেমন, পুঁজিবাদের যত দোষ আছে সবগুলোই সে আত্মস্থ করে ফেলেছে এবং ক্রমবর্ধমান গতিতে বিকশিত করে চলছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা অসংশোধনীয়রূপে পিতৃতান্ত্রিক; যে জন্য এই ব্যবস্থায় মেয়েরা নিরাপত্তা পায় না এবং নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়। পদে পদে তাদের বিপদ। গৃহে সহিংসতা, পরিবহনে হয়রানি। একাধিক জরিপ বলছে, বাংলাদেশে মেয়েদের শতকরা ৮৫ জন উন্মুক্ত স্থানে হয়রানির শিকার হয়। অনেক ক্ষেত্রেই অভিযুক্তরা পার পেয়ে যায় কোনো না কোনোভাবে। তবে এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ছত্রছায়ার যে অভিযোগ রয়েছে তা বড়ই উদ্বেগের। এ অবস্থা অব্যবস্থারই বিরূপ ফল। তাই ব্যবস্থার বদল না করে অবস্থার পরিবর্তন দুরাশা মাত্র। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা চারদিকে আস্ফালন করছে। যখন যে রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে ক্ষমতায় আসে তখন তাদের বলবানরা নিজেদের স্বার্থে এদের প্রতিপালন করে। রাজনীতির নামে এই অপরাজনীতি সমাজে যে অপছায়া ফেলেছে তা সরাতে হবে রাজনীতিকদেরই। সুস্থ রাজনীতির কোনো বিকল্প নেই। দেশ চালাবেন রাজনীতিকরা, তারাই স্বচ্ছতার ভিত্তিতে জনরায় নিয়ে সরকার গঠন করবেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে সরকার গঠনের অন্যতম যে প্রধান প্রক্রিয়া নির্বাচন কিংবা ভোট এ নিয়েও বিস্তর নেতিবাচক প্রশ্ন রয়েছে। এও কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ ব্যবস্থারই বিরূপ ফল। রাজনীতিকদের স্বচ্ছতা-দায়বদ্ধতা-জবাবদিহি নিশ্চিত করা চাই সর্বাগ্রে যা অনেকটাই হারিয়ে গেছে। অথচ আমাদের রাজনীতির অতীত গৌরবোজ্জ্বল। এবং আমাদের রাজনৈতিক অর্জনও অনেক। কিন্তু তা হারিয়ে গেল হীনস্বার্থবাদীদের চক্রান্তে স্বাধীনতা অর্জনের পর কয়েক বছরের মধ্যেই। রাজনীতির অতীত ফিরিয়ে আনতে হবে এবং বিদ্যমান ব্যবস্থা যেসব ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ তা প্রশ্নমুক্ত করতে হবে।

একটা ভরসা এই যে দুষ্ট লোকেরা যতই ক্ষমতাবান হোক, ভালো মানুষেরাও আছেন এবং তাদের সংখ্যাই অধিক। খুব দূর অতীতের ঘটনা নয়। মনে পড়ছে বগুড়ার লাল মিয়ার কথা। লাল মিয়া সামান্য রিকশাচালক। কিন্তু তিনি অসামান্য এক কাজ করেছেন। একজন যাত্রী ভুল করে লাল মিয়ার রিকশায় ২০ লক্ষ টাকা ভর্তি একটি ব্যাগ ফেলে যান। লাল মিয়া যাত্রীকে খুঁজতে থাকেন, তাকে না-পেয়ে ব্যাগ নিজের জিম্মায় রেখে দেন। মালিক ব্যাগের সন্ধান করবেন এই আশায়। মালিক ঠিকই রিকশাচালক লাল মিয়ার সন্ধান করেন এবং যা তিনি ঘটবে বলে ভরসা করেননি তাই ঘটে, লাল মিয়া নিজের-কাছে-রাখা ব্যাগটি মালিককে ফেরত দেন। আমাদের সরকারি ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা যখন লোপাট হয়ে যায় তখন এই ভালো মানুষের খবরটা আশা জাগায় বৈকি *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

পরিবেশ : আর কত বোকা বানাবেন?

যুবায়ের আহমেদ

জলবায়ু রাজনীতি জটিল ও কুটিল বিষয়। এতে দেশীয়-আঞ্চলিক, ব্যবসায়িক-ঐতিহাসিক স্বার্থ ও স্বার্থান্বেষী মহল যেমন জড়িত, তেমনি আছে দায়মুক্তির বাহানা। কিন্তু প্রকৃতি আজ নিষ্ঠুর বাস্তবতা চোখের সামনে এনেছে। এবার তাহলে কাজ হবে?

''নো মোর ব্লা ব্লা ব্লা, নো মোর এক্সপ্লয়টেশন অফ পিপল''- বার্লিনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে গ্রেটা থুনবার্গের এই উক্তি গত বছর গ্লাসগো জলবায়ু সম্মেলনের আগে বেশ আলোড়ন তুলেছিল। বিশ্বের শীর্ষ নেতাদের উদ্দেশ্যে করা এই উক্তির সাধারণ অর্থ করলে দাঁড়ায়, 'আর কত বোকা বানাবেন?'। এই বোকা বানানোর রাজনীতির শুরু কি আজ থেকে? সেই সত্তরের দশকে শুরু। তখন প্রথম 'জলবায়ু পরিবর্তন' বিষয়টি বিজ্ঞানীদের কোল থেকে রাজনীতিকদের ঘাড়ে এসে পড়ে।

কতিপয় রাজনীতিক একে খুব জরুরি বলে ভাবলেও অনেকের অবস্থা 'হেসে বাঁচি নে'-র মতো। বিজ্ঞানীরা যতই বলেন, আমরা জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়াচ্ছি, ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হচ্ছে, ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে, এর ফলে বাড়ছে দুর্যোগ, সামনে আরো ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হতে যাচ্ছে- অনেক রাজনীতিক এসব মানা তো দূরের কথা, এ নিয়ে কথাই বলতে রাজি ছিলেন না। এ অবস্থায় প্রথম জলবায়ু সম্মেলন হয় ১৯৭৯ সালে। রাজনৈতিক এজেন্ডায় জলবায়ুর বিষয়টি থাকবে, এসব সিদ্ধান্ত একপ্রকার অনেক 'অনিচ্ছুক' সরকারের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। অবশ্য এই অনিচ্ছুকতার পেছনে বড় বড় শিল্পগুলোর প্রভাবই বেশি। জলবায়ু পরিবর্তন বলতে কিছু নেই, এখানে মানুষের কোনো অবদান নেই, প্রকৃতিতে যা হচ্ছে তা প্রাকৃতিক নিয়মেই হচ্ছে কিংবা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি কেবলই গল্প- এসব প্রচারণায় মুখর মহল আজও সক্রিয়। এদের পেছনে জ্বালানি কোম্পানির অর্থ যেমন ছিল, তেমনি ছিল পরিবহণখাতের মতো বড় শিল্পগুলোর লবিং, এবং তা আজও আছে।

সে যা-ই হোক, ১৯৯২ সালে এসে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি বা ইউএনএফসিসিসি তৈরি করা হয়। এতে সই করে ১৫৪টি দেশ। জার্মানির বন শহরে এই চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত দপ্তর বসানো হয়।

তখন পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা বলতে বাতাসে কার্বন নির্গমন কমানোই ছিল মুখ্য। আর তা ধনী-গরিব সবার ওপর সমানভাবে বর্তানো হয়। তখন জলবায়ু রাজনীতিতে ন্যায্যতা বলতে ছিল, উন্নত দেশগুলো (ওইসিডিভুক্ত ৩৮টি দেশ) তাদের নিজস্ব কার্বন নিঃসরণ ১৯৯০ সালের সমপর্যায়ে বেধে রাখবে, এবং তাদের মধ্যে যাদের গণতন্ত্র সুসংহত ও বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত, তারা গরিব দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ কমাতে আর্থিক সহযোগিতা করবে। এখানে লক্ষ্যনীয় যে, বৈশ্বিক পরিসরে বাতাসে কার্বন নিঃসরণে যেসব দেশের অবদান এসব দেশের তুলনায় কিছুই নয়, তাদেরকেই অর্থ সহায়তা দিয়ে কার্বন নিঃসরণ কমাতে বলে উন্নত দেশগুলো এক ধরনের অপরাধবোধ থেকে দায়মুক্তির সন্ধান করে। আজ পর্যন্ত জলবায়ু সম্মেলনে যত দর কষাকষি, তা ঠিক এই জায়গাতেই আটকে আছে। অবশ্য জলবায়ুকর্মীদের চাপে বিংশ শতাব্দীতে এসে পরোক্ষভাবে কিছুটা দায় নিজেদের ঘাড়ে নিয়েছে। তারা মেনে নিয়েছে, নিজেদের দেশে কার্বন পোড়ানো কমালেই শুধু হবে না, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গরিব দেশগুলোকে যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ফেলা হয়েছে, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সেখানকার মানুষগুলো যেন টিকে থাকতে পারেন, তেমন ব্যবস্থা নিতে হবে এবং এর খরচ বহন করতে হবে। সেটি কেমন? যেমন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার কারণে কোন কোন উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়েছে। ফলে সেখানে যে ফসল হত, তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই লবণসহিষ্ণু ধান বা অন্য শস্য উদ্ভাবনে দরকার অর্থ। এটিকে অভিযোজন বা অ্যাডাপটেশনও বলা হয়। আরেকটি উদাহরণ হতে পারে, ঝড়ের হাত থেকে বাঁচতে বেশি বেশি সাইক্লোন সেন্টার গড়ে তোলা, বা ঘরহীন মানুষের পুনর্বাসন।

আবার যেমন, হাওড় অঞ্চলে এবার বন্যার পর সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে ভাসমান ঘর বানিয়ে দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। বন্যা এলে এসব ঘর ভেসে উঠবে।

তো ২০০৯ সালে কোপেনহেগেন সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলোকে অর্থ দিতে হবে, এবং ২০২০ সাল নাগাদ এই অর্থ বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার ছুঁতে হবে। তো এই অর্থ নিয়ে যতটা বাগাড়ম্বর তার বাস্তব ফল খুবই নগণ্য। প্রথমত, এখন পর্যন্ত এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেনি তারা। গত বছর ৮০ বিলিয়নের কিছু বেশির হিসেব দিয়েছে তারা। কিন্তু আন্তর্জাতিক সংস্থা অক্সফামের হিসেবে তা হয়ত চার ভাগের একভাগ।

দ্বিতীয়ত, এই অর্থের ৮০ ভাগই তারা দিয়েছে প্রশমন বা কার্বন নির্গমন কমানোর খাতে। এর একাধিক কারণ রয়েছে। একটি হলো ব্যবসায়িক। কার্বন নির্গমন কমানোর খাতে ঋণ দেবার সুযোগ আছে। যেমন, জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন। এতে কার্বন নির্গমন কমে ঠিকই, এতে লাভও হয়। মানুষ বিদ্যুৎ কেনে এবং ফলে এ প্রকল্পে টাকা ঢাললে তা ফেরত আসে। তাই সবাই এ ধরনের প্রকল্পে আগ্রহী বেশি। উলটো দিকে অভিযোজনের প্রকল্পে অনুদান দিতে হয়। গরিব যে মানুষটিকে নতুন পরিবেশে টিকে থাকার জন্য ঘর তৈরি দেয়া হয়, তার থেকে তো সেই অর্থ ফেরত চাওয়া যাবে না। তাই এখানে টাকাও আসে না।

এতে আরেকটি লাভ হয়। উন্নত দেশগুলোর ওপর কার্বন নিঃসরণ কমানোর চাপও কমে। আর অপরাধবোধের দায়মুক্তির সেই পুরোনো রাজনীতি তো আছেই।

এদিকে, গত কয়েক বছর ধরে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর ফোরাম বা ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামে, দুই বছরের জন্য যেটির সভাপতির দায়িত্ব বাংলাদেশও পালন করেছে, সেই দেশগুলোসহ, একদল বিশেষজ্ঞ, জলবায়ুকর্মীরা আরেকটি তহবিলের কথা বলছে। এর নাম 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' তহবিল। এই তহবিলের যৌক্তিকতা হলো, যখন প্রশমন বা কার্বন নিঃসরণ কমিয়েও এরইমধ্যে ঘটে যাওয়া জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকানো যাচ্ছে না, কিংবা অভিযোজন বা অ্যাডাপটেশন করে এই পরিস্থিতির সঙ্গে টিকে থাকা যাচ্ছে না, এতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের পুনর্বাসনের জন্য অর্থ যোগান দেয়া। যেমন, পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে বন্যায় যে ক্ষতি হয়েছে, যারা পুরোপুরি নিঃস্ব হয়েছেন, তাদের পুনর্বাসন করা। এছাড়াও এর একটি 'অ-অর্থনৈতিক' ক্ষতির দিক আছে। যেমন যারা স্বজন হারিয়েছেন, কিংবা যে বাড়িটিকে কেউ নিজের ঘর ভাবতেন, যে গ্রামটিকে নিজের দেশ ভাবতেন, তারা বাস্তুচ্যুত হয়ে যে মানসিক ও সামাজিক ক্ষতির শিকার হয়েছেন, সেগুলো এর মধ্যে পড়ে। এর দায় বড় বড় কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোর। সমস্যা হলো, ধনী দেশগুলো এতদিন এই বিষয়টিকে পাত্তাই দিচ্ছিল না, বা দিতে চাইছিল না। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র বলছিল যে, তারা কিছু শব্দ যেমন 'লায়েবিলিটি' বা দায় ও 'কমপেনসেশন' বা ক্ষতিপূরণ- এগুলো শুনতে চায় না।

এমন জটিল পরিস্থিতিতে বিশ্ব যখন ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে খাদ্য ও জ্বালানি সংকট নিয়ে নতুন বাস্তবতায় পড়েছে তখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনের ২৭তম আসর বা কপ২৭। এবারই প্রথম 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' যুক্ত হয়েছে আনুষ্ঠানিক এজেন্ডায়। তাই সবার দৃষ্টি সেখানে। আর অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ মহাদেশ আফ্রিকার মিশরের শারম আল শাইখে। আফ্রিকার দেশগুলোও এখন জাপটে ধরে ফল আনতে চাইছে। বিশেষ করে মিশর এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে চাইছে। এখন দেখার বিষয়, লোহিত সাগরের তীরে শুধু রাজনৈতিক 'ব্লা ব্লা ব্লা' নয়, সত্যি জলবায়ুর সুবায়ু বয় কিনা। সূত্র ডয়চে ভেলে

বারী সুপার মার্কেট

BARI SUPERMARKET
WE CARE FOR YOUR NEEDS

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867

পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে

WE ACCEPT EBT

আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি

ria Money Transfer
দ্রুত ও বিশ্বস্ততার সাথে টাকা পাঠানো হয়

Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।

. নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।

. আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

. আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

. হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না

. কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন

. আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000

Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Asef Bari (Tutul)
C.E.O.

CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581

info@barihomecare.com www.barihomecare.com

বেনারস ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী, আমাদের কলাবিজ্ঞানীগণ ও সৃজনশীল প্রশ্ন

ভারতের বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি এর হোটেল ম্যানেজমেন্ট ও ক্যাটারিং টেকনোলজির ছাত্রদের পরীক্ষায় দুটো প্রশ্ন ছিলো গরুর মাংস নিয়ে। এতেই ক্ষেপে উঠেছেন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ। এতে নাকি তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। যারা প্রশ্ন করেছেন তাদেরসহ উপাচার্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। এ বিষয়টি নিয়ে খবর করেছে বৃটিশ গণমাধ্যম বিবিসি।

বিশ্বে গরুর মাংস রপ্তানিতে ভারতের জায়গা এক থেকে তিনের মধ্যে। অন্যতম গরুর মাংস রপ্তানিকারক দেশের হোটেল ম্যানেজমেন্ট ও ক্যাটারিং বিষয়ের প্রশ্নে গরুর মাংস আসবে এটাই তো স্বাভাবিক। সারাবিশ্বের হোটলগুলোতে গরুর মাংস পরিবেশনের বিষয়টি সবার জানা। খাদ্য হিসেবে গরুর মাংস বিশ্বের অধিকাংশ লোকের পছন্দ। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের যদি ভারতের রাস্তার পার্শ্বের ধাবাগুলিতে চাকরি করতে হতো, তাহলে হয়তো গরুর মাংসের ব্যাপারটা জানতে হতো না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে হোটেল ম্যানেজমেন্ট ও ক্যাটারিং পড়তে হলে এবং বিশ্বমানের হোটেলে ব্যবস্থাপনায় কাজ করতে গেলে তো গরুর মাংসের ব্যাপারটা জানতেই হবে এবং এর কোনো বিকল্প নেই।

মুশকিল হলো আমাদের দেশেও গরুর মাংস নিয়ে প্রায় একই ধরণের আলাপ চলে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে গরুর মাংস পরিবেশন নিয়েও কথা হয়েছে, খবর হয়েছে। তবে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এদেশের পার্থক্য হলো ওখানে গরুর মাংস নিয়ে আপত্তি তোলেন হিন্দুত্ববাদীরা আর এখানে কতিপয় কথিত সেক্যুলাররা। এই সেক্যুলার এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুত্ববাদীদের পরিচয় আলাদা হলেও লক্ষ্য কিন্তু একটাই। তারা যে কোনো উছিলায় সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেয়ার তালে থাকেন। পাগলাকে সাঁকো না ডোবানোর কথা বলে ডোবানোর বিষয়টাকে মনে করিয়ে দেন।

ইদানিং অসাম্প্রদায়িক বলে কথিত আমাদের দেশের মাথামুণ্ডুদের ভেতরের কথা এখন ফাঁস হচ্ছে নিজেদের চুলোচুলিতেই। চেতনাবাজির বাজিকরদের আসল চেহারা ক্রমেই উন্মোচিত হচ্ছে। তাও 'ঘরের কথা পরে জানলো ক্যামনে' স্টাইলে। সম্প্রতি দলীয় কবি হিসেবে পরিচিত নির্মলেন্দু গুণের আলাপে আরেকজন প্রয়াত লেখক-কবি সৈয়দ শামসুল হকের ভেতরের অনেক কথা ফাঁস হয়ে গেছে। এ নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে আলাপ অনেকদূর গড়িয়েছে। বেড়িয়ে এসেছে অনেক ভেতরের কথা। অনেকেই যা নিগ্রহের ভয়ে বলতে পারতেন না এতদিন। যা এখন নিজেদের চুলোচুলিতেই সমুখে আসছে।

প্রশ্ন করতে পারেন নির্মলেন্দু গুণ এমন কেন করলেন? এর উত্তরটা খুব কঠিন নয়। সৈয়দ শামসুল হক এখন মৃত। মৃতের পক্ষে বাজিকরি করা সম্ভব নয়। এখন সে মূল্যহীন। এখন আর কোনো বিবৃতিতে স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে না তার। কিংবা মাইক্রোফোন হাতে বক্তৃতাও। নচিকেতার একটা গান আছে না, 'মরা মানুষের চুল ছিড়লে তার ওজন কমে কি', কমেও না বাড়েও না। অর্থাৎ মৃত মানুষের আর কোনো কাজ নেই। সুতরাং তাকে অযথা বিভিন্ন জায়গায় অন্যদের আগে স্মরণের কী দরকার। বিভিন্ন তালিকায় তাদের নাম রাখারই কী দরকার। সৈয়দ হকের কাজ তো শেষ। এরা সরে গেলে নির্মলেন্দু গুণরা জায়গা করে নেবেন। তাদের ক্রমিক এগিয়ে আসবে। এটাই সুবিধাবাদের বাস্তবতা। অপেক্ষা করুন, সময় আসছে আরো অনেক কিছু বেড়িয়ে আসবে। প্যান্ডোরার বাক্স খুলে গেছে। মানুষ কথা বলতে শুরু করেছে।

নির্মলেন্দু গুণ অথবা সৈয়দ হক এদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা কি বলতে পারেন? তাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো তারা নিজ কাজের উপর ভরসা করতে পারেননি। নিজ কাজ দিয়ে টিকে থাকবেন এমন কোনো বিশ্বাস তাদের মধ্যে ছিলো না। তাই তারা সাহিত্য পেছনে ফেলে ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিতে উদগ্রীব ছিলেন। তাদের সংগঠন করতে হয়েছে। রাজনীতি করতে হয়েছে। ভান করতে হয়েছে, নির্জলা মিথ্যা বলতে হয়েছে। বিবৃতিবাজি করতে হয়েছে। এমনকি করতে হয়েছে নির্বাচনও। না, লেখক-কবিদের পক্ষে ভান ও মিথ্যা বলা বাদে অন্যসব করা দোষের কিছু নয়। কিন্তু এই লেখক-কবিরা লেখক সত্তার বিনাশ ঘটিয়ে বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন সুবিধাবাদী রাজনৈতিক সত্তার। ঝামেলাটা এখানেই। তারা লেখক-কবির চেয়ে রাজনীতিবীদ বেশি হয়ে উঠতে চেয়েছেন। যার ফলে রাষ্ট্রচিন্তার সাথে তাদের অবস্থানটা ক্রমেই সাংঘর্ষিক হয়ে উঠেছে। নিজ ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাথে দ্বান্দ্বিক হয়ে উঠেছে। তারা ক্রমেই দেশের সাংস্কৃতিক চিন্তাকে নজরআন্দাজ করে আরোপিত চিন্তার প্রচারণায় তৎপর হয়ে উঠেছেন। ফলে দেশের সিংহভাগ মানুষ তাদের দেখেছে সুবিধাবাদী হিসেবে। আর বিভ্রান্ত এসব লেখক-কবিরা মানুষের চিন্তাটাকে বুঝে উঠতে পারেননি। কিংবা বুঝে উঠলেও তাদের উচ্চাকাংখা ও লোভের কাছে হার মেনেছে মানুষের ভাবনা। মোটকথা বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ গড়তে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। মানুষের চিন্তার মর্যাদা দেয়া তাদের ভেদবুদ্ধির ফলে সম্ভব হয়নি।

ভারতের বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির যেসব শিক্ষার্থী গোমাংস বিষয়ে যে দাবি করছেন, তাদের উচিত হবে হিন্দু ইউনিভার্সিটিকে ধর্মীয় বিদ্যালয় বানানো। অথ বা যেসব বিষয় ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক সেসব বিষয় পড়ানো বাদ দেয়া। সবার আগে বিজ্ঞানের সকল বিষয় অপসারণ করা। কারণ বিজ্ঞান ও মিথোলজি সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। তবে আমাদের দেশের 'কলাবিজ্ঞানী'দের কথা অবশ্য আলাদা। তারা মিথকেই উল্টো বিজ্ঞান ভাবেন। বিজ্ঞানের আলাদা ফর্ম নিয়ে কাজ করতে চাইলে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এসব কলাবিজ্ঞানীদের দ্বারস্থ হতে পারে। যে কলাবিজ্ঞানীদের ধারণায় থাকে ফানুস উড়ানোর পেছনে যে ধর্মীয় দর্শন কাজ করে তা বিজ্ঞানমনস্কতা, ফানুস উড়ানোটাও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাজ। এমন অসংখ্য নজির দেয়া যাবে, যা বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই গোমাংস বিরোধী শিক্ষার্থীদের চিন্তার সাথে মিলে যাবে। তাই হয়তো তারা বলেন, দেশভাগ তাদের শরীরকে আলাদা করেছে আত্মাকে পৃথক করতে পারেনি। তারা কাঁটাতার মুছে দিতে চান। দেশভাগ তাদের যাতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

দুই.

লেখাটার উপরের অংশ কিছুদিন আগের। লিখে রেখেছিলাম কিন্তু কোনো গণমাধ্যমে দেয়া হয়নি। আজকে আমাদের দেশের সৃজনশীল প্রশ্নের ব্যাপারে কথা উঠেছে। 'নেপাল-গোপাল' প্রশ্নে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে কথা উঠেছে, কথা উঠেছে একজন সাহিত্যিককে অসম্মান করার প্রশ্নে। প্রথমে সৃজনশীল ব্যাপারটা নিয়ে বলি। ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়ার বিষয়ে প্রবাদ-প্রবচন শুনেছেন, সৃজনশীল হলো তাই। যারা সৃজনশীল পদ্ধতিতে পড়াবেন, প্রশ্ন করবেন, তাদের অনেকেই সৃজনশীল ব্যাপারটা সঠিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। উল্টো পুরো বিষয়টাকেই গুবলেট করে ফেলেছেন। তাই তারা শিক্ষার্থীদের পড়াতে যেমন ব্যর্থ হচ্ছেন, তেমনি প্রশ্নপত্র তৈরিতে সফলতার স্বাক্ষর রাখতে পারছেন না। ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দিলে যেমন ঘোড়াও আগায় না, গাড়িও চলে না, অবস্থাটা সে রকম আর কী।

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাই মূলত ব্যর্থ হতে চলেছে। এই যে, 'জিপিএ ফাইভ' মার্কা শিক্ষা ব্যবস্থা এ স্রেফ মাকাল ফল উৎপাদন করছে। আমরা প্রায়শই লজ্জিত হচ্ছি, বিব্রত হচ্ছি। অদ্ভুত টাইপ প্রশ্নপত্র হচ্ছে। যে পত্রের প্রশ্ন দেখলেই বোঝা যায় এটা 'গার্বেজ প্রডাকশন' এর 'প্রডাক্ট'। শুদ্ধ বিজ্ঞান যখন কলাবিজ্ঞানে রূপ নেয়, তখনকার 'প্রডাকশন' আর এই 'গার্বেজ প্রডাকশন' মূলত একই জিনিস। ভারতে সঠিক প্রশ্ন করে বিপাকে পড়তে হয়েছে, আর আমাদের প্রশ্নই ছিলো বেঠিক।

দু'দেশেই কমন বিষয়টা হলো প্রশ্ন। ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা ক্ষমতায় থাকায় বিপত্তি বেঁধেছে। আর আমাদের এখানে প্রশ্নকর্তারা সেক্যুলার পোশাকে এসে সাম্প্রদায়িকতা কায়েম করতে চাইছেন। ছড়াতে চাচ্ছেন ঘৃণা। ঘৃণা ছড়াতে ব্যবহার করা হয়েছে আনিসুল হকের নাম। বিষবৃক্ষ রোপণ করলে তার ফল খেতেই হয়। এই যে ঘৃণাবাদী বিষবৃক্ষ, এটা রোপিত হয়েছে এখন যারা ঘৃণাবাদিতার শিকার হচ্ছেন, তাদের নীরবতায়। নীরবতা সম্মতির লক্ষণ। সেই সম্মতিতে বিষবৃক্ষ এখন ফলে-ফুলে সম্পূর্ণ। যারা রোপণ করেছেন এই বৃক্ষের ফল শুধু তাদের খেতে হলে একটা কথা ছিলো। কিন্তু এই বিষফল এখন গড় সবাইকে খেতে হচ্ছে, বিপত্তিটা সেইখানেই। কাকন রেজা লেখক ও সাংবাদিক।

আমাদের সন্তানদের জীবনের লক্ষ্য অপরাধ জগতের 'বড় ভাই' হওয়া

আমরা আমাদের সন্তানদের হারিয়ে ফেলছি খুব দ্রুত। গল্পে যেমন পড়েছি হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার পেছনে শহরের সব শিশু-কিশোর দলবেঁধে ছুটে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি আমাদের সন্তানরা অপরাধ জগতের পেছনে ছুটে যাচ্ছে।

অনেকে হয়তো বুঝতে পেরে সন্তানকে ফিরিয়ে আনার সুযোগ পাচ্ছি, আবার অনেকের সন্তান চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে গডফাদার নামের বাঁশিওয়ালার পেছনে চলতে চলতে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে অনেকেই। দেশে এই অবস্থা চলতে থাকলে একদিন এমন হবে যে মা-বাবারা ঝাপসা চোখে, ভাঙা দেহ নিয়ে শূন্য অট্টালিকায় বসে থাকবেন, আর তাদের সন্তান হারিয়ে যাবে অপরাধ জগতে।

মা-বাবার কাছে সন্তান রাজপুত্র-রাজকন্যা। অপরাধ জগতের ডাকিনী-যোগিনীরা এসে সেই আদরের রাজপুত্র-রাজকন্যাদের ধরে নিয়ে যায়। এইভাবেই একদিন তারা অপরাধী হয়ে ওঠে অথবা অপরাধের শিকার হয়। যেমনটি হয়েছে নরসিংদী সদর উপজেলার মাধবদীর কিছু কিশোর।

এক কিশোরের পায়ের সামনে থুতু ফেলার জেরে সবার সামনে তাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে ১০/১২ জন কিশোর। তারা স্থানীয় কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য, বয়স ১৫ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে।

শুধু কি কুপিয়ে হত্যা? উল্লাস করে, একজনের হাত-পা বেঁধে রেখে মাথায় ও শরীরে ডিম ভেঙে শাস্তি দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটিয়েছে কিশোররা। পুলিশের কাছে আটক হওয়ার পরেও দেখেছি কিশোর অপরাধী টেলিভিশন ক্যামেরায় ছিনতাই ও হত্যার বর্ণনা দিয়েছে অনুশোচনা-অনুকম্পাহীন নির্বিকারভাবে

এ ছাড়া, মাদক সেবনের জেরে ২ পক্ষের কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ২ কিশোর গ্রুপের মধ্যে মারামারি হয়েছে। প্রেমের কারণে খুন, মাদকের ভাগ নিয়ে খুন হচ্ছেই। সম্প্রতি কুষ্টিয়া জেলা স্কুলের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক তার বাড়িতে নির্মমভাবে খুন হন ভাতিজার হাতে। ভাতিজা নওরোজ মাদক ও অনলাইন জুয়ায় আসক্ত হয়ে এবং ফুপুর শাসনের জের হিসেবে শিল দিয়ে মাথায় আঘাত করে রোকসানাকে হত্যা করে।

ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্নভাবে ঘটলেও চরম শঙ্কার জন্ম দিয়েছে। শিশু থেকে তরুণদের এই আচরণ একধরণের অসহিষ্ণু সমাজের কথা বলছে। মানুষের এই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠার পেছনে অনেক ক্ষোভ রয়েছে বলে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন।

শিশু-কিশোর ও যুবকদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। শিশু অপরাধ বিষয়ক গবেষকরা মনে করেন, অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুদের সামাজিক বন্ধন খুব দুর্বল থাকে। এই সামাজিক বন্ধনহীনতা একধরণের সমস্যা তৈরি করে। তাদের অনেকেই মা-বাবা ও পরিবারের ভালোবাসা, যত্ন ও মনোযোগ না পেয়ে অনাদরে অবহেলায় বড় হয়। আদর্শিক জায়গা থেকে তাদের সামনে কোনো রোল মডেল থাকে না।

শিশু যদি ভালবাসাহীন, ঝগড়াঝাটিপূর্ণ ও সন্দেহ-কোন্দলের মধ্যে বড় হয়, তাহলে সে মায়াহীন মানুষ হবে। তাদের আপনজনের প্রতি তাদের কোনো টান থাকে না। পরিবারের মানুষের সঙ্গে যেসব শিশুর মানসিক নৈকট্য বা শারীরিক স্পর্শের কোনো যোগ থাকে না, তাদেরই বড় হয়ে অসুস্থ মানসিকতার মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করে।

জীবনের কোনো এক সংকটে এই শিশু-কিশোররাই ঘৃণা ও দূরত্বকেই বেছে নিতে পারে নিজের আবেগজনিত কষ্ট থেকে বাঁচতে এবং হয়ে উঠবে সহিংস। তারা এই সহিংসতার প্রকাশ ঘটাতে পারে নিজের প্রতি, বাবা-মা কিংবা সমাজের প্রতি।

শিশু-কিশোররা খারাপ পথে যেতে পারে দারিদ্রের কারণে। এটি একটি কারণ। তবে, কিশোর অপরাধীদের অধিকাংশের বয়সই ১৪ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। তাদের মধ্যে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান যেমন আছে, তেমনি আছে নিম্নবিত্ত ঘরের এবং নিরক্ষর কিশোর-তরুণও। আর এরাই মূলত নেতৃত্বে আছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষিত, সচ্ছল ও ধনী পরিবারের বেপরোয়া বা বখাটে সন্তানরা চালিত হচ্ছে সমাজের বঞ্চিত পরিবার থেকে সৃষ্ট মাস্তানদের দ্বারা।

কিশোর গ্যাংয়ের সঙ্গে জড়িত কিশোরদের অনেকেই বলেছে, তাদের জীবনের লক্ষ্য বড় ভাই হওয়া। রাজনৈতিক দলে থাকা বড় ভাইদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি কিশোরদের প্রলুব্ধ করে।

এই বাস্তবতারই প্রতিধ্বনি শুনেছি জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডা. তাজুল ইসলামের ভাষ্যে। তিনি বলেছেন, কিশোররা দেখতে পাচ্ছে, অপরাধীরা হিরো। তারা দেখতে পাচ্ছে, বড়রা নানা অপরাধ করে ক্ষমতাবান হচ্ছে। ফলে তারাও সেই পথে যায়, তারাও গ্যাং গঠন করে নিজেকে ক্ষমতাবান করতে চায়, হিরো হতে চায়।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যখন বলে, কিশোরদের অপরাধে জড়ানোর প্রবণতা কমেনি, বরং প্রকোপ ও পরিধি বেড়েছে, তখন ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। স্থানীয় রাজনৈতিক গডফাদার ও জনপ্রতিনিধিরাই কিশোর গ্যাংয়ের নেপথ্যে সক্রিয় বলে অভিযোগ আছে। তাই পুলিশ একটি গ্যাং ধরলে আরেকটি গ্যাং গজিয়ে ওঠে। আর এই গডফাদাররা তাদের নানা অপরাধ কর্মে কিশোর গ্যাংকে ব্যবহার করে।

ঢাকাসহ সারাদেশে এ পর্যন্ত যেসব কিশোর গ্যাং আলোচনায় এসেছে, তাদের অধিকাংশের নেপথ্যে রয়েছেন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা। রাজনৈতিক গডফাদাররা শক্তি দেখাতে, মাদক চোরাকারবারে এবং ঝুট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতেই কিশোর গ্যাং তৈরি ও ব্যবহার করেন।

কিশোর গ্যাং নিয়ে কাজ করা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, এর পেছনে ইন্টারনেট সংস্কৃতির প্রভাব থাকলেও মূল কারণ হলো স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতা ও জনপ্রতিনিধিরা। তারাই নিজেদের স্বার্থে নতুন নতুন কিশোর গ্যাং তৈরি করেন।

শিশু-কিশোররা হত্যা ও ধর্ষণের মতো ভয়াবহ অপরাধের সঙ্গে খুব বেশি হারে যুক্ত হচ্ছে। মূলত অভাব ও প্রাচুর্য, শাসনহীনতা, অভিভাবকের উদাসীনতা, মূল্যবোধের সংকট এবং পরিবারে অপরাধী বা অপরাধের উপস্থিতি শিশুকে বিপদের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন্ধুবান্ধবরাই শিশু-কিশোরদের অপরাধ জগতের দিকে টেনে নিলেও বড় ভাই হয়ে শক্তি দেখানোর প্রবণতা শিশুকে অপরাধী করে তুলছে।

এ ক্ষেত্রে, শিশু-কিশোরকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের। অথচ বাবা-মা তাদের ব্যস্ততা ও অসচেতনতার কারণে ব্যক্তিগতভাবে সময় দিতে পারেন না। এই সময় দিতে না পারার ব্যর্থতা ঢাকতে অনেক সময় তারা সন্তানের হাতে তুলে দিচ্ছেন অপরিমিত অর্থ, প্রাচুর্য ও ব্যাপক স্বাধীনতা। এই প্রশ্রয় সন্তানকে করে তোলে বেপরোয়া, দুর্বিনীত ও অপরাধী।

বখে যাওয়া শিশু-কিশোররা যেমন সহজে মন্দ পথে পা বাড়ায়, তেমনি অপরাধীরাও খুব সহজে তাদের ব্যবহার করার সুযোগ পায়। অধিকাংশ অভিভাবক সন্তানকে সময় দেওয়ার পরিবর্তে সুবিধা দিতে বেশি উৎসাহী থাকেন। তারা মনে করেন, এতে তাদের দায়িত্ব পালন হয়ে যাচ্ছে।

এর ফলে এখন শুধু দারিদ্রের কারণে নয়, অন্যান্য অনেক কারণেই সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানও অপরাধ জগতের সঙ্গে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে। দরিদ্র পরিবারের অভিভাবকরা নিজেরাই এতটা হতাশা, বিপদ ও জীবনযুদ্ধে জড়িয়ে থাকেন যে সন্তানের নৈতিকতা নিয়ে ভাবার সময় বা সুযোগ কোনোটাই তাদের থাকে না।

শিশু-কিশোররা যখন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি কিছু পেয়ে যায়, যখন তাদের কাজের বা আচরণের জন্য কোথাও কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। যখন তারা দেখে তাদের অভিভাবক অসৎ, অন্যায় করেও শক্তির জোরে টিকে থাকা যায়, তখন তারা খুব সহজেই এমন বিপজ্জনক পথে পা বাড়ায়। একটি শিশু এত সহজ সরল থাকে যে তাকে যেভাবে খুশি সেভাবে ব্যবহার করার সুযোগ থাকে। আর এই সুযোগটাই অপরাধীরা কাজে লাগায়।

গোয়েন্দা পুলিশ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, বিভিন্ন এলাকায় কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত কিশোর গ্যাং সদস্যদের আটকের পর তাদের কাছ থেকেই জানা গেছে, কয়েকজন ওয়ার্ড কাউন্সিলর, স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা তাদের ব্যবহার করেন। নির্মাণ কাজে চাঁদাবাজি, বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে চাঁদা তোলার কাজে তাদের ব্যবহার করা হয়। এই নেতারাই কিশোরদের অস্ত্র দেন। কিশোর গ্যাং সদস্যরা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও নেতাদের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে নিজেরাও স্বাধীনভাবেও অপরাধ করে। ফলে দেখা যায়, একটি অপরাধে ৩০-৪০ জন কিশোর জড়িয়ে পড়ে। এটা তাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজকাল অভিভাবক সন্তানের হাতে খুব সহজেই বিভিন্ন *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন, ইউক্রেইন যুদ্ধ ও বাংলাদেশ

মোস্তফা সারওয়ার

এবারে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে অতীতের প্রবণতার পরিবর্তন ঘটেছে। গত চার দশকে লক্ষ্য করা যায় প্রথম মেয়াদকালীন মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রেসিডেন্টের দল সেনেট এবং হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ (অথবা প্রতিনিধি পরিষদ) এ সাধারণত অনেক পদ হারায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সেনেটের সদস্যকে বলা হয় সেনেটর এবং প্রতিনিধি পরিষদ এর সদস্যকে বলা হয় কংগ্রেসম্যান। গেল চার দশকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতিনিধি পরিষদে হারাবার কথা ছিল মোটামুটি ৩০টি কংগ্রেসম্যান পদ। কিন্তু তা হচ্ছে না। যদিও প্রতিনিধি পরিষদের নেতৃত্ব তার দল হারাবে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু সংখ্যার ব্যবধান হবে নিতান্তই কম। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, সেনেটে ডেমোক্রেটিক পার্টির সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রক্ষা পাচ্ছে।

প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকান পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্ষীণ হলেও, তারাই দখল করবে প্রতিনিধি পরিষদের নেতৃত্ব যেমন স্পিকার ও বিভিন্ন কংগ্রেশনাল কমিটির চেয়ারম্যানের পদগুলো। রিপাবলিকান পার্টির কোনো কোনো কংগ্রেসম্যান মধ্যবর্তী নির্বাচন শেষ হতে না হতেই ইউক্রেইন যুদ্ধে তাদের নিরঙ্কুশ সমর্থনের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। এর ফলে ইউক্রেইনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার আওতাভুক্ত। তথাপি এই নীতি পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হয় ডলার। আবার ডলারের জোগান ও খরচের দায়িত্ব যৌথভাবে অর্পিত রয়েছে প্রেসিডেন্ট, সেনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ এর উপর । সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদকে যৌথভাবে বলা হয় কংগ্রেস। প্রেসিডেন্ট ও তার ক্যাবিনেটের সাথে আলোচনা করে কংগ্রেস বাজেট প্রণয়ন করে নিজের মতো করে। প্রেসিডেন্ট সেই বাজেট অনুমোদন করতে পারে অথবা ভেটো দিয়ে তা নাকচ করতে পারে। প্রেসিডেন্টের অনুমোদন পেলেই বাজেট কার্যকর করা হয়। এই বাজেট পদ্ধতির আলোকে আমরা দেখবো, বর্তমানের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলের সম্ভাব্য প্রভাব। বিশেষ করে, আমাদের প্রশ্ন হলো নব নির্বাচিত কংগ্রেস এর আগামী বছরের বাজেটে ইউক্রেইন যুদ্ধের খরচ ও অনুদান অপরিবর্তিত থাকবে কী?

ধরা যাক, মধ্যবর্তী নির্বাচনে, প্রেসিডেন্টের দল ডেমোক্রেটিক পার্টির বিজয় ঘটেছে সেনেটে এবং রিপাবলিকান পার্টির দখলে চলে যাচ্ছে প্রতিনিধি পরিষদ। অনুমান করা হচ্ছে কেভিন ম্যাকার্থী হয়তো স্পিকার হিসেবে প্রতিনিধি পরিষদের প্রধান হবেন। তিনি মধ্যবর্তী নির্বাচনের একদিন পর বলেছেন যে ইউক্রেইনের খরচ বাবদ প্রেসিডেন্টের অনুরোধ প্রতিনিধি পরিষদের রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যানরা যথ যথ বিচার বিবেচনা না করে অনুমোদন দান করবে না। ম্যাকার্থী বলেছেন, তিনি ইউক্রেইনকে সমর্থন করেন। তা সত্ত্বেও 'ব্ল্যাংক চেক' দেওয়া হবে না।

সেনেট ও প্রতিনিধি পরিষদে প্রকাশ্য বিতর্কের এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার তিনি পক্ষপাতী। নবনির্বাচিত ট্রাম্প সমর্থক দক্ষিনপন্থি রিপাবলিকানরা ইউক্রেইনে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা সমূলে বিনাশ করতে আগ্রহী। কিন্তু তাদের সংখ্যা এত বেশি নয় যে সাহায্যের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারবে। সেটার প্রমাণ রয়েছে কয়েক মাস আগে ইউক্রেইনের জন্য চল্লিশ মিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি সহায়তা বিল। সেই বিলের পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে উগ্র দক্ষিনপন্থি রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্যদের বিরোধিতা যুক্তরাষ্ট্রের ইউক্রেইনকে সহায়তার ব্যাপারে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে সফল হবে কি না। এই বিলটির বিরোধিতা করেছিল প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫ জন কংগ্রেসম্যান এর মধ্যে মাত্র ৫৭ জন এবং সেনেটের ১০০

জনের মধ্যে ১১ জন। বিলটি সহজেই পাশ হয়েছিল দ্বিদলীয় সহযোগিতায়। অতএব, বলা যেতে পারে ইউক্রেইনের ব্যাপারে বিতর্ক হতে পারে যা গণতন্ত্রের অমিয় মূল্যবোধে উদ্ভাসিত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন অক্ষুণ্ণ থাকবে। সেই কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেইনের বিজয় যে পর্যন্ত না রাশিয়াকে বাধ্য করবে যুদ্ধবিরতি এবং আলোচনার টেবিলে আনতে, সে পর্যন্ত ইউক্রেইন যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হবে। কখন যুদ্ধবিরতি ঘটবে তার সঠিক সময় নির্ধারণ অনিশ্চিত।

এরই ফলে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের উচ্চমূল্য হয়তো আগামী বছর পর্যন্ত গড়িয়ে যেতে পারে। যানবাহনের খরচও কমার সম্ভাবনা কম। বাংলাদেশের জন্য আরও খারাপ খবর হলো প্রয়োজনীয় শস্য গমের চাহিদা পূরণের ২৫ শতাংশ সাধারণত আমদানি করা হয় ইউক্রেইন থেকে। কৃষ্ণ সাগরে যুদ্ধাবস্থায় সরবরাহ চেইন বিঘ্নিত হতে পারে যে কোনো সময়ে। তাই বাংলাদেশের খাদ্যদ্রব্য, জ্বালানি, ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যস্ফীতি দীর্ঘায়িত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে যে দলই জয়লাভ করুক না কেন, ইউক্রেইনের যুদ্ধ ও বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কোনও পরিবর্তন ঘটবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা দুষ্কর।

বাংলাদেশ আমদানি পণ্য এবং তার উপর উৎপাদন নির্ভরশীল অন্যান্য দ্রব্য মূল্যে মুদ্রাস্ফীতির আরেকটি কারণ হলো ডলারের উচ্চমূল্য। মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল এটাকে প্রভাবিত করবে বলে মনে হচ্ছে না। কেননা মুদ্রানীতির উপর নির্ভরশীল হলো ডলারের বাজার মূল্য। আর এই মুদ্রানীতি প্রেসিডেন্ট অথবা কংগ্রেস এর ক্ষমতার আওতার বাইরে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ করে। এই ব্যাংকের চেয়ার এবং ভাইস চেয়ার কে মনোনীত করেন প্রেসিডেন্ট। তারপর সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রেসিডেন্ট তাদের নিয়োগ দান করেন চার বছরের মেয়াদে। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক মুদ্রানীতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। প্রেসিডেন্ট অথবা কংগ্রেস ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের নীতি নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতির হার সাত দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ। দীর্ঘকালীন হার তিন দশমিক দুই সাত শতাংশ। বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির হার দীর্ঘকালীন হারের দ্বিগুণেরও বেশি। মুদ্রাস্ফীতিকে বাগে আনার জন্য, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক সুদের হার বাড়াতে থাকবে। ফল স্বরূপ, ডলারের মূল্য আরও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উপসংহারে বলা যেতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল, ইউক্রেইনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন এবং বাংলাদেশের আর্থিক ভাগ্য পরিবর্তনে তেমন কোনো ভূমিকা রাখবে বলে মনে হচ্ছে না। মোস্তফা সারওয়ার: এমেরিটাস অধ্যাপক এবং সাবেক উপ-উপাচার্য - ইউনিভার্সিটি অব নিউ অরলিয়েন্স; ডিন এবং সাবেক উপাচার্য-ডেলগাডো কমিউনিটি কলেজ; এবং কমিশনার-রিজিওনাল ট্রানজিট অথরিটি অব নিউ অরলিয়েন্স। বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত ছিলেন রয়াল ডাচ শেলের গবেষণাগারে এবং নাসার স্টেনিস স্পেস সেন্টারে। অধ্যাপনা করেছেন আইভি লীগের ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া, এবং অস্ট্রিয়ার ইউনিভার্সিটি অব ইন্সব্রুক। সোসাইটি অব এক্সপ্লোরেশন জিও-ফিজিক্স এর ছিলেন আন্তর্জাতিক চেয়ারম্যান। ছিলেন ॥জিও-ফিজিক্স॥ নামে বিখ্যাত জার্নালের সহযোগী-সম্পাদক। ভূ-পদার্থবিবিজ্ঞানে বই ছাপিয়েছে জার্মানির স্প্রীংগার ভিউয়েগ; বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে পৃথিবীর বিখ্যাত জার্নালে।

ছবির নিচে ক্যাপশন : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে শুরু করে নানা ধরনের সম্প্রচারমাধ্যম এখন সক্রিয়-এএফপি

তথ্যের সুরক্ষা ছাড়া টেকসই গণতন্ত্র কতটা সম্ভব?

অ্যান-মারি স্লটার ও বেন স্কট

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর মার্কিন নাগরিকেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন এই ভেবে যে ভোটের সময় ভোটার এবং নির্বাচনী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতার যে হুমকির আভাস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছিল, বাস্তবে তেমনটি ঘটেনি। বোঝা যাচ্ছে, আমরা এমন একটি খারাপ সময় পার করছি, যখন শান্তিপূর্ণভাবে ভোট সম্পন্ন হলে আমরা একই সঙ্গে আনন্দ পাচ্ছি, আবার বিস্মিত হচ্ছি। প্রশ্ন উঠছে, সুষ্ঠু নির্বাচনের বৈধতা প্রত্যাখ্যান করতে, ষড়যন্ত্রতত্ত্ব গ্রহণ করতে এবং রাজনৈতিক সহিংসতার পথে যেতে কিছু লোককে ঠিক কোন বিষয়টি প্ররোচিত করছে? আমরা বিশ্বাস করি, উত্তরটি বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের পথে দাঁড়ানো একটি অভিনব হুমকির মধ্যে লুকায়িত রয়েছে।

সেটি হলো তথ্য নিরাপত্তাহীনতা। এটি বেশির ভাগ সময়ই প্রোপাগান্ডার চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। তথ্য নিরাপত্তাহীনতার সুযোগে ডিজিটাল সক্ষমতা দিয়ে তথ্যের সমগ্র ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্রের পদ্ধতিগত বিকৃতি ঘটানো সম্ভব।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু নিরাপত্তাহীনতার সমান্তরাল বিবেচনা করুন। অতীতে আমরা হারিকেন, খরা এবং বন্যাকে বিচ্ছিন্ন জরুরি অবস্থা হিসেবে মোকাবিলা করেছি। কিন্তু আজ আমরা জলবায়ু পরিবর্তনকে কৃষি, বিদ্যুৎ এবং জননিরাপত্তার সমগ্র ব্যবস্থার জন্য হুমকি হিসেবে বুঝি। একইভাবে আজ আমরা খাদ্যনিরাপত্তাহীনতাকে শুধু জীবনের জন্য নয়, বরং সামাজিক সংহতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্যও একটি স্থায়ী হুমকি হিসেবে বুঝি।

এ কারণেই পদ্ধতিগত হুমকির জন্য একটি পদ্ধতিগত মোকাবিলা ব্যবস্থা প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীর কৌশল ছিল, প্রতিপক্ষের কৃতিত্ব যেসব চ্যানেলে প্রচারিত হয়, সেগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা বা ব্লক করে দেওয়া। কিন্তু আজকের দিনে তা যথেষ্ট হবে না। আজকের তথ্যসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ শত শত চ্যানেলজুড়ে বিস্তৃত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে শুরু করে নানা ধরনের সম্প্রচার মাধ্যম এখন সক্রিয়।

এখানে নামেবেনামে হাজার মাধ্যমে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, ক্রেমলিন শুধু রাষ্ট্রীয় মিডিয়া চ্যানেল, সম্প্রচারযন্ত্র এবং ডিজিটাল প্লাটফর্মে তার ইউক্রেন-সম্পর্কিত প্রচার চালায় না। তারা একাধিক ভাষায় পরিচালিত বহু প্ল্যাটফর্মজুড়ে গোপন ডিজিটাল চ্যানেলগুলোর একটি বৃহৎ নেটওয়ার্কের ওপরও নির্ভর করে।

এ চ্যানেলগুলো কিয়েভ সম্পর্কে ষড়যন্ত্রের তত্ত্বগুলো ছড়িয়ে দেয়। রাশিয়ার দ্বারা অবরুদ্ধ করা খাদ্য চালানের অনুপস্থিতির জন্য তারা পশ্চিমকে দোষারোপ করে এবং জ্বালানির দাম এবং শরণার্থীদের নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এ কৌশলগুলো দেশি ষড়যন্ত্রকে প্রসারিত করে এবং বিদেশি ও দেশীয় এজেন্টদের মধ্যে পার্থক্যকে অস্পষ্ট করে। উদ্দেশ্যটি কেবল নিজেদের প্রচার চালানো, সত্যের প্রতি আস্থাকে দুর্বল করা এবং সর্বত্র 'ভুয়া খবর' সম্পর্কে সন্দেহের বীজ বপন করা।

চীনের মতো স্বৈরাচারী সরকারগুলো অভ্যন্তরীণভাবে মিডিয়াকে হুমকি হিসেবে দেখে এবং সেগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে চায়। যদিও কর্তৃপক্ষ অনলাইনে সব ভিন্নমতের মতামতকে নির্মূল করতে পারে না, তবে তারা বড় বড় বাধা তৈরি করতে পারে।

গণতান্ত্রিক সমাজে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত। সেই মতপ্রকাশ নিশ্চিত করতে সরকারকে জবাবদিহিমূলক অবস্থায় রাখা অপরিহার্য। বহু কর্তৃত্ববাদী সরকার ভিন্নমতাবলম্বীদের ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউবসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। এর বাইরে তারা এসব মাধ্যমকে নিজেদের প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

এ ধরনের সরকারের এ তৎপরতা ঠেকাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্ল্যাটফর্মগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে এবং দমন নীতি অনুসরণ করা সরকারগুলো যাতে নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখতে প্লাটফর্মগুলো ব্যবহার করতে না পারে, সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিশ্ব এখন জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্যনিরাপত্তা, সংক্রামক রোগ, জ্বালানিঘাটতি এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে খারাপ অবস্থায় আছে। এসব হুমকি বিশ্বনেতারা মোকাবিলা করছেন। এ তালিকায় তথ্যনিরাপত্তাহীনতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ (দৈনিক প্রথম আলো) অ্যান-মারি স্লটার গবেষণাপ্রতিষ্ঠান নিউ আমেরিকার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বেন স্কট যৌথ ফাউন্ডেশন ও অ্যাডভোকেসি সংস্থা দ্য ওমিডিয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান রিসেটের পরিচালক

Law Offices of

KIM & ASSOCIATES P.C

ATTORNEYS AT LAW

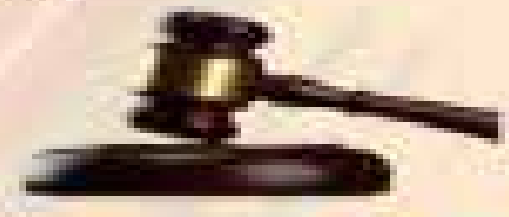

Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law

Accident Cases

- ⇨ *Free Consultation*
- ⇨ *Construction Work Accident*
- ⇨ *Car/Building Accident*
- ⇨ *Birth of Disable Child*
- ⇨ *No Advance Required*

Eng. Mohammad A. Khalek
Cell: 917-667-7324
Email: m.Khalek28@yahoo.com

Law Office of Kim & Associates P.C
NY: 164-01, Northern Blvd., 2FL., Flushing, NY 11358
NJ: 460 Bergen Blvd., # 201, Palisades Park, NY 07650

৭০ বছরে রুনা লায়লা: তৃষ্ণা আছে অতৃপ্তি নেই

মীর সামী

ঘড়িতে তখন মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা। নিজ বাসায় অন্তরঙ্গ আলোচনার জন্য সময় বরাদ্দ রেখেছিলেন রুনা লায়লা। তাঁর নামের পাশে কোনো বিশেষণ লাগে না। নামটিই যথেষ্ট। কারণ তিনি একাই একটি অধ্যায়। ৫৮ বছরের বর্ণাঢ্য সংগীতজীবন বাংলাদেশের খুব কম নায়িকাই আছেন, যাঁরা তাঁর গাওয়া গানে ঠোঁট মেলাননি। ১৯৬৪ সালে বাবা সৈয়দ মোহাম্মদ এমদাদ আলীর অনুমতি নিয়ে সাড়ে ১১ বছর বয়সে পাকিস্তানের 'জুগনু' চলচ্চিত্রে প্রথম প্লেব্যাক করেন রুনা লায়লা। 'গুড়িয়াসি মুন্নি মেরি ভাইয়া কি পেয়ারি' গানটি কণ্ঠে তোলার জন্য টানা দুই মাস তালিম নিয়েছিলেন তিনি। রুনা লায়লা এ দেশের প্রথম সংগীতশিল্পী, যিনি জয় করে নেন উপমহাদেশের মানুষের হৃদয়। নব্বই দশকে মুম্বাইয়ে পাকিস্তানি সুরকার নিসার বাজমির সুরে এক দিনে ১০টি করে, তিন দিনে ৩০টি গানে কণ্ঠ দিয়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসেও নাম লিখিয়েছিলেন তিনি। বাংলা ছাড়া রুনা লায়লা উর্দু, হিন্দি আর ইংরেজি ভাষা জানেন। তবে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, গুজরাটি, পশতু, বালুচ, আরবি, পারসিয়ান, মালয়, নেপালি, জাপানি, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজিসহ ১৮টি ভাষায় ১০ হাজারেরও বেশি গান করেছেন রুনা লায়লা।

১৭ নভেম্বর [বৃহস্পতিবার] ৭০ বছরে পা রাখলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই কণ্ঠশিল্পী। ১৯৫২ সালের এই দিনে সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। আলোচনার শুরুতেই এই কোকিলকণ্ঠী বলেন, 'আমার জীবনে প্রাপ্তিটাই বেশি। শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিদেশেও অনেক সম্মান ও ভালোবাসা পেয়েছি। এটি সত্যিই অকল্পনীয়। আমার নিজেরও মাঝেমধ্যে অবাক লাগে, এটি কি আমাকে নিয়েই হচ্ছে! দেশের সাধারণ মানুষের অনেক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পাচ্ছি; যা আমার পাওয়া ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছি। নিজেকে পরিপূর্ণ মনে করি। এখনও গান করছি। আমার শিল্পীজীবনে তৃষ্ণা আছে, অতৃপ্তি নেই।' একই সঙ্গে বললেন, 'ব্যর্থতা আমার জীবনে খুব একটা আসেনি। এ জন্য নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করি। গান গাওয়ার জন্য কখনও কাউকে তোষামোদ করতে হয়নি; বরং যত দিন গড়িয়েছে, আমার প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। আগামীতেও যে ক'দিন গান করি, মানুষের আগ্রহ যেন থাকে। গানের মাধ্যমেই আমি আমার জীবনকে উপভোগ করি।'

নিজের জন্মদিন প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'এবার ব্যক্তিজীবনে ৭০ বছরে পা দিচ্ছি। কিন্তু মনেপ্রাণে আমি এখনও ১৭ [হাসি], আমি সবসময় বিশ্বাস করি, মানুষের দেহের বয়স বাড়ে, মনের বয়স কখনও বাড়ে না। তাই তো আমার কাছে বয়স শুধু একটা সংখ্যা মাত্র। মনের বয়স কখনোই বাড়তে দিই না। সবকিছুতে আসলে মনের জোরটাই বেশি দরকার।' তিনি আরও বলেন, 'এবার জন্মদিন আমার পাশাপাশি পরিবারের সবার জন্যও বিশেষ। অনেকদিন আগে থেকেই তা নিয়ে চলছে নানা পরিকল্পনা। সত্যি বলতে কি, প্রতি বছর জন্মদিন এলে মনে পড়ে মা-বাবার কথা। বড় বোন দীনার কথা। হয়তো সবাই থাকলে জীবনের এই দিনটি আরও বিশেষায়িত হতো। তারপরও যাঁরা আছেন, তাঁদের নিয়েই ভালো থাকাটা জরুরি। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, সুস্থ আছি। সবাই দোয়া করবেন যেন আগামীদিনেও আল্লাহ ভালো রাখেন, সুস্থ রাখেন।' উপমহাদেশের জীবন্ত কিংবদন্তির জন্মদিনটি বরাবরের মতো এবারও বিশ্বজুড়ে উদযাপন করবেন তাঁর অগুনতি ভক্ত। একইভাবে এবারের জন্মদিনটিকে বিশেষভাবে উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছে চ্যানেল আই।

জন্মদিনে বাড়তি আনন্দ যোগ করতে এবং রুনা লায়লার প্রতি বিশেষ সম্মান জ্ঞাপন করার লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে নতুন একটি গান। যেখানে কণ্ঠ দিয়েছেন রুনা লায়লার চার অনুসারী। তাঁরা হলেন- কোনাল, ঝিলিক, মেজবাহ বাপ্পী ও তরিক মৃধা। তাঁরা প্রত্যেকেই উঠে এসেছেন চ্যানেল আই সেরা কণ্ঠের মঞ্চ থেকে। একটি কথা প্রচলিত আছে- 'রুনা লায়লা মানে বাংলাদেশ'। এই বিষয়টি আপনাকে কতটুকু পুলকিত করে? উত্তরে তিনি বলেন, "আমি বাংলাদেশের মেয়ে, এটিই আমার কাছে অনেক গর্বের বিষয়। আমার মাতৃভাষা বাংলা- এটিও আমার জন্য অনেক গর্বের বিষয়। যখন বিদেশের মাটিতে স্টেজ শোর জন্য পা রাখি, মঞ্চে ওঠার আগে যখন উপস্থাপক আমার নাম ঘোষণা করেন, তখন আমি বলে দিই- এভাবে বলেন, 'রুনা লায়লা ফ্রম বাংলাদেশ'। বাংলাদেশকে বিশ্বে আমার কারণে, আমার গানের কারণে যতটা পরিচিতি করে তোলা যায় সেটি তো আমারই গর্বের বিষয়। আবার দেশের বাইরে যখন এ দেশের গান নিয়ে কথা বলি, তখনও ভালো লাগায় মন ভরে যায়।"

শুধু গানই নয়, তরুণ প্রজন্মের কাছে ফ্যাশন আইকনও তিনি। তাঁর সাজসজ্জা, পোশাক, গাওয়ার ভঙ্গি থেকে শুরু করে সবই অনুসরণ করে তরুণ প্রজন্ম। রুনা লায়লা নিজেও তরুণদের নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন। তরুণদের নিয়ে তিনি বলেন, 'সুযোগ দিলেই তরুণরা নিজেদের প্রমাণ করতে পারবে। এ জন্য সবার উচিত তাদের কথা ভাবনায় রাখা। জানি না, কেন আমাদের এখানে অনেকে নতুনদের সঙ্গে কাজ করতে ভয় পায়।

ওদের সুযোগ না দিলে প্রমাণ করবে কীভাবে? আমিও বলি, ওদের দিয়ে গাওয়ান। ওদের তৈরি করতে হবে। সে জন্য যতটা পারি তরুণদের খোঁজ নিই। গানের বিষয়ে পরামর্শ দিই। আর সুরকার হিসেবে যখন কাজ করছি, তখন গুণী শিল্পীদের নিয়ে যেমন কাজ করেছি, তেমনি নতুন শিল্পীদের নিয়েও কাজ করছি।' সবশেষে জানতে চাই আপনাকে শিল্পী হিসেবে না পেলে কীভাবে পেতাম? উত্তরে রুনা লায়লা বলেন, "আমাকে শিল্পী ছাড়া আর কোনোরূপেই পাওয়া যেত না। আমি মনে করি, আমার জন্যই হয়েছে গানের জন্য। গান ছাড়া আমি আর কিছুই পারি না। শিল্পী, শিল্পী এবং শিল্পী-এর বাইরে আর কিছুই নই। আর আমার গানের মতোই বলতে চাই- শিল্পী আমি তোমাদেরই গান শোনাবো/তোমাদেরই মন ভরাবো/শিল্পী হয়ে তোমাদেরই মাঝে চিরদিন আমি রবো।" -সমকাল

হবিগঞ্জ বৃন্দাবন সরকারি কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন, যুক্তরাষ্ট্র
Habiganj Brindabon Govt. College Alumni Association, USA
থ্যাংকস গিভিং ফ্যামিলি নাইট ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা
বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পীদের গান
লাইভ মিউজিক ও আকর্ষনীয় যাদু
২৪ নভেম্বর ২০২২, বৃহস্পতিবার
সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময়
দিনাত জাহান মুন্নী
তাহমিনা আক্তার মীম
স্থানঃ গুলশান টেরেস, পার্টি হল
৫৯-১৫, ৩৭ এ্যাভিনিউ উডসাইড, নিউ ইয়র্ক
প্রিয় সুহৃদ,
আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, যুক্তরাষ্ট্রস্থ বৃন্দাবন সরকারি কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রতিবারের ন্যায় এবারও থ্যাংকস্ গিভিং ফ্যামেলি নাইট ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত অনুষ্ঠানে হবিগঞ্জ বৃন্দাবন সরকারি কলেজের সকল প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সপরিবারে আমন্ত্রিত।
আমন্ত্রণে থ্যাংকস্ গিভিং উদযাপন কমিটি
• এম উদ্দিন আলমগীর
আহবায়ক
1 917 238 7244
• জায়েদুল মুহিত খান
যুগ্ম-আহবায়ক
917 495 4409
• মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ
সদস্য সচিব
917 443 9427
সম্মানিত সদস্যঃ
• ফজলুর রহমান চৌধুরী
• মোঃ গাফ্ফার আহমেদ
• শাহ মোঃ সাদেক
• ইব্রাহিম খলিল ভুইয়া রিজু
• মিয়া মোঃ আছকির
• ইঞ্জি. জয়নাল আবেদীন খান
• বিষ্ণুপদ সরকার
• সুকান্ত দাস হরে
• সোহাগ আফসার
• আবুল কালাম আজাদ টিপু
আবু সাঈদ চৌধুরী কুটি
সভাপতি
1 718 902 3194
এম আহমেদ ফয়সল
সাধারন সম্পাদক
646 255 4293
আয়োজনেঃ | হবিগঞ্জ বৃন্দাবন সরকারি কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন, যুক্তরাষ্ট্র
HABIGANJ BRINDABON GOVT. COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION, USA

© Marko Djurica/REUTERS

আবেগ চাইছে মেসিকে, ফুটবল-বুদ্ধি বলছে ইউরোপ জিতবে

ফুটবলে ইউরোপের কাছে কি ক্রমশ হেরে যাচ্ছে ল্যাটিন অ্যামেরিকা? আমাদের আবেগ যতই মেসি-নেইমারের সঙ্গে থাকুক না কেন, ইউরোপই এখন ফুটবলের প্রধান শক্তি। ফেলে আসা গত চারটে বিশ্বকাপের দিকে তাকান। যে ব্রাজিল, অর্জেন্টিনার মতো ল্যাটিন অ্যামেরিকার দলগুলিকে আমরা গলা ফাটিয়ে সমর্থন করি, যাদের জেতা-হারার সঙ্গে আমাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা জড়িয়ে যায়, তারা কেউ বিশ্বকাপ জিততে পারেনি। যে ব্রাজিল পাঁচবার বিশ্বকাপ জিতেছে, যে ম্যারাডোনার খেলা দেখে আমরা আর্জেন্টিনার সমর্থক হয়েছি, তারা বিশ্বকাপ জেতা দূরস্থান, ফাইনালেই উঠতে পারছে না। গতবার তো তারা সেমিফাইনালেও ওঠেনি। যারা দীর্ঘদিন ধরে ফুটবল মাঠে শিল্পের ফুল ফুটিয়েছে, তারা কেন এভাবে পিছিয়ে পড়ছে, আর দ্রুতগতিতে উঠে এসেছে ইউরোপ? তাদের ফুটবল অনেক সময়ই দৃষ্টিনন্দন নয়, মেশিনের মতো লাগে, কিন্তু হিসাব কষে, পরিকল্পনা করে, তারা দক্ষিণ অয়ামেরিকার বিখ্যাত স্কিলকে পর্যুদস্ত করছে। এখন তো দক্ষিণ অ্যামেরিকাও ইউরোপীয় ঘরানার ফুটবলের মধ্যে ঢুকে পড়ছে।

কেন এই অবস্থা? এটা বুঝতে গেলে আমাদের একটু ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ের মতো দেশগুলির দিকে তাকাতে হবে। ব্রাজিলের কথাই বলি। আমি সেখানে গিয়েছি। গিয়ে দেখে এসেছিলাম, কীভাবে ১৪০টার বেশি ফুটবল একাডেমি ফুটবলারদের তুলে আনত। এখন ব্রাজিলকে দেখুন। গোটা ৪০ একাডেমি আছে। বেশিরভাগই ধুঁকতে ধুঁকতে চলছে। দশ বছর আগে দেখেছি, গরিব দেশের মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে বলছে, আমাদের ভাত চাই, ফুটবলের দরকার নেই। অথচ, ব্রাজিল মানেই তো আমাদের কাছে ফুটবল। ব্রাজিল মানেই তো আমাদের কাছে পেলে, গ্যারিঞ্চা, জিকো, সক্রেটিস এবং এখন নেইমার।

সেই ব্রাজিলে অর্থের অভাবে ফুটবলে পিছিয়ে পড়লো? সেখান থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে ফুটবলাররা? চলে যাচ্ছে ইউরোপের দেশে। দশ-বারো বছর বয়সে। সেখানে তাদের প্রশিক্ষণ হচ্ছে। তাদের বড় করে তোলা হচ্ছে। তাহলে কোন ঘরানা তারা শিখবে? অবশ্যই ইউরোপের ঘরানা। এই দেখুন না, মেসি, নেমাররা সবাই ইউরোপের ক্লাবে খেলে। সেখানে তাদের ইউরোপীয় ঘরানার ফুটবল খেলতে হয়। তাহলে ব্রাজিল-অর্জেন্টিনার সেই ফুটবল-শিল্প মাঠে দেখা যাবে কী করে? ম্যান টু ম্যান মার্কিং, অঙ্ক কষে ফুটবল, পাস অ্যান্ড গো-র তত্ত্ব সেখানেও ঢুকে পড়ে। স্কিল, টাচ এসব ছেড়ে ফুটবল মেশিনারির মধ্যে ঢুকে যাও।

এরপরেও যে মেসির মতো কিছু ফুটবলার মাঠে শিল্পের ফুল ফোটান, যা দেখতে ভালো লাগে। মেসি আমার প্রিয় ফুটবলার। বাঁ পায়ে খেলা মহান ফুটবলার। আমি বাঁ পায়ে খেলা একজন সামান্য ফুটবলার হিসাবে তাঁকে অসীম শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। কিন্তু মেসি একা কী করবেন? তাকে থামানোর জন্য অঙ্ক কষে ফেলেছে ইউরোপের দলগুলি। ফুটবল বিজ্ঞান তাদের করায়ত্ত। তাদের দর্শন হলো, দৃষ্টিনন্দন ফুটবলের দরকার নেই। একটা গোল কর। সেই লিড ধরে রাখ। জিততে না পারলে ড্র কর। খেলাটাকে টাই ব্রেকারে নিয়ে যাও।

ইউরোপের কাছে অর্থ আছে। তারা কৃষ্ণাঙ্গ ফুটবলারদের ছোটবেলা থেকে তৈরি করছে। নিজেদের দলে নিচ্ছে। একবার দেখুন, ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দলে কীভাবে উঠে এসেছেন কৃষ্ণাঙ্গ ফুটবলাররা। ফ্রান্সের এমবাপে থেকে শুরু করে একগুচ্ছ নাম নিতে পারি। কেন? ওই অর্থের জন্য। ল্যাটিন অ্যামেরিকা, আফ্রিকার দেশগুলোর কাছে অর্থ নেই। তাই তারা চলে যাচ্ছে ইউরোপে। ইউরোপে এখন ফুটবল হলো অন্যতম বড় ব্যবসা। আর তাদের প্ল্যানিংয়ের কোনো তুলনা নেই। তারা সমানে ফুটবলার তুলে আনছে। এবার স্পেনকে দেখুন। সব বাচ্চা বাচ্চা ফুটবলার নিয়ে টিম হয়েছে। তারা চমকে দিতে পারে।

ব্রাজিলে নেইমার আছেন, আর্জেন্টিনায় মেসি আছেন। কিন্তু তারপরেও কি এই বিশ্বকাপে ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনা জিততে পারবে? আমার আবেগ বলছে, আর্জেন্টিনা জিতুক। এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার মেসিকে স্বমহিমায় যেন দেখতে পাই। এটাই মেসির শেষ বিশ্বকাপ। যেমন স্কিল, তেমনই ভদ্র মানুষ। আর্জেন্টিনা টিমও খারাপ নয়। টিম ভালো না হলে একা মেসি কিছু করতে পারবেন না। আপনারা সিআর সেভেনকে দেখুন। ক্লাব ফুটবলে কিংবদন্তী ফুটবলার হয়েও দেশকে বিশ্বকাপ জেতাতে পারলেন না। মেসিও এখনো পর্যন্ত পারেননি। তবে

প্রস্তুতিতে প্রাণহানি, বিশ্বকাপের কালো অধ্যায়

ফুটবল বিশ্বকাপের উন্মাদনায় মেতে উঠছে সারা বিশ্ব। কাতারের এ আয়োজন উৎসবের আমেজ ছড়িয়েছে কোটি মানুষের মাঝে। তবে ফুটবলের সবচেয়ে বড় এই আসরের এবারের আয়োজনের পেছনে রয়েছে কালো এক অধ্যায়।

আয়োজনের প্রস্তুতি পর্যায়ে ঘটেছে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও হাজারো প্রবাসী শ্রমিকের প্রাণহানির ঘটনা।

২০১০ সালে বিশ্বকাপের আয়োজক হওয়ার পর থেকে খনিজ তেলসমৃদ্ধ দেশটি শুরু করে ব্যাপক প্রস্তুতি। নতুন অবকাঠামো তৈরির অংশ হিসেবে সুবিশাল স্টেডিয়াম, নুতন বিমানবন্দর, অতিথিশালা ইত্যাদির জন্য কাতার বিপুল সংখ্যক বিদেশি শ্রমিক নিয়োগ করে। বড় সব প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সময়মতো শেষ করার জন্য মরিয়া কাতার অপেক্ষাকৃত সস্তা মজুরির অভিবাসী শ্রমিকদের উপর নির্ভর করলেও তাদের কাজ ও আবাসনের পরিবেশের দিকে নজর দেয়নি। ফলে ঘটেছে বহু শ্রমিকের অকাল মৃত্যু। কতজন মারা গেছে? বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পের জন্য কাতার ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার শ্রমিকদের নিয়োজিত করে। এসব দেশেরর শ্রমিকরা বেশি মারা গেছে।

মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা জানা যায়নি। তবে সংখ্যাটি বেশ বড়। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, সাড়ে ছয় হাজার থেকে ১৫,০০০ হাজার অভিবাসী শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছে গত ১০ বছরে, যাদের অধিকাংশই তরুণ। এর মধ্যে ১ হাজার ১৮ জন বাংলাদেশি শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানা গেছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদন বলছে, গত ১০ বছরে ৬,৭৫১ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করে। তবে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের হিসাবে এই সংখ্যা দিগুণেরও বেশি। কাতারের অফিশিয়াল সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই মানবাধিকার সংস্থা বলছে, ১৫,০০০ প্রবাসী শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছে গত এক দশকে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার সরকারি পরিসংখ্যানের বরাত দিয়ে গার্ডিয়ান বলছে, ২০১০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ভারতের ২,৭১১ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের ১,০১৮ শ্রমিক, নেপালের ১,৬৪১, পাকিস্তানের ৮২৪ এবং শ্রীলংকার ৫৫৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এই সময়ে।

কাতারে জনশক্তির অপর দুই বৃহৎ উৎস হলো ফিলিপাইন্স ও কেনিয়া। দেশ দুটি থেকে যাওয়া শ্রমিকদের মধ্যে যারা মারা গেছেন, তাদের সংখ্যা যুক্ত করলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে।

এছাড়া গত এক বছরে যারা মারা গেছেন তাদের সংখাও জানা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকৃতপক্ষে এ পর্যন্ত কতজন প্রবাসী শ্রমিক কাতারে মৃত্যুবরণ করেছেন তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়।

বিধ্বস্ত পরিবারের অগণিত গল্প : প্রবাসী হিসেবে যারা কাজ করতে যায় তারা সাধারণত গরিব পরিবারের সন্তান। অধিকাংশ পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের বিদেশে পাঠাতে ঋণ বা কর্জ করতেও দ্বিধা করে না। কেননা, তারা জানেন যে, তাদের সন্তান বিদেশ গিয়ে টাকা উপার্জন করে পাঠাবে। এতে করে ঋণ শোধ হবে আর পরিবারও আর্থিকভাবে উপকৃত হবে।

কিন্তু কাজ করতে গিয়ে যদি তাদের সন্তান মারা যায় তবে তাদের বড় ধরনের বিপদের মুখোমুখি হতে হয়।

কাতারে মৃত্যুবরণ করা প্রতিটি পরিবারের ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটেছে। পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীকে হারিয়ে তাদের অনেকেই দিশেহারা।

এদের মধ্যে আছে বাংলাদেশের ২৯ বছর বয়সি মোঃ শহিদ মিয়া। ২০১৭ সালে কাতারে কাজ করতে যাওয়ার জন্য প্রায় চার লাখ টাকা খরচ করতে হয়েছিল তার পরিবারকে। এ জন্য টাকা ধার করতে হয়।

তার অকাল মৃত্যু তার পরিবারকে বিপদে ফেলে দিয়েছে। এই অর্থের বোঝা এখন তার বাবা-মাকে বহন করতে হবে। কাতার থেকেও মেলেনি ক্ষতিপূরণ।

স্বাভাবিক মৃত্যু? : কিন্তু এসব মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে দাবি করেছে বিশ্বকাপ আয়োজক দেশটি আর তা নিয়েও রয়েছে সমালোচনা।

গার্ডিয়ানের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের যতজন মারা গেছেন, তাদের শতকরা ৬৯ ভাগের স্বাভাবিক মৃত্যু ও ১২ ভাগের মৃত্যু সড়ক দুর্ঘটনায়। শুধু ৭ ভাগের মৃত্যুর সঙ্গে কাজের পরিবেশ জড়িত। আর ৭ ভাগ কর্মী করেছেন আত্মহত্যা। তবে বেশিরভাগ মৃত্যুর ক্ষেত্রেই মরদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়নি। আবার দেশটি এত বড় সংখ্যক শ্রমিকের মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো ধরনের অনুসন্ধান করেনি। ফলে মৃত্যুর আসল কারণ চাপা পড়ে যায়।

এদিকে শ্রমিকদের মৃত্যুর ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর আহ্বানকেও এড়িয়ে গেছে কাতার। কাতারে প্রায় ২০ লক্ষ প্রবাসী শ্রমিক কাজ করে।- সুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

বাংলাদেশে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা নিয়ে কেন এত উন্মাদনা

আবু সাদাত : 'বাংলাদেশিদের প্রেম ফুটবলের সঙ্গে, কিন্তু সংসার করছে ক্রিকেটকে নিয়ে।' প্রচলিত এই কথাটি আমার মতো খেলাপাগল প্রায় সবাই খুব ভালো ভাবে টের পাই ফুটবল বিশ্বকাপ এলে।

বাড়ির ছাদ, বারান্দা, কিংবা পাড়া মহল্লার অলিগলি। সবখানে পতপত করে উড়তে থাকে হাজার হাজার মাইল দূরের দেশ ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, জার্মানি কিংবা স্পেনের পতাকা।

এই তো সপ্তাহ দুয়েক আগে অফিসের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়ে চোখ আটকে গেলো পাশের বাসার ছাদে। বিশাল আকৃতির জার্মানির পতাকা। ওপরে অবশ্য ছোট করে বাংলাদেশের পতাকাও আছে। কিন্তু আমি খানিকটা অবাক হয়েছি, পতাকাটা জার্মানির বলে। কারণ বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ যেখানে আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিলে বিভক্ত, সেখানে জার্মান ভক্তের এমন সরব উপস্থিতি।

বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে এই উন্মাদনা যে শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক, তা কিন্তু নয়। গত সপ্তাহে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে মিন্টু নামের একজন শখের বাগান বিক্রি আর স্ত্রীর জমানো মোট ৫ লাখ টাকা দিয়ে নিজের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি পর্যন্ত সাড়ে চার কিলোমিটার লম্বা দক্ষিণ কোরিয়ার পতাকা টানিয়েছেন। একই শহরে একজন তার পাঁচতলা বাড়ি ব্রাজিলের পতাকার রংয়ে রাঙিয়েছেন।

মোটকথা বিশ্বকাপ শুরুর সময় যত ঘনিয়ে আসছে, উন্মাদনা ততোই বাড়ছে।

ক্রীড়া সাংবাদিকতায় আসার আগে থেকেই আমি আর্জেন্টিনার ভক্ত। কিন্তু সেদিন আমার পাঁচ বছর বয়সি মেয়ে শব্দ-কে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তোমার কোন দল ভালো লাগে, ব্রাজিল না আর্জেন্টিনা? ওর মা পাশে ছিল বলেই কিনা বেশ চটপট উত্তর দিলো আমি ব্রাজিলের সাপোর্টার। কেন, জানতে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তার জবাব, 'মা ব্রাজিলের সাপোর্টার তাই আমিও।'

আমার ধারণা বিশ্বকাপ নিয়ে এই যে বিভক্তি, এটা শুধু আমার বাসায় না। খেলা যারা পছন্দ করে এমন সবখানে।

হাজার হাজার মাইল দূরের অচেনা-অজানা এই দেশগুলোকে নিয়ে বাংলাদেশিদের এই যে আবেগের বহি:প্রকাশ, তা দেখে প্রায়ই মনে প্রশ্নে জাগে, কেন এমন আবেগী আর জোড়ালো সমর্থন। শুধু কি একজন মেসি, নেইমার কিংবা রোনালদোর কারণেই এতোটা মাতামাতি, নাকি অন্য কিছু। এই কারণ খোঁজার আগে চলুন জানার চেষ্টা করি, ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের এই যে আগ্রহ আর উন্মাদনা ঠিক কবে থেকে শুরু। এটা একেবারে দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। তবে বাংলাদেশের মানুষের ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা বেশ পুরোনো। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

সিরাজগঞ্জে ব্রাজিলের পতাকার থিমে রং করা লিটন সরকারের বাড়ি।

নজর কাড়ছে সিরাজগঞ্জে 'ব্রাজিল বাড়ি'

সিরাজগঞ্জ : সারা দেশের মতো সিরাজগঞ্জ শহরও মেতে উঠছে বিশ্বকাপ উন্মাদনায়। বিশ্বকাপে কে জিতবে কে হারবে তা নিয়ে কিশোর থেকে শুরু করে যুবক-বৃদ্ধদের মধ্যেও চলছে মুখরোচক আলোচনা। নিজ নিজ দলের সামর্থ্য যোগ্যতা ও অতীত রেকর্ড নিয়ে তর্কযুদ্ধের যেন শেষ নেই। বিশেষ করে বিশ্ব ফুটবলের দুই দল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার সমর্থকদের উৎসাহটা বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

প্রিয় দলের বিশাল আকৃতির পতাকা নিজ বাড়িতে টাঙানোর পাশাপাশি টি-শার্ট ও ক্যাপ পরে ঘুরছেন অনেকেই। তবে শহরজুড়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে লিটন সরকারের ব্রাজিল বাড়ি ও ব্রাজিল গাড়ি নিয়ে।

শহরের মোক্তারপাড়া এলাকার বাসিন্দা পরিবহন ব্যবসায়ী লিটন সরকার নিজ বাড়ির নাম দিয়েছেন ব্রাজিল বাড়ি। পুরো বাড়ি ব্রাজিলের পতাকার রঙে হলুদ আর সবুজে রাঙিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি তার মালিকানাধীন একটি যাত্রীবাহী বাসকেও ব্রাজিলের পতাকার রঙে সাজিয়েছেন।

আজ বুধবার সরেজমিনে মোক্তারপাড়া লিটন সরকারের বাড়ি গেলে দেখা যায় তার দ্বিতল বাড়িটির সব দেয়াল হলুদ ও সবুজ রঙে রাঙানো। দেয়ালগুলো জুড়ে শোভা পাচ্ছে ব্রাজিলের পতাকা। এমনকি দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দু'পাশেও রয়েছে ব্রাজিলের পতাকা।

তবে বাড়ির প্রধান ফটকটি বাংলাদেশের পতাকার আদলে লাল-সবুজে আঁকা হয়েছে। এ ছাড়া দ্বিতীয় তলার দেয়ালে বাংলাদেশ-ব্রাজিলের ফ্রেন্ডশিপের নিদর্শন হিসেবে দুই দেশের পতাকা সম্বলিত হাতে হাতে হ্যান্ডশেকের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছেন। লিটন সরকারের এই ব্রাজিল বাড়ি দেখতে প্রতিদিনই বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন। ব্রাজিল ভক্ত ছাড়া আর্জেন্টিনার সাপোর্টারারও কৌতূহল নিয়ে দেখতে আসছেন এই বাড়িটি।

অপরদিকে নিউ ঢাকা রোডে অভি এন্টারপ্রাইজের কাউন্টারে গিয়ে দেখা যায়, লিটন সরকারের মালিকানাধীন যাত্রীবাহী বাসটিকেও সাজানো হয়েছে ব্রাজিলের পতাকার রঙে। গাড়ির চালকসহ স্টাফগুলোও রেখেছেন ব্রাজিলের সমর্থক। পাশাপাশি তিনি ব্রাজিল *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

এবারো ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা টপ ফেবারিট: সাব্বির

বাংলাদেশে চলছে বিশ্বকাপ ফুটবলের উন্মাদনা। এই উন্মাদনা সবচেয়ে বেশি ল্যাটিন অ্যামেরিকার দুই দল ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার সমর্থকদের মধ্যে। দেদারসে বিক্রি হচ্ছে পতাকা আর জার্সি।

এই উন্মাদনার বিশ্বকাপ নিয়ে জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের সঙ্গে কথা বলেছেন জাতীয় দলের সাবেক কৃতি ফুটবলার সৈয়দ রুম্মন বিন ওয়ালী সাব্বির। তিনি সাব্বির নামেই সবার কাছে পরিচিত।

প্রশ্ন: এবারের বিশ্বকাপে টপ ফেবারিট কারা? বাংলাদেশে এবং সারা বিশ্বে।

সাব্বির: একটা কথা বলে নিই। আগের বিশ্বকাপগুলোতে আমরা যেমন উন্মাদনা দেখেছি বাংলাদেশে, বড় বড় পতাকা বানানোসহ নানা আয়োজন। এবার কিন্তু ঠিক সেরকম নেই। তবে বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমিদের কাছে ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা এই দুইটি দল সবচেয়ে ফেবারিট। তাদের সমর্থক সমান সমান। আর যদি সারাবিশ্ব মিলিয়ে বলি তাহলে আমার চোখে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা তো আছেই তাদের সঙ্গে ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি। যদিও ইটালি এবার চূড়ান্ত পর্বে আসতে পারেনি। এর বাইরে আমরা একমাত্র ক্রোয়েশিয়াকে দেখেছি গত বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠতে। তাই ঘুরে ফিরে ওই কয়টি দলই বিশ্বকাপে ফেবারিট হিসেবে থাকে। সাত-আটটি দলই আসলে প্রাধান্য বিস্তার করে। এবার আমরা যা বুঝতে পারছি তাতে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা ভালো অবস্থানে আছে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশে ল্যাটিন অ্যামেরিকান ফুটবল, ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা কেন এত জনপ্রিয়?

সাব্বির: এর একমাত্র কারণ নান্দনিক ফুলবল। এখন অনেক দলই টোটাল ফুটবল বা পেসে খেলতে চায়। ফলে নান্দনিক ফুটবলটা কমে গেছে। আর এ কারণেই ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের খেলোয়াড় কমে গেছে। পেলে, ম্যারাডেনা, মার্কোভ্যান বাস্তেন বা রুড গুলিতের মতো খেলোয়াড় আমরা পাচ্ছি না।

প্রশ্ন: এখনকার ফুটবলারদের মধ্যে হট ফেবারিট কারা?

সাব্বির: মেসি এবার হট ফেবারিট। নেইমারও আছেন হট ফেবারিটের তালিকায়। এমবাপে (ফ্রান্স) আছেন। তবে আরো কয়েকজন আছেন। কিন্তু তাদের দল চূড়ান্ত পর্বে আসতে পারেনি।

প্রশ্ন: কার কপালে জুটতে পারে গোল্ডেন বুট?

সাব্বির: এটা তো আসলে এখই বলা সম্ভব নয়। তারপরও ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা এখন যে অবস্থানে আছে সেভাবে যদি এগিয়ে যায় তাহলে গোল্ডেন বুট মেসি এবং নেইমারের মধ্যেই থাকার সম্ভাবনা বেশি।

প্রশ্ন: ম্যারাডেনাকে কি সবাই এই বিশ্বকাপ মিস করবে?

সাব্বির: অবশ্যই করবে। গত বিশ্বকাপেও তিনি যেভাবে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন তা ভোলার নয়। তার মুভমেন্টে ছিলো দেশপ্রেম। তার খেলায় ছিলো দেশপ্রেম। তাকে আমরা ভুলতে পারব না।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের ফুটবলের কী হবে? আমরা কবে যাবো বিশ্বকাপে?

সাব্বির: ১৯৮৯ সালের বিশ্বকাপের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে আমাদের র‍্যাংকিং ছিল ১০৫। এশিয়ার মধ্যে আমরা তখন ১৫ নাম্বার ছিলাম। আমরা যদি টার্গেট করতাম যে এশিয়ার মধ্যে ১০ নাম্বার হবো, সেভাবে প্ল্যানিং করলে এখন হয়তো আমরা চিন্তা করতে পারতাম আমরা কবে বিশ্বকাপ খেলব। কিন্তু যা অবস্থা তাতে সেই চিন্তার জায়গায়ই আমরা নেই। কোরিয়া পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে তারা এখন এশিয়ায় টপ।

প্রশ্ন: তাহলে আমাদের ফুটবলের দায়িত্ব কে নেবে? ফুটবল ফেডারেশনের কাজ কী?

সাব্বির: ১০-১২ বছরে অনেক কথা বলেছি। কিন্তু এখন হতাশ হয়ে কথা বলা বন্ধ করেছি। আমাদের আগে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। আমাদের কী ধরনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন দরকার, কী প্রক্রিয়ায় আমরা এগোবো তা ঠিক করা দরকার। সেটা হলে আমাদের ফুটবলের উন্নয়ন হবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। আমাদের ফুটবল ফেডারেশনের কোনো জবাবদিহিতা নেই। সেই কারণেই ১৫-১৬ বছর ধরে একই লোক আছেন। ফুটবলের খারাপ অবস্থা হওয়ার পরও তিনি আছেন। এটা এখন একদলীয় ফুটবল ফেডারেশনে পরিণত হয়েছে। পেশাদারিত্ব নেই। অপজিশন নাই, সে কারণে চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করার কেউ নেই। এইসব কারণে আমাদের ফুটবল ধ্বংসের দিকে চলে গেছে।-হারুন উর রশীদ স্বপন, ডয়চে ভেলে, ঢাকা

ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে থাকবে পাতিলেবুর গুণেই

ডায়াবিটিসের সমস্যায় ভুগছেন এমন মানুষের সংখ্যা কম নেই। এই রোগ শরীরে বাসা বাঁধলে উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, স্থূলতার মতো নানা সমস্যা দেখা দেয়। অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা মূলত ডায়াবিটিসের অন্যতম কারণ। কায়িক পরিশ্রম কম করা, অনিয়মিত খাওয়াদাওয়া, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন এমন কিছু কারণে ডায়াবিটিস আরও জাঁকিয়ে বসে। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে অনেকেই নিয়মিত ওষুধ খান। তবে পাতিলেবুর গুণেও নিয়ন্ত্রণে রাখত পারেন ডায়াবিটিস। ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ পাতিলেবু শরীরের যত্ন নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই লেবুতে থাকা ফাইবার, ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, অ্যান্টি-ইনফ্লেমটরি এবং অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল শরীরের অন্দরে জন্ম নেয়া জীবাণুর বিনাশ ঘটায়। অনেকেই জানেন না, ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য পাতিলেবু ওষুধের মতো কাজ করে। রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে কী ভাবে ব্যবহার করবেন পাতিলেবু?

১) ডায়াবিটিস হাতের মুঠোয় রাখতে পাতিলেবু হতে পারে অন্যতম অস্ত্র। খেতে বসার আগে এক গ্লাস পানিতে পাতিলেবুর রস আর বিটনুন মিশিয়ে খেয়ে নিন। তবে এক দিন খেয়ে বন্ধ করে দিলে চলবে না। সুস্থ থাকতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

২) রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে খাবারের সঙ্গে পাতিলেবু খাওয়ার অভ্যাস করুন। বিশেষত, মুসুর ডাল, শাকসবজি দিয়ে তৈরি তরকারির সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে খেতে পারেন। উপকার পাবেন।

৩) ডায়াবিটিস থাকলে খাওয়াদাওয়ায় অনেক বিধিনিষেধ চলে আসে। ইচ্ছা করলেই সব কিছু খাওয়া যায় না। সন্ধের খাবার অনেকেই তাই চিনাবাদাম খান। শর্করার মাত্রা কমাতে এই বাদাম বেশ কার্যকরী। বাড়তি সুফল পেতে চিনাবাদামের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে পারেন পাতিলেবুর রস। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে।

৪) ডায়াবিটিস থাকলে চিকিৎসকরা রোজ সালাদ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তবে এই সালাদে যদি দু'চামচ লেবুর রস মিশিয়ে নিতে পারেন। লেবুতে উপস্থিত পটাশিয়াম এবং ভিটামিন ডায়াবেটিক রোগীর অন্যতম ওষুধ হতে পারে।

৫) ঘন ঘন চা খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে? তা হলে লিকার চায়ের সঙ্গে এক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে খেতে পারেন। গ্রিন টি-র সঙ্গে লেবুর রসের যুগলবন্দি ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণের অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে।

বিভিন্ন বাদামের অনেক গুণ, প্রতিদিন কতটা খাওয়া উচিত

সারাদিনে তিনটি ভারী খাবারের মাঝেও টুকটাক মুখ চালানোর জন্য বাদাম খুব ভাল বিকল্প হতে পারে। বাদাম কাঁচাই হোক বা শুকনো খোলায় ভাজা বাদামে থাকা স্বাস্থ্যকর ফ্যাট হার্টের জন্য বিশেষ উপকারী। কিন্তু বাদাম খাওয়া ভাল বলেই যে মুঠো মুঠো বাদাম খেয়ে যাবেন, তা কিন্তু হবে না।

প্রতিদিন বাদাম খাওয়ারও নির্দিষ্ট পরিমাপ আছে। কোন বাদামে ফ্যাটের পরিমাণ কত এবং সারাদিনে আপনার খাওয়ার তালিকায় কতটা পরিমাণ ফ্যাট থাকে তা বুঝে বাদামের সংখ্যা নির্ধারণ উচিত।

কোন বাদাম, কতটা পরিমাণ ফ্যাট থাকে? সারাদিনে কটা করে খাবেন বাদাম ?

১) কাঠবাদাম : প্রতিদিন শরীরে যতটা পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম প্রয়োজন হয়, শুধুমাত্র কাঠবাদাম খেলেই তা পূরণ হয়ে যেতে পারে। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে প্রতিদিন চোদ্দটা পর্যন্ত কাঠবাদাম খাওয়া যেতে পারে।

২) কাজুবাদাম : কাজুবাদামে রয়েছে অ্যানাকার্ডিক অ্যাসিড, যা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও দাঁতের এবং মাড়ির স্বাস্থ্য ভাল রাখে কাজুবাদাম। তবে, সারাদিনে এগারোটার বেশি কাজুবাদাম খাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়।

ফিট থাকতে সকালে খালি পেটে খাবেন যে ৬টি খাবার

যাপিত জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ হলো খাওয়া ও ঘুম। আর এই দুইটা কাজের মধ্যে রয়েছে বেশ সঙ্গতি। একটার পর আরেকটা মেনে চলার রুটিন রয়েছে।শরীর ভালো রাখতে এবং সুস্থ থাকতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল খাবার।

খাবার ঠিকঠাক না পেলে শরীর পুষ্ট হবে না। ফলে সেখান থেকে হতে পারে আরও নানা বিপত্তি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা সবাই ব্যস্ত। সারাদিন ছুটে চলেছি। ফলে ঠিক সময়ে খাওয়ার কথা আমাদের মনে থাকে না। খিদে পেলে যা খুশি তাই খেয়ে নিই। সেখান থেকেই বদ হজম, গ্যাস্ট্রিক ও পেটের পীড়ায় ভুগি আমরা।

রাতের খাবারের আর সকালের নাশতার মধ্যে দীর্ঘ একটা সময়ের বিরতি থাকে। আর এই সময়ে ঠিকঠাক খাবার খাওয়া খুব জরুরি। কারণ খালি পেটে সঠিক খাবারই আমাদের সারাদিনের হজম ক্রিয়া ঠিক রাখে। বলা যায় শরীর সুস্থ রাখার এটাই হল চাবিকাঠি। দেখে নিন, সকালে উঠে কোন খাবার দিয়ে দিনের শুরু করবেন। জেনে নিন-

গরম পানিতে মধু : প্রতিদিন সকালে উঠে হলকা গরম পানিতে মধু মিশিয়ে খেলে-এর পাকস্থলীর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে বদ-হজম বা গ্যাস-অম্বলের সমস্যা মাথা তোলার সুযোগই পায় না। সেই সঙ্গে মধুতে উপস্থিত একাদিক পুষ্টিকর উপাদান অ্যাসিডিটির সমস্যা কমাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাড়ির বাইরে থাকলে মায়ের হাতের খাবার জোটে না। ফলে এদিক-সেদিক করে দিনযাপন করতে হয়। ফলে ঠিক মতো খাবার না পাওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হতে শুরু করে। আর একবার যদি শরীরের এই প্রতিরোধী দেওয়াল ভেঙে যায়, তাহলে আর রক্ষা নেই। তখন হাজারো রোগ শরীরে এসে বাসা বাঁধার সুযোগ পেয়ে যায়। তাই তো দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে চাঙ্গা রাখাটা একান্ত প্রয়োজন।

পেঁপে : সকালে খালি পেটে পেঁপে খেলে অন্ত্র গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সঠিক বিকল্প। পেঁপে খালি পেটে খেতে একটি সুপারফুড। সবচেয়ে মজার বিষয় হ'ল পেঁপেটি সারা বছর বাজারে পাওয়া যায়। পেঁপেতে আছে ভিটামিন এ সি কে ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম ও প্রোটিন। এছাড়াও প্রচুর পরিমাণ ফাইবারও রয়েছে। আর পেঁপেতে ক্যালোরির পরিমাণ খুবই কম। সেই সঙ্গে স্বাদেও মিষ্টি, যে কারণে সুগার রোগীদের প্রতিদিন একবাটি করে পাকা পেঁপে খেতে দেওয়া হয়। এছাড়াও অনেকেই হজমের সমস্যায় ভোগেন। তাঁদেরও প্রতিদিন পাকা পেঁপে খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিত্সকরা।

পোরিজ : আপনি যদি কম-ক্যালোরি এবং উচ্চ পুষ্টিকর প্রাতঃরাশ করতে চান তবে পোরিজ একটি দুর্দান্ত বিকল্প। বিশেষত ওটমিল থেকে তৈরি পোরিজ ব্রেকফাস্টের জন্য সুপারফুড। স্বাদে আশ্চর্যজনক হলেও শরীরের জন্যও স্বাস্থ্যকর। খালি পেটে পোরিজ খাওয়া শরীর থেকে টক্সিন বের করে দেয় এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্যও সুস্থ রাখে।

শীতে সাইনাসের সমস্যা রোধে

শীত আসা মানেই সর্দি-কাশিতে ভোগা। আবহাওয়ার পরিবর্তন মানে শরীরের নানা ক্ষতি। অবশ্য ঠাণ্ডাজনিত রোগের মধ্যে সাইনাসের সমস্যা সবচেয়ে ভয়াবহ। প্রবল মাথা যন্ত্রণা, সারা ক্ষণ নাক জ্বালা এবং বন্ধ হয়ে থাকা, মাথায় ভার হয়ে থাকার মতো সমস্যা হয়। সারা বছর সাইনাসের সমস্যা হলেও শীতে একটু বেশিই হয়। সেক্ষেত্রে আগে থেকেই অতিরিক্ত সাবধান হতে হবে। সেক্ষেত্রে যা করতে পারেন:

১. ঠাণ্ডা থেকে দূরে থাকার সব ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে।

২. সাইনাসের সমস্যায় স্বস্তি পেতে গরম পানির ভাপ নিন। দিনে ৩-৪ বার ভাপ নিলে সমস্যা দূর হয়।

৩. আদা ও হলুদ একসঙ্গে বেটে একটি মিশ্রণ বানিয়ে নিন। রাতে ঘুমানোর আগে নাকে ও কপালে সামান্য পরিমাণে প্রলেপ লাগিয়ে নিন। আরাম পাবেন।

৪. সাইনাসের সমস্যা হলেই গরম কিছু খাওয়ার চেষ্টা করুন। গরম পানীয় ভেতরে জমে থাকা কফ বের করতে সাহায্য করে।

চর্মরোগে উপকারী পেয়ারা

বর্ষাকালের ফলের মধ্যে পেয়ারা হলো সবচেয়ে জনপ্রিয় ও উপকারী। কিন্তু এই ফল পাওয়া যায় মাত্র কয়েক মাস। অবশ্য কোনো কোনো জাতের পেয়ারা সারা বছর হয়। বৈজ্ঞানিক নাম সিডিয়াম গুয়াজাভা। দারুণ পুষ্টিসমৃদ্ধ এই পেয়ারাকে অনেকে মনে করেন শিশু-কিশোরের খাবার। এ ধারণা সঠিক নয়। পেয়ারা ভিটামিন সি, পেকটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অন্যতম উৎস। একমাত্র আমলকি ব্যতীত অন্যসব ফল-শাকসবজির চেয়ে টাটকা পেয়ারায় ভিটামিন সি বেশি থাকে। আমরা প্রতিদিন ২৫ গ্রাম পেয়ারা (ছোট একটি পেয়ারা) খেয়ে পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের দৈনিক ভিটামিন 'সি'-এর অভাব পূরণ করতে পারি। তবে বেশি খেলে অসুবিধা নেই।

অরুচি ও অজীর্ণতায় কাঁচা পেয়ারা সিদ্ধ করে চটকিয়ে বীজ ছাড়িয়ে ছেঁকে একটু লবণ ও চিনি মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়। কচি পেয়ারার পাতা পেটের অসুখের জন্য ভালো। পেয়ারার কচি পাতা পানিতে সিদ্ধ করে সেই পানি নিয়ে কুলি করলে দাঁতের ব্যথা, পুঁজ পড়া, রক্ত পড়া রোগের উপশম হয়। পেয়ারার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' ও 'সি' রয়েছে । আর ভিটামিন সি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এতে ক্যালরিও রয়েছে অনেক। আমাদের অনেকে পেয়ারার বাইরের খোসা ফেলে দিয়ে খায়। আবার কেউ ভেতরের অংশ খায়। কিন্তু অনেকে জানে না যে, পেয়ারার বাইরের খোসায় প্রচুর ভিটামিন সি রয়েছে। তাই বলতে হয় পেয়ারা শুধু ভালো করে ধুয়ে কেটে বা কামড়ে খোসাসমেত খাওয়া ভালো। তাহলে ভিটামিন পুরোটাই পাওয়া যাবে। পেয়ারায় প্রচুর ভিটামিন সি থাকায় আমাদের দেহে কোনো ক্ষত থাকলে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। ত্বকের সজীবতা বাড়ায়। মুখের ত্বকে ভাঁজ থাকলে তা টান টান হয়ে যায়। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে তারা প্রতিদিন একটা পেয়ারা খেলে এই সমস্যা দূর হয়। তবে যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা যেন পাকা টসটসে পেয়ারা না খান। খেলে সুগার বেড়ে যাবে। যাদের দাঁতের মাড়ি ফোলে ও রক্ত পড়ে তারা পেয়ারা খেলে উপকার পাবেন। রক্ত পড়া বন্ধ হবে।

মানসিক স্বাস্থ্যে মনোযোগ দিন

স্বাস্থ্য বলতে শুধু শারীরিক স্বাস্থ্যকেই বোঝানো হয় না। শারীরিক সুস্থতা থাকলেও মানসিক সুস্থতার অভাবে নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে। বিশ্বে বিভিন্ন দেশে মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে এবং এই মনোযোগ বাড়াতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা এখনও অনেকটা অবহেলিত। তাই নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি নিজেকেই সতর্ক হতে হবে। কারণ ভবিষ্যতে জটিল মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে তার পর্যাপ্ত চিকিৎসা নাও পেতে পারেন।

কিন্তু কিভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী হবেন? তা দেখে নেওয়া যাক:

পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করুন : পুষ্টিকর খাবার শরীরের পাশাপাশি মনের জন্যেও উপকারী। আয়রন ও ভিটামিন বি১২ এর ঘাটতি হলে মেজাজ পরিবর্তন হয়। এজন্য সুষম খাবার খাওয়া দরকার। খিটখিটে মেজাজ, অধৈর্য, হতাশা কিংবা উদ্বিগ্নতার ক্ষেত্রে কফি খাওয়ার মাত্রা কমিয়ে আনতে হবে। পুষ্টিমানসম্পন্ন ও সুষম খাবারে বাড়তি মনোযোগ দিতে হবে।

নিয়ম মেনে চলুন : দৈনিক কাজের একটি খসড়া রুটিন করে নিন। নিয়ম মেনে চলা মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য জরুরি। নিয়ম মেনে চলেন যারা তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে বলে একাধিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

পর্যাপ্ত ঘুম চাই : পর্যাপ্ত ঘুম না হলে মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে। ঘুম মস্তিষ্কের রাসায়নিক পদার্থ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। এই রাসায়নিকগুলো আমাদের মেজাজ ও আবেগ অনেকাংশে পরিচালিত করে। পর্যাপ্ত ঘুম না হলে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ঠিকমতো কাজ করতে পারে না।

ব্যায়াম করুন : নিয়মিত ব্যায়াম করতে মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে। শরীর সক্রিয় রাখলে মস্তিষ্কের রাসায়নিক পদার্থ বেড়ে যায়। ফলে মেজাজ ভালো ও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

যন্ত্রের ব্যবহার সীমিত করুন : যন্ত্রের ব্যবহার সীমিত করতে না পারলেও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। প্রযুক্তি আমাদের একাকীত্ব কিংবা হতাশার দিকে ঠেলে দিতে পারে। যতটুকু সম্ভব যন্ত্রের ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে।

নিজেকে অ্যাক্টিভ রাখুন : যথাসম্ভব নিজেকে অ্যাক্টিভ রাখার চেষ্টা করুন। মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকলে স্মৃতিশক্তি উন্নত হওয়ার পাশাপাশি নতুন কিছু শেখার প্রবণতা বাড়বে।

অ্যালকোহল ও মাদক পরিহার করুন : ধূমপান, মাদক কিংবা অ্যালকোহলের কারণে শরীর ও মনে বিরূপ প্রভাব পড়ে। দীর্ঘ সময় অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে থায়ামিনের ঘাটতি হতে পারে।

একাকিত্বে ভুগছেন? যেভাবে দূর করবেন

বিশেষজ্ঞরা বারবার সতর্ক করছেন, একাকীত্ব মানসিক ও দৈহিক দুই ধরনের সমস্যাই সৃষ্টি করে। একাকীত্বের ফলে স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে মানসিক সমস্যার পাশাপাশি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও অনেকাংশে কমে যায়। শুধু তাই নয়, হৃদরোগের সমস্যাও বাড়ে।

অনেকেই সঙ্গ থাকা সত্ত্বেও ভীষণ একাকীত্বে ভোগেন। বন্ধুদের আড্ডায় কিংবা পরিবারের সঙ্গ কিছুই তার বিষন্নতা কিংবা অবসাদ দূর করতে পারে না। এমন ক্ষেত্রে কি করলে এই মানসিক সমস্যা দূর করতে পারবেন? সে বিষয়েই রইলো কিছু পরামর্শ:

অন্যকে মনের ভাব প্রকাশ করুন : একাকীত্বে যারা ভোগেন তারা অনেক সময় অন্যকে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে রাজি হন না। তারা মনের ভেতরে এক ধরনের সুপ্ত অভিমান জাগিয়ে রাখেন। অবশ্য আজকের দিনে কেউই আসলে ব্যস্ততার কারণে সেই ব্যক্তির খোঁজ রাখতে পারেন না বা রাখেন না। তাই বিষন্নতায় ভুগলে তা অন্যকে বোঝানোর চেষ্টা করুন। একজনকেই বলতে হবে এমন না। অনেক বন্ধুকেই জানাতে পারেন।

নিজের দিকে মনোযোগ দিন : ব্যস্ততা কিংবা নানা অজুহাতে নিজের দিকে মনোযোগ দেয়ার ফুরসত না পেলেও একাকিত্ব কাবু করতে পারে। তাই নিজের দিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরি। নিয়মিত ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস অনুসরনের মাধ্যমে মন ভাল রাখতে পারেন।

মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ান : অলস মস্তিস্কও একাকিত্বের কারণ। সবসময় আগ্রহের কাজের সঙ্গে সংযুক্ত থাকুন। প্রয়োজনে মস্তিষ্কের কিছু ব্যায়াম শিখে নিন। এভাবে একাকিত্বও দূর হয় অনেক।

সমাজসেবামূলক কাজ করুন : অন্যকে খুশি করার উপলক্ষ্য তৈরি করতে পারেন। আবার সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে সংযুক্ত করতে পারেন। চারদিকে এত নেতিবাচক খবর যে অনেকেই এমন আগ্রহ আর টিকিয়ে রাখতে পারেন না। সেক্ষেত্রে এমন কাজে যুক্ত হয়ে কিছুটা মন ভালো করা যেতে পারে।

অ্যাসিডিটির সমস্যায় ভুগছেন? সকালের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনুন

সবারই কমবেশি অ্যাসিডিটির সমস্যা থাকে। বিশেষ কিছু খাবার খেলে বুক জ্বালা, চোঁয়া ঢেকুরের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তখন ওষুধ খেয়েও নিস্তার মেলে না। অনেকেই অ্যান্টাসিডে নির্ভর করেন কিন্তু এমনটা করা উচিত নয়।

অ্যাসিডিটির সমস্যার পেছনে সকালে খালি পেটে খাদ্যাভ্যাসের কিছুটা প্রভাব থাকে। সময় থাকতেই এসব খাদ্যাভ্যাসে বদল আনা জরুরি। খালি পেটে চা-কফি : সকালে অনেকেই চা-কফি পান করে থাকেন। চা-কফি হজমে ব্যাঘাত ঘটায়। তাই খালি পেটে চা-কফি পান করলে অ্যাসিডিটির সমস্যা আরও বেড়ে যায়। বাজার চলতি ফলের রস : অনেকে সকালে উঠেই বাজারে পাওয়া যায় এমন ফলের রস খান। এসব রস খেলে শরীরের উপকার হবে ভেবেই খান অনেকে। কিন্তু এসব রসে শর্করার পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। ফলে ডায়াবেটিস আক্রান্তদের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি তো থাকেই, একইসঙ্গে সাধারণ মানুষের নানা শারীরিক সমস্যা হতে পারে। খালি পেটে এমন পানীয় খেলে অ্যাসিডিটির সমস্যা বাড়বেই।

সে তো বোঝা গেলো। তাহলে উপায় কি? বিশেষজ্ঞরা জানান, সকালে খালি পেটে সাধারণ পানি কিংবা হালকা গরম পানি খেতে পারেন। চাইলে ডাবের পানিও খাওয়া যায়। এরকম অভ্যাস গড়ে নিলে শরীর আর্দ্র থাকবে। তাছাড়া দেহ থেকে দূষিত পদার্থও দ্রুত বের হবে। অ্যাসিডিটির সমস্যাও অনেকটা কমে আসবে।

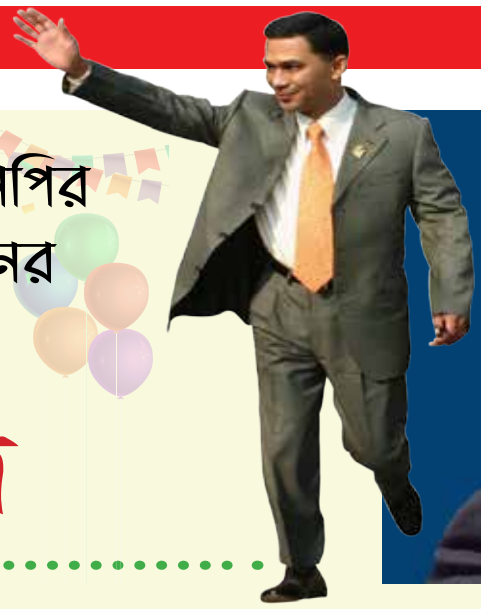

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের
৬৮তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে

বিশেষ ক্রোড়পত্র

রাষ্ট্র রূপান্তরে তারেক রহমানের নবতর ভাবনা

জহির উদ্দিন স্বপন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০বছর অতিক্রান্ত হলেও স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল চেতনা গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও মত প্রকাশের অধিকার আজো বাংলাদেশের মানুষের কাছে অধরা। গত ৫০ বছরে এদেশে ক্ষমতার পালা বদল করেছে বহুবার। এই সময় জনগণের স্বপ্ন পূরণের বদলে একদলীয় শাসন চাপিয়ে দিয়ে জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে স্বাধীনতার মাত্র ৩ বছরের মাথায়। জনগণের স্বাধীন মত প্রকাশের সকল পথকে রুদ্ধ করতে প্রথমেই আঘাত করা হয়েছে সংবাদপত্রের উপর। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের জনগণ সদ্যজাত একটি স্বাধীন দেশের প্রথম প্রহরেই ভয়ানক এক ফ্যাসিস্ট শাসকগোষ্ঠীর অপশাসনে নিষ্পেষিত হয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনে দায়িত্ব পেয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশ ফিরে পায় বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রত্যাশিত রাজনীতি। ফিরে পায় অর্থনৈতিক মুক্তির নতুন দিশা। শত্রুর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুতে থমকে দাঁড়ালেও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটের অধিকার প্রয়োগের প্রত্যাশিত ব্যবস্থা কার্যকরী হয়। যার মাধ্যমে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বেগম জিয়ার বিজয়ের মাধ্যমে দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়। এদেশের মানুষের বহুপ্রত্যাশিত জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর্যায়ক্রমিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা ধীরে ধীরে বাস্তবায়নের কর্মসূচি তাঁর নেতৃত্বে যখন এগিয়ে চলছিল ঠিক তখনই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রারম্ভিক সময়কালে যে রাজনৈতিক অপশক্তি বাংলাদেশকে একদলীয় শাসনের ঘৃণ্য কবলে ছুঁড়ে ফেলেছিল তারাই আবার দেশি-বিদেশি চক্রান্তকারীদের সাথে হাত মিলিয়ে ১/১১ এর ষড়যন্ত্র সৃষ্টির মত নানাবিধ ঘৃণ্য অপকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিয়ন্ত্রিত কণ্ডে ২০০৮ সালে রাষ্ট্রক্ষমতা ক্ষমতা দখল করেছে।

পরবর্তীতে সেই অপশক্তি মহাজোটের নামে একত্রিত হয়েছে এবং এই মহাজোটই হচ্ছে আজকের এই নিশিরাতের ফ্যাসিস্ট সরকার। ১৯৭১ সালে দেশের স্বাধীনতার জন্য আমাদের প্রিয় মুক্তিযোদ্ধারা যে আশা-আকাংখা নিয়ে, সাম্যবাদের যে মূলমন্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছেন, লক্ষ লক্ষ মা-বোন যারা সেই সময় ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, আজকের বাংলাদেশ যেভাবে একটি ফ্যাসিস্টগোষ্ঠীর নির্মম শাসনে পদদলিত হচ্ছে এই রকম আশা বা আকাংখার লেশমাত্র তাদের মাঝে ছিল না দেশকে নিয়ে।

ফলশ্রুতিতে যে চেতনা নিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধ নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে ঝাপিয়ে পড়েছিল আমাদের উত্তর প্রজন্ম সেই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রগঠনে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীন রাষ্ট্র ও

সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তর আজ পদদলিত হচ্ছে দখলদার ক্ষমতালোভী ফ্যাসিস্টগোষ্ঠীর হিংস্র ছোবলে। উপরন্তু, আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ, বিচারবিভাগসহ সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে সরকারি দলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ক্ষমতাসীন দখলদার শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রকে এমনই ভয়ংকর এক দানবীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাগনেটস্কি আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের এই অপরাধ ও অপরাধীদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে কত যোজন যোজন দূরত্বে অবস্থান করছে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ! গুম, খুন, নির্যাতন, ভোটাধিকার হরণ লুটপাট, সামাজিক পাচারের ঘটনা আজ সর্বজনবিদিত।

এ প্রেক্ষিত বিবেচনায় দেশ ও দেশের মানুষকে এখান থেকে উদ্ধার করতে দেশের ৫০তম সুবর্ণজয়ন্তীতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান ঘোষণা করেছেন রাষ্ট্র রূপান্তরের তার নবতর ভাবনা। যথাযথভাবেই তিনি চিহ্নিত করেছেন ক্ষমতাসীন সরকার কর্তৃক প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত রাষ্ট্র সঠিকভাবে মেরামতের মাধ্যমে রূপান্তর করতে না পারলে কেবলমাত্র অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত করলেই বাংলাদেশের জনগণের প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। আধুনিক জনকল্যানমুখী রাষ্ট্র গঠন করে জনগণের সেবাদান সুনিশ্চিত করতে চাইলে রাষ্ট্রকাঠামো ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আনতে হবে গুণগত পরিবর্তন। সংবিধানকে সামঞ্জস্য করতে হবে এই পরিবর্তনের সাথে। **রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ যথাক্রমে:**

১. আইনসভাকে জবাবদিহিতার সর্বোচ্চ প্রক্রিয়ায় আনার লক্ষে এক কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট ব্যবস্থার বদলে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

২.নির্বাহী বিভাগের প্রধানমন্ত্রীর সর্বময় ক্ষমতাসহ নির্বাহী বিভাগের সকল ক্ষমতাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার আইন ও প্রতিষ্ঠান তৈরি করার ভারসাম্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৩. বিচারবিভাগের ন্যায় পরায়নতা চর্চা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের নিয়োগ ও চাকরিবিধি নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। সকল ধর্মের প্রতি সম্মান রেখে ধর্মীয় মূল্যবোধকে জাতীয় সংস্কৃতির উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

উল্লেখিত, এই চিন্তাভাবনাগুলো আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের ৫০বছর পুর্তি উপলক্ষে স্বাধীনতা ও সুবর্ণ জয়ন্তী দিবসের অনুষ্ঠানে গত ২৮ মার্চ ২০২২ তারিখে ঘোষণা করার পর ২০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান পা রাখছেন তার ৫৮তম জন্মদিনে।

ইতোপূর্বে পালিত জন্মদিনের সঙ্গে এবারের জন্মদিনের পার্থক্য হচ্ছে ২০ নভেম্বর একজন প্রকৃত ও পরিপূর্ণ দেশনায়ক তারেক রহমানের জন্মদিন।

লেখক: আহ্বায়ক, বিএনপি মিডিয়া সেল ও সাবেক সংসদ সদস্য।

তারেক রহমান: বুক যার বাংলাদেশের হৃদয়

মার্শাল মুরাদ

পঙ্কিলতা আর সমস্যার আবর্তে আমার সোনার বাংলাদেশ। দেশের আপামর জনসাধরণের ভেতর এক ঘোর অনিশ্চয়তা জেঁকে বসেছে। চারিদিকে অনিয়ম-দুর্নীতি, শোষণ-বঞ্চনা, অত্যাচার-নিপীড়ণ আর নয়া দারিদ্রের কষাঘাতে দিনকে দিন ক্রমাবনতির দিকে পুরো জাতি এমনই এক অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তবুও আলোর সন্ধান করি ঝাপসা চোখে। দেখি ওই সূদুরে আলোর মশাল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমাদের কাণ্ডারি, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের সিংহপুরুষ, তারুণ্যের অহঙ্কার, হ্যামিলনের বংশীবাদক, কোটি তরুণ-যুবকের আইডল তারেক রহমান।

যিনি ক্ষনজন্মা পুরুষ; কিংবদন্তি নেতা ও রাষ্ট্রনায়ক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রক্তপ্রবাহ। ধ্বমনীতে যার বিশুদ্ধ দেশপ্রেম। দু'চোখজুড়ে যার বাঙলার মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তর। সাধারণ মানুষের উন্নয়নে হাজারো পসরা যার হৃদয়ের বন্দরে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে শহীদ জিয়াউর রহমানের আগমন যেমন ছিলো আকস্মিক ও অবিকল্প তেমনি রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমানও এদেশের জন্য অবিকল্প, তবে আকস্মিক নন।

তারেক রহমান বাংলাদেশের ভূমিপুত্র। শহর-বন্দর থেকে শুরু করে গ্রামীণ জনপদে যার বিচরণ ছিলো অত্যন্ত প্রাণোস্পন্দিত। ২০০১ সালে বিএনপি সরকার গঠন করার পর তিনি যেভাবে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরেছেন নিকট অতীতে বাংলাদেশের কোনো রাজনীতিবিদই তেমনটি করেননি। তিনি যেভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, তাদের সুখ-দু:খ, হাসি-আনন্দের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছেন তেমনটি দেশ স্বাধীনের পরেতো বটেই আগেও কেউ করেছেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না। মূলত তৃণমূলের সঙ্গে তারেক রহমানের যে আত্মার সম্পর্ক তার ভীত সে সময়ই রচিত হয়।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন, নির্লোভ ব্যক্তিত্ব, বিত্ত নির্মোহতা, সততা, সাহসিতকতা, ধৈর্য্য, সহনশীলতা, বিনয়ী ও ভদ্র আচরনের এক অনন্য অসাধারণ উদাহরণ। একজন সেনা নায়ক হয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে যাওয়ার অনন্য গুণাবলী তাকে উপমহাদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা-রাষ্ট্রনায়ক থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করে। তার জৈষ্ঠ্য পুত্র, বিএনপির

ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যেন পিতার জীবন্ত প্রতিকৃতি। শহীদ রাষ্ট্রপ্রতি জিয়াউর রহমানের দেশপ্রেম, সততা ও আদর্শিক রাজনীতির অনন্য মডেল। ঠিক সেই কারণে শহীদ জিয়াউর রহমানের মতো এ দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে তারেক রহমানের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। তারেক রহমান একদিনে মানুষের ভালবাসা জয় করেনি। মানুষের ভালবাসা আদায় করেছেন ভালোবাসার বিনিময়ে। তরুণ বয়সেই বগুড়ায় জাতীয়তাবাদী দলের প্রাথমিক সদস্য হিসেবে তারেক রহমান তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা করেন। তারই ক্রমানুসারে বিকশিত হন এই জাতীয়তাবাদের অদম্য সিপাহসালার। যার প্রমাণ রাখেন ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনে দলের বিজয়ে তাঁর তৎপরতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে তারেক রহমান দেশব্যাপী বিএনপি ও ছাত্রদলের তৃণমূল প্রতিনিধি সম্মেলন আয়োজনসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিএনপিকে অত্যন্ত শক্তিশালী দলে পরিণত করেন। শহীদ জিয়াউর রহমানের স্বপ্নের স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রত্যয়ে তার সেই তৃণমূল গঠন প্রক্রিয়া অত্যন্ত সাড়া জাগায়। দেশের আবালবৃদ্ধবণিতার মধ্যে দেশপ্রেমের নতুন ঢেউ খেলে যায়। তাকে একজন ভিশনারী দেশপ্রেমিক নেতা হিসেবে দেখতে শুরু করেন দেশ-বিদেশের বুদ্ধিজীবীরা। আর তখনই তিনি হয়ে ওঠেন দেশবিরোধী চক্রের প্রধান টার্গেট। তার বিরুদ্ধে শুরু হয় সংঘবদ্ধ প্রোপাগান্ডা। সাধারণ মানুষের অন্তরে তারেক রহমান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণ তৈরি করতে বিরোধী ওই শক্তি ব্যবহার করতে থাকে মিডিয়াকে। একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিককে নানান তকমা দিয়ে দেশের শত্রু বানানোর চক্রান্ত শুরু হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই চক্রান্তকে বুঝতে সময় নেয়নি।

ষড়যন্ত্র করে তারেক রহমানকে প্রবাসে রাখা হয়েছে বছরের পর বছর। কিন্তু সময় এসেছে সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে আবারো দেশের আপামর জনসাধারণের পাশে দাঁড়াবার। আবারো জেগেছে শহর-নগর-গ্রাম। আবারো বন্দরে ভিড়েছে দেশপ্রেমিক নাবিকের জাহাজ। জেগেছে তারুণ্য। জেগেছে শহীদ জিয়ার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ প্রবীনেরা। জেগেছে ছাত্র-যুবক, নারী-শিশুর দল। ফ্যাসিস্ট সরকারের হাজারো রকমের বাঁধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে গণসমবেশগুলো পরিণত হচ্ছে মুক্তির মিছিলে। এই মুক্তি গণতন্ত্র, ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা আর দাসত্বের শৃঙ্খলমুক্ত হতে। বুক যার বাংলাদেশের হৃদয়, সেই তারেক রহমানের জন্মদিনে প্রাণান্ত শুভেচ্ছা। প্রিয় নেতা জাতীয়তবাদের অভিভাবক আপনি দীর্ঘজীবি হোন।

লেখক: সাবেক ছাত্রনেতা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

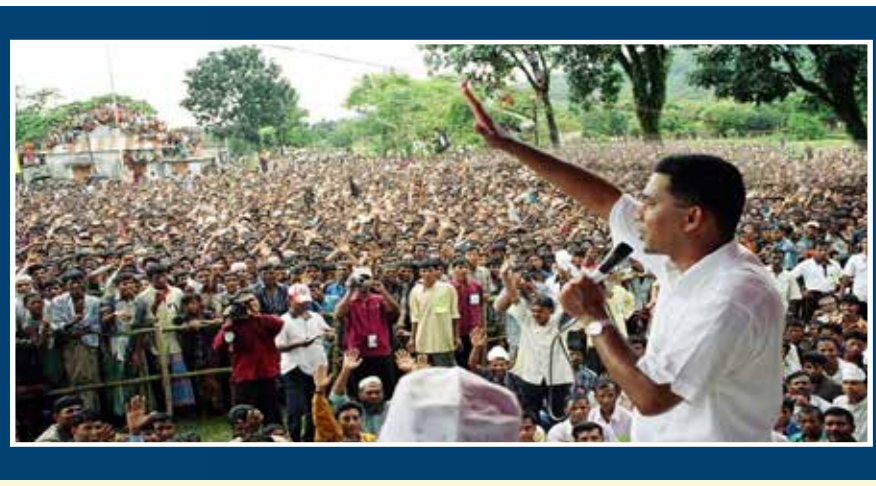

জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্যের প্রতীক তারেক রহমান

আশিক ইসলাম

তারেক রহমান। একটি আশা, একটি ভালোবাসা, একটি অধ্যায়, একটি পূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নাম। একজন ভিশনারী নেতা। সফল সংগঠক। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্যের প্রতীকের নাম তারেক রহমান। যিনি তাঁর আপনকর্মে, ন্যায় নিষ্ঠা সততা আর অপার পরিশ্রমে বাংলাদেশের মানুষের নয়নের মণিতে পরিণত হয়েছেন।

দেশপ্রেমী বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী শক্তিকে আলোর পথ দেখাতে, সুসংগঠিত করার কাজে তিনি ছুঁটে বেড়িয়েছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। দু'হাত প্রশারিত করে শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষকে ছুঁয়েছেন। হৃদয় দিয়ে মানুষকে অনুভব করেছেন। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল পর্যায় থেকে মজবুতভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন উন্নয়ন ও উৎপাদনের রাজনীতি। আগামী দিনের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো উজ্জ্বল বাংলাদেশের ছবি এঁকে দিতে চেয়েছেন সকলের চোখে। যে স্বপ্ন অলীক নয়, বাস্তবে সম্ভব। তারেক রহমান বিশ্বাস করেন, 'একটি উদ্যোগ, একটু চেষ্টা, এনে দিবে সবচ্ছলতা'।

এ কারণেই তারেক রহমান ছুটে গেছেন উদ্যোগী উদ্ভাবনী পরিশ্রমী তরুণের পাশে। অভাবী মেধাবি শিক্ষার্থী, দিনমজুর, কৃষক আবার সম্ভাবনাময় উদ্যোগক্তাদের কাছে। বাড়িয়ে দিয়েছে সহযোগিতার হাত। উষ্ণতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শীতার্ত হত দরিদ্র মানুষের পানে। থেকেছেন অসহায় আর্ত-পীড়িতের পাশে। মেডিক্যাল ক্যাম্প করে অন্ধের চোখে আলো দিয়েছেন। ছাগল, হাঁস, মুরগি বিতরণের মধ্য দিয়ে ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সারা বাংলাদেশে শুরু করেন দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি। একই কর্মসূচির আওতায় স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জলাধার পরিস্কার করে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। বাল্য বিবাহ এবং যৌতুক নিরুৎসাহিত করতে জন সচেনতা গড়ে তুলেন। যৌতুকবিহীন অসংখ্য বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে তারেক রহমান প্রথম রাজনৈতিক নেতা, যিনি বিশ্বাস করেন রাজনীতির জন্য চাই আধুনিক গবেষণা, সঠিক তথ্য-উপাত্ত পরিসংখ্যান কেন্দ্র। দেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হলে, দলের সকল স্তরে চাই ঐক্য, শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতা। মানুষের কল্যাণে নুতন আইডিয়া গ্রহণে চাই উদার মানসিকতা। প্রবীনের সাথে তরুণের সংমিশ্রণে চাই গতিশীল উন্নত বাংলাদেশ। পিতার আদর্শে, তারেক রহমান বিশ্বাস করেন, দেশের প্রতিটি মানুষের হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করতে হবে। সামাজিক বৈষম্য দূর করে সকলে মিলে সবচ্ছল বাংলাদেশ গড়তে হবে। আর তাই তারেক রহমানকে দেখা যায়, নয়া কৃষি আন্দোলনে। তাঁর উৎসাহে উদ্ভাবিত হয়েছে 'কমল' নামক অধিক ফলনশীল ধান বীজ। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহে, চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে স্থাপিত হয়েছে 'কমল পানি' প্রকল্প। বায়ু দূষণ এবং

পরিবেশের ভারসম্য উন্নয়নে দেশব্যাপী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং এর সকল অঙ্গ সংগঠন এবং একই সাথে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ২০০৪ সালে থেকে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি শুরু করা হয়। বছরের বিভিন্ন সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাস্থ্য ক্যাম্প, এজমা কেয়ার সেন্টার, ২০০৩ সালের ১৪ মে বগুড়ায় এবং ২০০৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে 'এজমা কেয়ার এন্ড প্রিভেনশন সেন্টার' গঠন করে নাম মাত্র মূল্যে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দেশব্যাপী প্লাস্টিক সার্জারি ক্যাম্প, বন্যা পূনর্বাসন, শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প, বয়স্ক শিক্ষা, শিশু শিক্ষা, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, ক্রীড়াঙ্গন কোথায় নেই তারেক রহমানের দীপ্ত পদচারণা? দেশের তথ্য প্রযুক্তির বিকাশে বাংলাদেশে এনেছিলেন মাইক্রোসফট দেবতা বিল গেটসকে।

তারেক রহমানের চিন্তা চেতনা অত্যন্ত স্বচ্ছ, আধুনিক এবং বাস্তবমুখী। 'রাজনৈতিক দর্শন যার যার, বাংলাদেশ আমাদের সবার' এই চিন্তা, এই মূলমন্ত্রের বীজ তারেক রহমান যখন সকলের মাঝে তুলে ধরতে ব্যস্ত তখন বাংলাদেশে নেমে আসে ১/১১'র কলঙ্কিত অধ্যায়। দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন বেগম খালেদা জিয়া, তারেক রহমান এবং জাতীয়তাবাদী শক্তির সকল স্তরের নেতা-কর্মী। ওরা চেয়েছিলো তারেক রহমানকে হত্যা করতে। চেয়েছিলো তারেক রহমানকে চীরজীবনের জন্য পঙ্গু করে দিতে। ওরা চেয়েছিলো তারেক রমানের চরিত্রে কলঙ্কের কালিমা লেপন করতে। ওরা দেশের মানুষকে ধোকা দিয়েছিলো। ওরা তারেক রহমানের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। অসংখ্য মামলা দিয়েছে। দেশ ছাড়া করেছে। কিন্তু একটি মামলাও প্রমাণ করতে পারেনি গত ১৫ বছরে। গ্রহনযোগ্য প্রমাণ দিয়ে তারেক রহমানকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারিনি। বরং দেশের মানুষের দোয়ায় এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে তারেক রহমান সুস্থ আছেন। দূরে থেকেও আজ দেশের মানুষের অতি আপনজন তিনি। অতি কাছের মানুষ তিনি।

দেশ প্রেম, ন্যায় নিষ্ঠা সততা স্বচ্ছতা আর পরিশ্রম গুণে তারেক রহমান আজ দেশপ্রেমী মানুষের অন্তরে। জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রতিটি সৈনিকের পাশে। প্রতিটি নেতা-কর্মীর হৃদয়ে। শ্লোগান পোস্টার আর ব্যানারে দেয়ালে। অবৈধ সরকার বিরোধি আত্মবিশ্বাসী প্রতিটি বজ্রকণ্ঠে। মিছিলে মাইকে জনসভায়। মানুষের আশায় ভালোবাসায়। জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্যে মননে মস্তিষ্কে। হৃদয়ে আবেগে অনুভবে। ভালোবেসে মানুষ তাকে ডাকেন 'দেশ নায়ক'। জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্যের প্রতীক।

২০ নভেম্বর ২০২২ তারেক রহমানের ৫৮তম জন্মদিন। অপেক্ষায় আছে বাংলাদেশ। ইনশাআল্লাহ্ আগামী জন্মদিন দেশবাসী পালন করবে নেতাকে সাথে নিয়ে একত্রে।

লেখক: সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সহকারী প্রেস সচিব।

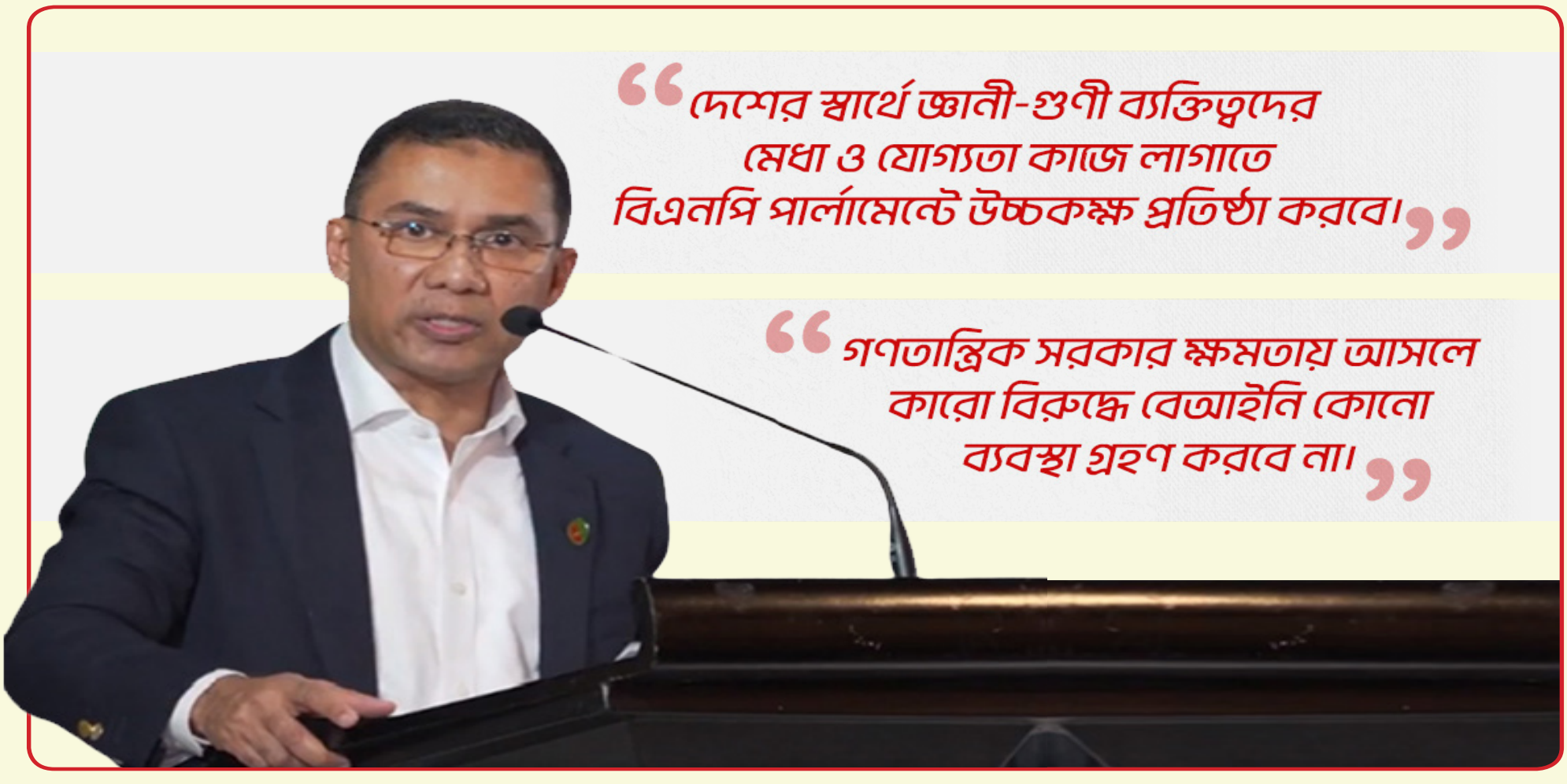

ইলিশ মাছের পাতুরি

উপকরণ: ইলিশ মাছ -৪ টুকরো, সরষে বাটা -২ চামচ, কলাপাতা -৪ টে, জিরের গুঁড়ো -১/২ চামচ, হলুদ গুঁড়ো -১/২ চামচ, চেরা কাঁচা লঙ্কা -৪ টে, নুন স্বাদ অনুযায়ী, চিনি -১/৪ চামচ, সরষের অথবা পছন্দের তেল -১.৫ চামচ

প্রস্তুতি: ইলিশ মাছের পিসগুলো ভালো করে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে রাখতে হবে। এবার কলাপাতাগুলোকে চৌকো করে কেটে, ভালো মতন পরিষ্কার করে নিয়ে দু পিঠে অল্প সরষের তেল মাখিয়ে রাখতে হবে। কলাপাতাগুলোকে একটু আগুনের উপর হালকা করে ধরে আগুনের আঁচ লাগিয়ে নিতে হবে। এতে পাতাগুলো সহজে ছিড়ে যাবে না। একটি বাটির মধ্যে ২ চামচ সরষে বাটা,২ চামচ তেল,১/২ চামচ হলুদ গুঁড়ো,১/২ চামচ জীরের গুঁড়ো ,১/৪ চামচ চিনি ও স্বাদ অনুযায়ী নুন দিয়ে মসলা মেখে নিতে হবে। এরপর আগে থেকে নুন, হলুদ মাখিয়ে রাখা ইলিশ মাছের পিস গুলোর সাথে মসলা ভালো করে মেখে নিয়ে ২০ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে।

এবার ১ টি মাছ কলা পাতার ওপরে রেখে, ১ টি কাঁচা লঙ্কা ও ১-২ চামচ গ্রেভি মাছের উপরে দিতে হবে। গ্যাসে ফ্রাইং প্যান বসিয়ে ২ চামচ তেল গরম করতে হবে। তেল গরম হয়ে গেলে, কলাপাতায় মোড়া ইলিশ মাছগুলো এর মধ্যে দিয়ে, কম আঁচে ঢাকা দিয়ে ৭-৮ মিনিট রেখে দিতে হবে। ৮ মিনিট পর, গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে দিয়ে, ৫ মিনিট ঢেকে রাখতে হবে। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল ইলিশ মাছের পাতুরি।

সরষে ইলিশ

যা যা লাগবে : ইলিশ মাছের টুকরা ৮/৯টি, সরিষা বাটা ৩ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুঁচি ১ কাপ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ আস্ত ৬/৭টি, হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ, তেল পরিমাণমত, লবণ স্বাদ অনুযায়ী ও লাল-সবুজ মরিচ ৭টি (সাজাবার জন্য)

প্রস্তুত প্রণালি: প্রথমেই ইলিশের টুকরাগুলো ভালভাবে পরিস্কার করে ধুয়ে নিন। এবার টুকরাগুলোতে হলুদ ও লবণ মাখিয়ে একটি পাত্রে রেখে দিন। অন্য একটি পাত্র চুলায় দিন। এবার তেল গরম করতে দিন। গরম তেলে পেঁয়াজ কুঁচি ভেজে নিন। ভাজা হয়ে এলে এর সাথে সরিষা বাটা এবং কাঁচা মরিচ বাদে অন্যান্য উপকরণগুলো একে এক যোগ করে কষিয়ে নিন। এবার মাখিয়ে রাখা মাছের টুকরাগুলো মসলার ওপর সাজিয়ে চুলায় দিন। সামান্য পানি দিয়ে মাছের টুকরা গুলো উল্টিয়ে দিন। এবার সরিষা বাটা এবং কাঁচা মরিচ যোগ করুন। সামান্য একটু পানি দিয়ে ঢেকে দিন। পানি শুকিয়ে এলে নামিয়ে নিন।

পরিবেশন: আস্ত লাল সবুজ কাঁচা মরিচ দিয়ে (বা ইচ্ছামত) সাজিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন গরম গরম সাদা ভাতের সাথে।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

ইলিশ বিরিয়ানি

বিরিয়ানি খেতে কে না পছন্দ করেন! সবসময় তো মুরগি বা গরু-খাসির মাংস দিয়েই বিরিয়ানি রান্না করে খেয়ে থাকেন। এবার না হয় তৈরি করুন ইলিশ বিরিয়ানি। খুবই সুস্বাদু খাবার এটি। আর তৈরি করাও যায় খুব সহজে। জেনে নিন রেসিপি-

উপকরণ : পোলাওয়ের চাল ৪০০ গ্রাম, ইলিশ মাছ ৬ টুকরা, পানি ঝারানো টক-মিষ্টি দই আধা কাপ, আদা বাটা আধা চা চামচ, মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা ১ টেবিল চামচ, বিরিয়ানির মসলা ১ টেবিল চামচ ও আস্ত এলাচ ৪টি, দারুচিনি ৩ টুকরা, তেজপাতা ২টি, লবঙ্গ ৩টি, লবণ স্বাদমতো, তেল বা ঘি ১ কাপ, কাঁচা মরিচ ৪/৫টি, আলু বোখারা ৪টি, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ ও কিশমিশ ১ টেবিল চামচ

পদ্ধতি : প্রথমে চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর ফুটন্ত গরম পানিতে লবণ দিয়ে চাল আধা সেদ্ধ করে নিন। তারপর ভাতের মাড় ঝরিয়ে আলাদা পাত্রে রাখুন। এদিকে মাঝারি আকারের টুকরা করে মাছ কেটে পরিষ্কার করে নিন। এরপর পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। এবার অর্ধেক তেল ও ঘিয়ের সঙ্গে সব উপকরণ মিশিয়ে নিন মাছের সঙ্গে।

অন্তত ১০ মিনিট মেরিনেট করে রাখুন মাছগুলো। একটি প্যানে ম্যারিনেট করা মাছ অল্প আঁচে ১০ মিনিট কষিয়ে নিতে হবে।

একটি পাতিলের মধ্যে পোলাও চালের ভাত দিয়ে তার উপরে সাজিয়ে দিন মাছগুলো। উপরে আলু বোখারা ও কাঁচা মরিচ দিয়ে দিন। ভাতের উপর আরও ছড়িয়ে দিন কিশমিশ, বাকি তেল ও ঘি। সবশেষে আলাদা করে রাখা ভাতের মাড় উপরে ঢেলে দিন। খেয়াল রাখতে হবে যেন মাড় ভাতের নিচে থাকে। অন্যদিকে সামান্য আটা মেখে পাতিলের ঢাকনা ভালোভাবে বন্ধ করে দিন।

ভাপা ইলিশ

ইলিশ মাছ ভাপা খেতে কে না ভালোবাসে! তাই আজকের মেনুতে নিয়ে চলে এসেছি ইলিশ মাছের ভাপা রেসিপি। যা দই দিয়ে মাত্র কয়েক মিনিটে বানিয়ে ফেলতে পারেন যে কেউ।

যা লাগবে: ইলিশ মাছ ৪ টুকরা, হলুদ সরিষা ৩ চা চামচ , কালো সরিষা ২ চা চামচ , লঙ্কা গুঁড়ো পরিমাণ মতো, হলুদের গুঁড়া ১ চা চামচ, লবণ পরিমাণ মতো, সরিষার অথবা পছন্দের তেল ২ টেবিল চামচ ও কাঁচা লঙ্কা ৫ টি

প্রণালী: সরিষা বেটে নিন। বাটার সময় খানিকটা লবণ ও কাঁচামরিচ দেবেন। এতে সরিষা বাটা তেতো হবে না। মাছের টুকরা লবণ ও হলুদ দিয়ে মেখে রেখে দিন কিছুক্ষণ। একটি ছড়ানো বাটিতে তেল, সরিষা বাটা, হলুদ, লবণ ও লঙ্কা গুঁড়া দিন।কাঁচা লঙ্কার মুখ চিড়ে দিয়ে দিন। মেখে রাখা মাছ দিয়ে দিন মশলার মিশ্রণে। হাত দিয়ে মশলা মেখে নিন মাছের টুকরায়। সামান্য জল দিয়ে বাটি ঢেকে রাখুন বাটি। বাটির মুখ ফয়েল পেপার দিয়ে আটকে দিতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। ১৫ মিনিট এভাবেই রাখুন। একটি গভীর প্যান বা হাঁড়িতে জল গরম করুন। পানি ফুটে ওঠার আগেই মাছসহ বাটি জলের মধ্যে বসিয়ে দিন। মিডিয়ামের চাইতেও একটু কম থাকবে চুলার জ্বাল। বাটি যেন অর্ধেক অংশ পর্যন্ত পানিতে ডুবে থাকে। উপরে একটি কাপড় দিয়ে দিন। এতে উপর থেকে তাপ বের হতে পারবে না। ১৫ থেকে ২০ মিনিট এভাবেই রাখুন। বাটির মুখ খুলে দেখুন উপরে তেল ভেসে উঠেছে কিনা। তেল ভেসে উঠলে হয়ে গেছে ভাপা ইলিশ রান্না। নেড়েচেড়ে পরিবেশন করুন গরম ভাতের সঙ্গে।

বিশেষ টিপস: ভাপা বানানোর সময় মাছ একবার খুব সাবধানে উল্টে দিলে সঠিক মাত্রায় সেদ্ধ হয়।রান্না হয়ে যাওয়ার পর সরষের তেল সামান্য পরিমান উপর থেকে ছড়িয়ে ৫ মিনিট ঢেকে তারপর পরিবেশন করুন।গরম গরম ভাত ছাড়া এই ইলিশ দই ভাপা আর কিছুর সাথে ভালো রাখে না। ইলিশ মাছ বাসি খেলে স্বাদ দ্বিগুণ হয়। কিন্তু দই দিয়ে বানালে ফ্রেশ খেলে এর স্বাদ বেশি ভালো লাগে। বাসি খেলে টকে যায় এই রেসিপি।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

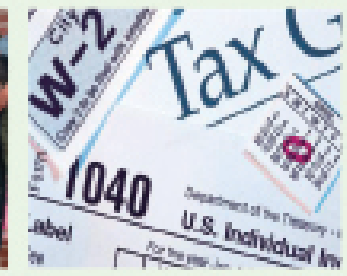

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

খলিল স্পেশাল
থ্যাংকসগিভিং হালাল টার্কি

Khalil Biryani House | Khalil Halal Chinese

আমরা থ্যাংকসগিভিং ডে'র জন্য

টার্কির অগ্রিম অর্ডার নিচ্ছি

$120 LARGE

$100 MEDIUM

KHALIL BIRYANI HOUSE
1457 UNIONPORT ROAD
BRONX. NY 10462
(718) 409-6840

KHALIL HALAL CHINESE
2062 MCGRAW AVENUE
BRONX. NY 10462
(646) 763-5073

FOR ILLUSTRATION PURPOSE ONLY

ORDER NOW

(646) 463-5073

khalilsfood.com

সুস্বাদু খাবার | স্বাস্থ্যসম্মত খাবার | সার্টিফাইড শেফ

100% GUARANTEE حلال HALAL

DINE IN | DELIVERY | CATERING

+1 646-763-5073

আমাদের সন্তানদের জীবনের লক্ষ্য অপরাধ জগতের ‘বড় ভাই’ হওয়া

১৮ পৃষ্ঠার পর

ইলেকট্রনিকস ডিভাইস তুলে দিচ্ছেন। শিশু-কিশোররাও যেকোনোভাবে তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। কারণ, এগুলোর মাধ্যমে তারা টিকটক, পাবজি, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, লাইকির মতো অ্যাপ ব্যবহার করে। এসব অ্যাপকে কেন্দ্র করেও নতুন করে গ্যাং গড়ে তোলে।

কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) সূত্র জানিয়েছে, গ্রেপ্তারকৃত কিশোরদের ভাষ্য, ভিডিও গেমস খেলতে খেলতে তাদের মধ্যে অস্ত্র চালানো শেখার ইচ্ছা জেগেছে। এরপরই জঙ্গিগোষ্ঠীর খপ্পরে পড়ে তারা ঘর ছাড়ে। কিশোররা কেন এত বেশি হারে অপরাধে জড়াচ্ছে, তা নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা নেই এবং একে প্রতিহত করার নীতিমালা নেই। শুধু ঢাকা শহরেই ৭০-৭৫টি কিশোর গ্যাংয়ের কথা বলা হচ্ছে। এদের আলাদা নাম ও পরিচিতি আছে। আর সারা দেশে এই গ্যাংয়ের সংখ্যা ৫ শতাধিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক এবং সমাজ ও অপরাধ গবেষক তৌহিদুল হক সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করেছেন, কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা যখন দেখে, তাদেরকে ব্যবহারকারীরা গণ্যমান্য, পুলিশসহ প্রশাসনের লোকজনের সঙ্গে ওঠাবসা করেন, তখন তারা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তাদের বয়স কম হওয়ায় পরিণতির কথা চিন্তা না করে যেকোনো ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এটা এখন আমাদের একটি বড় সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে।

কেন কিশোররা আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়াচ্ছে? রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজ কিংবা পরিবার কী করছে কিশোরদের জন্য? শিশুদের অপরাধে জড়িয়ে পড়া বিষয়ে গবেষণা কি হচ্ছে? হলে সেই গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী কি শিক্ষা কার্যক্রমকে সাজানো হচ্ছে? শিশু একাডেমি ও শিল্পকলা একাডেমি, গার্লস গাইড ও বয় স্কাউট বা শিশু সংগঠনগুলো কোথায়? কিশোর উন্নয়নে অনেকগুলো পক্ষের সম্পৃক্ততা থাকতে হবে, নয়তো কোনো লাভ হবে না।

সামাজিক বন্ধন অনেক জোরালো করতে হবে, আর এখানেই আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। সময় দিতে হবে সন্তানদের। শিশুর অপরাধী হওয়া এবং অপরাধী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে ভাবতে হবে। শিশু নিজে নিজে অপরাধী হয় না, তাকে অপরাধী বানানো হয়।

শিশুরা গুরুতর অপরাধ করলে যেন তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যায়, এ জন্য শিশুদের বয়স ১৮ বছর থেকে কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যেখানে বলছে, কিশোর অপরাধের ঘুড়ির সুতা ধরে রেখেছে গডফাদাররা, সেখানে আইন সংশোধন করে বয়স কমানোর এই প্রস্তাব বুমেরাং হবে। সেইসঙ্গে সেটা হবে চরম নির্বুদ্ধিতা। এর ফলে কিশোর অপরাধ তো কমবেই না, উপরন্তু বাল্যবিয়ে ও শিশুশ্রম বহুগুণ বেড়ে যাবে। - শাহানা হুদা রঞ্জনা, সিনিয়র কোঅর্ডিনেটর, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, দ্য ডেইলি স্টারের সৌজন্যে

রাজনীতির গতিপথ ও আশা-দুরাশার ভবিষ্যৎ

১৬ পৃষ্ঠার পর

এবং ঘটনাটি যে ব্যতিক্রম তাও বলা যাবে না। এরকমের ভালোমানুষির দৃষ্টান্ত প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যাবে। কিন্তু ভালো মানুষেরা তো দুর্বল, তাদের ক্ষমতা নেই, তারা বিচ্ছিন্ন, একাকী এবং গোটা ব্যবস্থাটা তাদের বিরুদ্ধে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব অসাধুদের হাতে। তবে ভালো মানুষরা পারেন যখন তারা একত্রিত হন। মানুষ একত্রিত হয়েছিল বলেই আইয়ুব খানের পতন, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। ভালো মানুষরা একত্রিত হয়ে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। এমন উদাহরণ কি স্বাধীন বাংলাদেশেও আমাদের সামনে নেই? আছে এবং আশা তো সেখানেই। শিক্ষাবিদ ও সমাজ বিশ্লেষক

বাংলাদেশে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা নিয়ে কেন এত উন্মাদনা

২৫ পৃষ্ঠার পর

অর্থাৎ স্বাধীনতারও আগে থেকে ক্লাব ফুটবল বেশ জনপ্রিয় ছিলো এই অঞ্চলে। সেটা অব্যহত ছিলো ৯০ এর দশক পর্যন্ত।

বর্তমান প্রজন্মের কাছে ব্যাপারটা একটু অবিশ্বাস্যই মনে হতে পারে। অথচ সে সময় আবাহনী-মোহামেডানের একটা ম্যাচকে কেন্দ্র করে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যেত পুরো দেশ। বাড়িতে বাড়িতে উড়তো দুদলের পতাকা। খেলাকে কেন্দ্র করে ঝগড়াঝাটি, এমনকি মারামারি পর্যন্ত হতো আবাহনী-মোহামেডান সমর্থকদের মধ্যে।

কিন্তু ফুটবল কর্তাদের সূদুর প্রসারী কোনো পরিকল্পনা না থাকায়, কালের পরিক্রমায় হারিয়ে গেছে বাংলাদেশের ক্লাব ফুটবলের সেই সোনালী অধ্যায়। স্তিমিত হয়ে গেছে ঘরোয়া ফুটবল নিয়ে সাধারন মানুষের উন্মাদনা। কিন্তু নিজেদের রক্তে ফুটবলের মোহনীয় জাদুর যে স্পর্শ সেসময় পেয়েছিল বাঙালি, তা কি কখনো ভোলা যায়? একদমই না।

আমার ধারনা ফুটবল নিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের এই উন্মাদনা তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়ার মূল কারিগর আর্জেন্টিনার দিয়েগো ম্যারাডোনা। তবে তার সঙ্গে আরও একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা টেলিভিশনে খেলা দেখানো। এ নিয়েই সেদিন কথা হচ্ছিলো ফুটবল কোচ সাইফুল বারী টিটুর সঙ্গে। তিনি তার স্মৃতি হাতরে মনে করছিলেন সেসব দিনের কথা। বলছিলেন, বিটিভির পর্দায় ১৯৮২ সালের সেই বিশ্বকাপ এখনো চোখের সামনে ভাসে। একদিকে আর্জেন্টিনার ম্যারাডোনা, অন্যদিকে ব্রাজিল দলে জিকো, সক্রেটিসের মতো ফুটবলারদের নৈপুণ্য। সঙ্গে ঐ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন দল ইতালির পাওলো রসির খেলা এখনো নাকি স্পষ্ট দেখতে পান সাইফুল বারী টিটু।

তবে তার মতে, এসব খেলোয়াড়দের বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে টেলিভিশন।

টিটুর সঙ্গে আমিও পুরোপুরি একমত। আমার কাছে সবসময়ই মনে হয়, ম্যারাডোনার সেই চোখ ধাঁধানো নৈপুণ্যের সঙ্গে, ব্রাজিলের শৈল্পিক ফুটবল। সবমিলিয়ে লাতিন ফুটবলের প্রতি আরো বেশি বুদ হয়ে যায় বাংলাদেশিরা।

পেলে-ম্যারাডোনার রেখে যাওয়া সেই ব্যাটন উঠেছে লিওলেন মেসি আর নেইমারদের হাতে। যাদের পায়ের যাদুতে তাবত পৃথিবীর ফুটবলপ্রেমীদের মতোই মুগ্ধ বাংলাদেশিরা।

তারপরও মনে একটা প্রশ্ন চলেই আসে। তা হলো, মেসি অনেক বড় খেলোয়াড় তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু ম্যারাডোনার যে জাদু সেটাকে কি ছাপিয়ে যেতে পেরেছেন মেসি? আবার সাফল্যের প্রয়োজনে মাঠের সেই শৈল্পিকতাকে বিদায় জানিয়েছে ব্রাজিল। তারপরও কেন, বাংলাদেশের মানুষ এতোটা আবেগী এই দুটো দলকে নিয়ে। এর কয়েকটি যুক্তিযুক্ত কারণও আছে।

প্রথমত, দেশের ফুটবলে বলার মতো সাফল্য নেই। আবার নিকট ভবিষ্যতে যে সাফল্য আসবে তার ছিটেফোঁটা কোন লক্ষণও নেই। আবার দেশের ক্লাব ফুটবলের অবস্থাও বিবর্ণ, আকর্ষণহীন। ফলে দৈনন্দিন জীবনে নানামুখী সমস্যার সঙ্গে লড়াই করতে থাকা আমার মতো অসংখ্য মানুষ বিনোদনের উপায় খুঁজতে গিয়ে সারাবছর রাত জেগে দেখি ইউরোপের ক্লাব ফুটবল। আর চার বছর পরপর আসা বিশ্বকাপ তো আমাদের কাছে রীতিমতো ঈদের আনন্দের চেয়ে বেশি মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, কাগজে কলমে বাংলাদেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকলেও, বাস্তবতা পুরোপুরি উল্টো। মন খুলে রাজনীতি, ধর্ম কিংবা নিজের সমস্যা নিয়ে কথা বলতেও আমরা ভয় পাই। অথচ দলমতের ভেদাভেদ ভুলে সবাইকে এক কাতারে দাঁড় করাতে পারে শুধুমাত্র ক্রিকেট আর ফুটবলই। শুধু তাই না, ঘোরতর শত্রুর সামনেও গলা উচিয়ে জানাতে পারি নিজের পছন্দ আর অপছন্দের কথা।

আবার জাতিগত ভাবে আমরা বাংলাদেশিরা এমনিতেই খানিকটা উৎসব প্রেমী। উপলক্ষ পেলে, হাজারো সমস্যার মধ্যেও, আনন্দ খুঁজি নানাভাবে। যা অবশ্যই ইতিবাচক। তাই চার বছর পরপর আসা এই বিশ্বকাপ যদি কিছুসময়ের জন্যে হলেও কমিয়ে আনে শত্রু আর মিত্রের দূরত্ব, তবে আনন্দেই কাটুক না আগামী একমাস। তাতে জয় হবে ফুটবলেরই। - সূত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

নজর কাড়ছে সিরাজগঞ্জে ‘ব্রাজিল বাড়ি’

২৫ পৃষ্ঠার পর

সমর্থকদের টি-শার্ট বিতরণ করছেন। ব্রাজিল বাড়ি দেখতে আসা শিক্ষার্থী, যুবক ও পেশাজীবীদের সঙ্গে কথা বললে তারা বলেন, লিটন সরকারের এই বাড়িটি দেখতে খুবই সুন্দর। তিনি সুন্দর করে ব্রাজিলের পতাকার রঙে বাড়িটি সাজিয়েছেন। তার বাড়ি দেখেই মনে হবে তিনি ব্রাজিলের একনিষ্ঠ একজন ভক্ত। রাজিল বাড়ি দেখতে এসে উচ্ছ্বসিত পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানির কর্মচারী আবু আলী বলেন, ‘এবার ব্রাজিল কাপ নেবে। ব্রাজিল একটি শক্তিশালী দল, এ দলকে এবার কেউ হারাতে পারবে না।’ প্রিয় দলের জন্য শুভ কামনা জানিয়ে স্কুলছাত্র সোহান বলেন, ‘শিশুকাল থেকে ব্রাজিলের খেলা দেখি, ইনশাল্লাহ এবারও সব খেলা দেখব।’

আর্জেন্টিনার সমর্থক এক কলেজছাত্র বলেন, ‘আমি আর্জেন্টিনার সাপোর্টার হলেও লিটন সরকারের এই বাড়িটি দেখতে ভালো লাগে। তবে আমি চাই আর্জেন্টিনা কাপ জিতুক।’ অভি এন্টারপ্রাইজের চালক শরীফ বলেন, ‘আমার মহাজন ব্রাজিল ভক্ত। তিনি ব্রাজিলের জন্য ব্যানার ফেস্টুন দিয়েছেন। আমরাও ব্রাজিল ভক্ত। আমরা ব্রাজিলের জয় চাই।’ ব্রাজিল বাড়ি ও ব্রাজিল গাড়ির মালিক লিটন সরকার বলেন, ‘ব্রাজিলের খেলা ভালো লাগে, ছোট থেকেই ব্রাজিলের খেলা দেখি। আমি ব্রাজিলকে ভালোবাসি। আমি ব্রাজিলের গেঞ্জি বানিয়েছি, ব্রাজিল বাড়ি করেছি, ব্রাজিল গাড়ি করেছি, ঢাকা টেকনিক্যাল মোড়ে বিশাল বিশাল ব্যানার লাগিয়েছি। সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে পতাকা লাগিয়েছি। আমি আশাবাদী ব্রাজিল এবার ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপ নেবে।’- সূত্র কালবেলা

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

$২২ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮, ৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

Jamaica Office
87-54 168 Street
Jamaica, NY 11432

২য় তলায় ২০৪ নম্বর রুম

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com
Web. immigrantelderhomecare.com

আবেগ চাইছে মেসিকে, ফুটবল-বুদ্ধি বলছে ইউরোপ জিতবে

২৪ পৃষ্ঠার পর

মেসি এবার জীবনের সেরা খেলা খেলতে চাইবেন। কারণ, ক্লাব ফুটবলে সেরা হলেও বিশ্বকাপে সেরা হতে না পারার যন্ত্রণা ভয়ংকর।

কিন্তু আমার ফুটবল বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা বলছে, ইউরোপের কোনো দল বাজিমাত করবে। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, স্পেন, জার্মানি-সহ ইউরোপের দেশগুলো অঙ্ক কষে মাঠে নামবে। মেসিদের থামানোর অঙ্ক। তাদের পাস অ্যান্ড গো, তাদের প্রতিটি ম্যাচে সাত-আট কিলোমিটার দৌড়, ম্যান টু ম্যান মার্কিং, উঠেনেমে সারা মাঠজুড়ে খেলে যাওয়া, মাঝেমধ্যে স্কিলের ঝলক, তার সঙ্গে মেসিরা বল ধরলেই তাদের স্কিল বিফল করে দেয়ার রণকৌশল সব তাদের ঝুলিতে থাকবে।

তারপরেও মেসিরা সফল হতেই পারেন। কারণ, তারা মহান প্লেয়ার। তবে সেই কাজটা খুব শক্ত। তাই আমরা যতই চাই না কেন, পরপর পঞ্চমবারও যদি বিশ্বকাপ ল্যাটিন অ্যামেরিকার কোনো দেশের হাতে না ওঠে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

শেষে একটা কথা বলি, ভারত, বাংলাদেশের মতো দেশের ফুটবলারদের দেখে দুঃখ হয়।

তাদের স্কিল আছে, টাচ আছে, যেটা নেই তা হলো অর্থ, ঠিকভাবে ফুটবলার হওয়ার মতো বেড়ে ওঠা। পিকে, চুনী, বিজয়নদের স্কিল কম ছিল? তারপরেও ভারতীয় ফুটবলের দৈন্যদশা ঘুচলো না। আমাদের ফুটবলে পয়সা নেই। ক্রিকেটে আছে বলে সবাই সেদিকে ঝোঁকে। আমাদের ফুটবলাররা পড়ে থাকেন অন্ধকারে। ইউরোপের নজর আফ্রিকার দিকে, ল্যাটিন অ্যামেরিকার দিকে পড়ে। ক্লাবগুলি সেখান থেকে বাচ্চা ফুটবলারদের সংগ্রহ করে।

বৈজ্ঞানিকভাবে তারা ফুটবলার হিসাবে বেড়ে ওঠে। আমরা পিছিয়ে পড়ি। ক্রমাগত পিছোতেই থাকি। বিশ্বকাপ এলে অন্যদের খেলা দেখে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। (সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুলিখন) প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক, অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত। - সুব্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

বাংলাদেশে ব্যাংকে আমানত সুরক্ষা নিয়ে সাধারণ গ্রাহকদের উদ্বেগ

১২ পৃষ্ঠার পর

ঋণখেলাপিরা বার বার সুযোগ নিচ্ছে। এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে গ্রাহকের স্বস্তি আসবে। হঠাৎ করে এমন পরিস্থিতি তৈরির পেছনে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আমানতের ঝুঁকি তখনি সৃষ্টি হয় যখন ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়।

এ মুহূর্তে ব্যাংক বন্ধের কোনো কারণ নেই। তবে এ আতঙ্কের বড় কারণ হলো ডলার সংকট। বাণিজ্য ঘাটতি, রপ্তানি ও রেমিট্যান্স কমে যাওয়া। বাড়ছে হুন্ডি, যার প্রভাব পড়ছে রিজার্ভের ওপর। ফলে প্রয়োজনীয় এলসি খোলা যাচ্ছে না। বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারি ব্যাংকের বাইরে এলসি খোলার ডলার যোগান দিচ্ছে না। এসবের জন্য আতঙ্ক তৈরি হতে পারে। এখানেই আমানতকারীদের মধ্যে ভুল বার্তা যাচ্ছে।

বেসরকারি ব্যাংকের একাধিক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইত্তেফাককে জানিয়েছেন, চলতি বছরের শুরু থেকে গণমাধ্যমে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশ পাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর যোগদানের পরপর দুটো সংবাদ সম্মেলনে ১০টি ব্যাংক দুর্বল অবস্থায় আছে বলে জানিয়েছেন। এটি গণমাধ্যমে ফলাওভাবে প্রচার হয়েছে। বৈশ্বিক মন্দার আশঙ্কা রয়েছে। মানুষ সঞ্চয়পত্র ভেঙে ফেলছেন।

ব্যাংক থেকে আমানতে ভালো সুদ পাওয়া যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে গ্রাহকদের মনে আস্থাহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে একটি গোষ্ঠী। অনেক ইউটিউবার অনলাইনে আর্থিক খাতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ করছেন, যাদের এ বিষয়ে কোনো ধারণাই নেই। এসব বিভিন্ন কারণে গ্রাহকরা ব্যাংকে টাকা রাখবেন কি রাখবেন না ব্যাংকে ব্যাংকে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছেন।-সৌজন্যে ইত্তেফাক

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA | CMA | CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

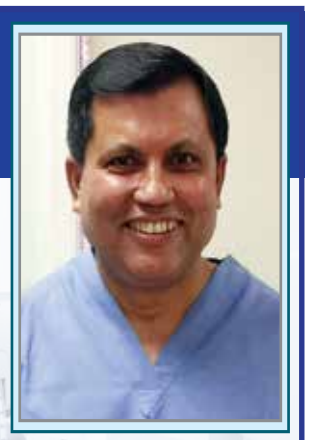

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP | Member of AICPA | naea | NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

কক্সবাজারের সুপারির কদর বাড়ছে, হচ্ছে রপ্তানি, আড়াইশ কোটি টাকা আয়ের সম্ভাবনা

১৩ পৃষ্ঠার পর

উপজেলায় ৪৫০ হেক্টর, মহেশখালীতে পাঁচ হেক্টর, চকরিয়ায় ছয় হেক্টর, কুতুবদিয়ায় তিন হেক্টর ও পেকুয়ায় ছয় হেক্টর ভূমিতে সুপারি চাষের আওতায় এসেছে। এসব জমিতে প্রায় এক কোটি ২৮ লাখ সুপারির গাছ থেকে উৎপাদন আসছে।

তিনি জানান, হিসাব মতে প্রতি হেক্টরে সাড়ে তিন থেকে চার টন সুপারি উৎপাদিত হয়েছে। সে অনুপাতে এবারের ফলন উঠবে প্রায় ১৩ হাজার মেট্রিক টন। প্রতিপণ (৮০ পিস) বা কেজি প্রতি সুপারি বিক্রি হচ্ছে প্রায় ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকায়। সে হিসাবে এবারে সুপারি বিক্রি করে আয় হবে প্রায় ২৪৫-৩০০ কোটি টাকার মতো। গত মৌসুমে সুপারি চাষের আওতায় ছিল ৩৪০০ হেক্টর জমি।

ঈদগাঁও এলাকার সুপারি ব্যবসায়ী মোজাম্মেল হক বলেন, আশির দশকে পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার থেকে বৈধ-অবৈধ পথে শুকনা সুপারি এদেশে আসতো। এতে হাট-বাজারে মিয়ানমারের সুপারি সয়লাব হতো বলে দেশীয় সুপারি কম বাজারজাত হতো। এতে ছোট-বড় চাষিরা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হতো বলে নিরুৎসাহিত হয় স্থানীয়রা। কিন্তু ১৯৯১ সালে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা এদেশে আশ্রয় নেয়ার পর সে দেশ থেকে সুপারি পাচার কমতে থাকে। এদিকে স্থানীয় সুপারির চাহিদা বাড়তে থাকে। গত ২০১৭ সালে আবারও রোহিঙ্গা আশ্রায় নেয়া পর সুপারির চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে দামও বেড়ে যায়। ফলে পরিত্যক্ত জমিগুলোতে সুপারির চাষ বাড়িয়ে দেয় স্থানীয়রা।

উখিয়ার সোনার পাড়ার আব্দুস সালাম জানান, অগ্রহায়ণ ও কার্তিক মাস সুপারির ভরা মৌসুম। এবারে আশ্বিন মাসের শেষের দিকে বাজারে সুপারি আসতে শুরু করে।

জালিয়াপালং ইউনিয়নের সোনার পাড়া, ইনানী, নিদানিয়া, মাদার বুনিয়া, ছেপট খালী, মনখালি এলাকায় রত্নাপালং, রাজাপালং, পালংখালী হলদিয়া পালং ইউনিয়নে অসংখ্য সুপারির বাগান রয়েছে। একইভাবে টেকনাফের শাপলাপুর, বাহারছড়া, হোয়াইক্যং, হ্নীলা টেকনাফ সদরসহ বিভিন্ন গ্রামে সুপারি বাগান দৃশ্যমান। এসব গ্রাম থেকে সংগ্রহকরা পাকা সুপারিতে সয়লাব হয়ে আছে সোনারপাড়া, শাপলাপুর বাজার। এ মৌসুমে বাহারছড়ায় বিশাল সুপারিন হাট বসছে।

ব্যবসায়ী শাকের উদ্দিন সাগর ও আবুল কালাম জানান, এ বছর সুপারির প্রতি পোন (৮০টি) ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা এবং প্রতি কাউন (১,২৮০টি) সর্বোচ্চ সাড়ে ৫ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তবে মানভেদে দাম আরও বেশি পাওয়া যাচ্ছে।

উখিয়ার পান-সুপারি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সুলতান আহমদ জানান, প্রতি মৌসুমে উখিয়া-টেকনাফের বিভিন্ন হাটবাজার হতে সুপারি ঢাকা-চট্টগ্রাম-রাজশাহী ও কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন আড়তে চলে যায়। ওই সব সুপারি প্রক্রিয়াজাত হয়ে রপ্তানির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে। অর্থকরী ফসল পান ও সুপারি উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল এ দু'উপজেলার সাত হাজারেরও বেশি পরিবার রয়েছে। এছাড়া এ বছর দু'উপজেলায় প্রায় শত কোটি টাকার সুপারি বাজারজাত হবে বলে আশা করছি আমরা।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কক্সবাজারের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ মো. কবির হোসেন বলেন, মৌসুমী অর্থকরী ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত করতে মাঠ পর্যায়ে কৃষি কর্মকর্তাদের তৎপরতায় এ জেলায় সুপারির বাম্পার ফলন হয়েছে। এ মৌসুমে প্রায় তিনশ কোটি টাকার সুপারি বিক্রয়ের আশা রাখছি। কৃষকেরা লাভবান হওয়ায় এলাকাভিত্তিক সুপারি চাষ ক্রমশ বাড়ছে। এতে উৎপাদনমুখী হচ্ছে অকৃষি পরিত্যক্ত জমিগুলো। সবধরনের কৃষিপণ্য উৎপাদন বাড়াতে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।-সৌজন্যে ইত্তেফাক

৯ মাসে বাংলাদেশে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩১ হাজার কোটি টাকা

১২ পৃষ্ঠার পর

ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, আইসিবি ইসলামী ও বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক রয়েছে। পরিমাণ কম থাকলেও শতাংশ বিবেচনায় খেলাপি ঋণ অনেক বেশি রয়েছে এসব ব্যাংকে। এর মধ্যে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের মোট ঋণের ৯৭ দশমিক ৯০ শতাংশই খেলাপি। ব্যাংকটির ১ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে ১ হাজার ৩৫৪ কোটি টাকা খেলাপি। আইসিবি ইসলামী ব্যাংকের ৮৩ দশমিক ২০ শতাংশ বা ৬৮০ কোটি খেলাপি। আর বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকের ১ হাজার ৫৩ কোটি টাকা বা ৪৫ দশমিক ৪২ শতাংশ খেলাপি। সূত্র : বাংলা ভিশন টিভি

বিশ্বজুড়ে প্রধান অর্থনীতিগুলো মন্দায় পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে

১৩ পৃষ্ঠার পর

রফতানি নিষেধাজ্ঞাগুলো পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করার আহ্বান জানাচ্ছি। বর্তমানে সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতেও এমন নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকা অনাকাঙ্ক্ষিত। এ পদক্ষেপ খাদ্যের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং দরিদ্র দেশগুলোকে বিপর্যস্ত অবস্থায় ফেলে দিচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে নানা নেতিবাচক পরিস্থিতির মধ্যেও ভালো খবর হলো মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠকে বসা। বিষয়টি উল্লেখ করে এনগোজি ওকোনজো-আইওয়েলা বলেন, অনেকেই বড় এ ঘটনা নিয়ে কথা বলছেন না। কিন্তু এটি সর্বদা ভালো যখন বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনীতির রাষ্ট্রপ্রধান একে অন্যের সঙ্গে কথা বলেন। এটি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ঠিক করার পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলেও মত প্রকাশ করেন তিনি।

ওকোনজো-আইওয়েলা জানান, তিনি খুব আশাবাদী যে এখন ডব্লিউটিওর বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার সংস্কারে কিছু অগ্রগতি হবে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য বিরোধ নিরসনে আপিল সংস্থার বিচারক নিয়োগ কার্যক্রমে বাধা দেয়ায় ২০১৯ সাল থেকে এ কার্যক্রম স্থবির অবস্থায় রয়েছে।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র অনানুষ্ঠানিক পর্যায়ে অন্য সদস্যদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করছে। মার্কিন নেতাদের বিষয়টিতে যুক্ত হওয়ায় আগামী বছরের শুরু থেকে বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তি বিরোধ সংস্কারের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।

গত সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে সাত বৃহৎ অর্থনীতির জোট জি৭-এর বাণিজ্যমন্ত্রীরা ২০২৪ সালের মধ্যে একটি কার্যকরী ডব্লিউটিও বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করতে সম্মত হয়েছিলেন।

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
* পারসনাল ট্যাক্স
* বিজনেস ট্যাক্স
* সেলস ট্যাক্স
* বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
* ফ্যামিলি পিটিশন
* সিটিজেনশীপ আবেদন
* গ্রীণকার্ড নবায়ন
* সব ধরনের এফিডেভিট
IRS
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
* Personal Tax
* Business Tax
* Sales Tax
* Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
* Citizenship Application
* Family Petition
* Green Card Renew
* All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl. Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASES

জ্যাকসন হাইটসে নতুন অফিস

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center
Ex Chief of Gastroenterology
St. John's Queens Hospital

Registered Pharmacist
State of New York
Master of Pharmacy
(MPharm) at University of Dhaka
Bachelor of Pharmacy
(Hons) at University of Dhaka

Choudhury S. Hasan, M.D.

Board Certified

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center

All upper endoscopy & colonoscopy done in office under anesthesia

Endoscopy Center:
205-20 Jamaica Ave.
Suite-4, Hollis, NY 11423

97-12 63rd Drive, Suite-CA
Rego Park, NY 11374

40-18 74th Street
Elmhurst,
Jackson Heights NY 11373

Tel: 718-830-3388, Cell: 917-319-4406, Fax: 718-732-1667

বিশ্বে এক ধাক্কায় অনেকটাই কমে গেছে তেলের দাম

১৩ পৃষ্ঠার পর

চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে এপ্রিল থেকে পঞ্চমবারের জন্য তার ২০২২ সালের বৈশ্বিক তেলের চাহিদা বৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল গত রোববার বলেছে যে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ক্রয় ব্যবস্থাপক সমীক্ষায় ক্রমাগত অবনতি ঘটেছে।

যদিও বিনিয়োগকারীরা গত সপ্তাহে চীনের ঘোষণাতে খুশি হয়েছে। চীন জানিয়েছে, তারা জিরো-কোভিড নীতির কঠোরতা কমিয়ে দেবে। তবে দেশটিতে নতুন করে করোনা বৃদ্ধির ফলে চীন সেই সিদ্ধান্ত কতটা কার্যকর করবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। রাশিয়ার তেল রপ্তানির উপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের আসন্ন নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করে বিশ্লেষকরা বলেছেন, বাজার বর্তমানে সরবরাহের ঝুঁকিকে অগ্রাহ্য করছে, আশা করা সত্ত্বেও যে সর্বশেষ চাহিদা হ্রাস ওপেকের তেল উৎপাদনের জন্য নেতিবাচক হতে পারে। বিশ্বজুড়ে তেলের দাম কমাতে রেকর্ড পরিমাণ রিজার্ভ তেল ছাড়ের কথা ঘোষণা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তবে বিশ্বের চাহিদার তুলনায় সেই পরিমাণ যথেষ্ট নয়। সম্প্রতি দাম ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঠিক রাখতে দৈনিক ২০ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন কমানোর ঘোষণা দেয় ওপেক। সেই সিদ্ধান্তের পরই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্কে টানাপড়েনের সৃষ্টি হয়।

পুতিন কোথায়?

১৫ পৃষ্ঠার পর

হাসপাতাল পরিদর্শন করছিলেন, এক চিকিৎসক মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার করছিলেন, তা দেখছিলেন তিনি।

ওই দিনেই পুতিন আরেকটি অনুষ্ঠানে কথা বলেছেন। কিন্তু খেরসন থেকে সেনা প্রত্যাহার নিয়ে কোনও শব্দ উচ্চারণ করেননি তিনি। যে প্রত্যাহারকে ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধে রাশিয়ার সবচেয়ে অপমানজনক পিছু হটা বলে মনে করা হচ্ছে। ওই দিনের পর থেকে রুশ প্রেসিডেন্টকে প্রকাশ্যে কথা বলতে দেখা যায়নি। প্রায় ৯ মাসের যুদ্ধে ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর একের পর এক ব্যর্থতায় যখন তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে তখন পুতিন এই নীরবতা অবলম্বন করছেন। দৃশ্যত খারাপ সংবাদ তিনি অন্যদের দিয়ে ঘোষণা দিচ্ছেন। করোনাভাইরাস মহামারির সময়ও একই কৌশল নিয়েছিলেন তিনি।

ইউক্রেনে রাশিয়া একমাত্র যে আঞ্চলিক রাজধানী দখল করেছিল সেটি ছিল এই খেরসন শহর। ইউক্রেন আক্রমণের প্রথম দিনেই শহরটি দখল করেছিল রুশ বাহিনী। কয়েক মাস ধরে রাশিয়া শহরটি এবং পুরো অঞ্চল নিজেদের দখলে রেখেছিল। এই অঞ্চল ক্রিমিয়া উপদ্বীপের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার।

কয়েক মাস আগে অবৈধভাবে খেরসন অঞ্চলসহ ইউক্রেনের চারটি প্রদেশকে রাশিয়া নিজেদের ভূখণ্ড বলে ঘোষণা করে। পুতিন ব্যক্তিগতভাবে ক্রেমলিনে এক অনুষ্ঠানে এই অংশীভূত করার বিষয়টি উদযাপন করেন। সেপ্টেম্বরে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, লুহানস্ক, ডনেস্ক, খেরসন ও জাপোরিজ্জিয়া চিরতরে রাশিয়ার অংশ হয়ে গেছে।

ওই ঘোষণার মাত্র এক মাসের মাথায় রাশিয়ার তিন রঙের পতাকা খেরসনের সরকারি ভবন থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে স্থান নিয়েছে ইউক্রেনের হলুদ-নীল পতাকা। ১১ নভেম্বর খেরসন শহর থেকে রুশ সেনাদের ডিনিপ্রো নদীর পূর্ব তীরে সরিয়ে নেওয়ার কাজ সমাপ্ত হয়েছে বলে ঘোষণা দিয়েছে রাশিয়ার সেনাবাহিনী। এরপর থেকে প্রকাশ্যে যতবার হাজির হয়েছেন একবারও খেরসন থেকে রুশ সেনাদের পিছু হটার কথা উল্লেখ করেননি তিনি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক তাতিয়ানা স্টানোভায়া সম্প্রতি লিখেছেন, পুতিন পুরনো দিনের যুক্তিতে বসবাস করে চলেছেন। আর তা হলো: এটি যুদ্ধ নয়, বিশেষ অভিযান। মূল সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন পেশাদারদের ক্ষুদ্র একটি চক্র। এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে প্রেসিডেন্ট দূরে রয়েছেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি শুরু যুদ্ধের একপর্যায়ে জানা গিয়েছিল, পুতিন ব্যক্তিগতভাবে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান তত্ত্বাবধান করছেন, যুদ্ধক্ষেত্রের নির্দেশ দিচ্ছেন জেনারেলদের। কিন্তু সম্প্রতি মনে হচ্ছে তিনি যুদ্ধ ছাড়া অন্য সবকিছুতে মনোযোগী।

সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে পুতিন কথা বলেছেন দেউলিয়া প্রক্রিয়া এবং অটোমোবাইল শিল্পের সমস্যা নিয়ে। সাইবেরিয়ার এক গভর্নরের সঙ্গে কথা বলেছেন অঞ্চলটিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়ে, ফোনে একাধিক বিশ্বনেতার সঙ্গে কথা বলেছেন এবং রাশিয়ার অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের নতুন সভাপতির সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন।

মঙ্গলবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মরণে আয়োজিত এক ভিডিও বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন পুতিন। দিনটিতে তিনি ইন্দোনেশিয়ায় জি-২০ সম্মেলনে কথা বলবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছিল। কিন্তু তিনি শুধু যে সম্মেলনে উপস্থিত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেননি তা নয়, এমনকি তিনি ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হওয়া বা পূর্বে ধারণকৃত বক্তব্য পাঠানো থেকেও বিরত থাকেন।

এই বৈঠকটি ছিল একমাত্র বৈঠক, যাতে গত কয়েক দিনের মধ্যে খেরসন ছাড়া ইউক্রেনের অপর শহরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বৈঠক শেষে পুতিন দখলকৃত মেলিতোপোল ও মারিউপোলকে 'সিটি অব মিলিটারি গ্লোরি' এবং লুহানস্ককে 'সিটি অব লেবর মেরিট' আখ্যা দিয়ে ডিক্রিতে স্বাক্ষর করেন।

স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজনৈতিক বিশ্লেষক দিমিত্রি ওরেশকিন পুতিনের নীরবতার বিষয়ে বলেছেন, তিনি (পুতিন) সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছাকাছি একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। যে ব্যবস্থায় এর নেতা ভুলে ঊর্ধ্বে বলে মনে করা হয়। পুতিন ও পুতিনের ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে সব ব্যর্থতার দায় অন্যের ওপর চাপানো যায়। যেমন: শত্রু, বিশ্বাসঘাতক, পেছনে আঘাত, বৈশ্বিক রুশবিদ্বেষ ইত্যাদি। ফলে তিনি যদি কোথাও পরাজিত হন তাহলে প্রথমত তা সত্য নয়, দ্বিতীয়ত তিনি পরাজিত হননি।

পুতিনের ঘনিষ্ঠ মহলের কয়েকজনও তার এই দূরত্ব বজায় রাখাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছেন। এমনকি ক্রেমলিনপন্থি মহলেও যুদ্ধ নিয়ে সমালোচনামূলক মনোভাব বাড়ছে।

ক্রেমলিনপন্থি রাজনৈতিক বিশ্লেষক সের্গেই মারকভ ফেসবুকে লিখেছেন, যখন খেরসন থেকে রুশ সেনা প্রত্যাহার করা হচ্ছিল, তখন পুতিন আর্মেনিয়া ও সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের নেতার সঙ্গে কথা বলছিলেন ফোনে। তা ছিল খেরসন ট্র্যাজেডির চেয়ে বেশি দুঃখজনক।

তিনি আরও লিখেছেন, প্রথমে খবরটি আমি বিশ্বাস করিনি। ঘটনাটি এতই অবিশ্বাস্য ছিল।

অন্যরা এই পিছু হটায় ইতিবাচক দিক খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছেন এবং পুতিনকে জড়াচ্ছেন। ক্রেমলিনপন্থি টিভি উপস্থাপক দিমিত্রি কিসেলেভ রবিবার রাতে দাবি করেছেন, খেরসন থেকে সেনা প্রত্যাহারের যুক্তি হলো মানুষকে রক্ষা করা।

নিজের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে পুতিনের বিশাল ছবির সামনে বসে কিসেলেভ এসব কথা বলেন। এই ছবিতে একটি ক্যাপশন রয়েছে। যাতে লেখা রয়েছে, মানুষকে রক্ষা। এই যুক্তিই পুতিন ব্যবহার করেছেন। মানুষকে রক্ষায় এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে সব মানুষকে রক্ষা।

বিশ্লেষকরা বলছেন, রাশিয়ার সাধারণ মানুষের একাংশ খেরসন শহর থেকে রুশ সেনা প্রত্যাহারকে এভাবেই দেখছেন।

কার্নেগি এনডোমেন্ট-এর সিনিয়র ফেলো আন্দ্রেই কলেসনিকভ বলেন, শান্তি আলোচনার পক্ষে ক্রমবর্ধমান মানুষের সংখ্যা বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে এমনকি পুতিন সমর্থকরাও এমন পদক্ষেপকে শান্তভাবে নিয়েছেন অথবা জনবল রক্ষা, শান্তির সম্ভাব্যতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

বিশ্লেষক ওরেশকিন বলেছেন, তবে রাশিয়ার যুদ্ধবাজরা ও ক্রেমলিনের সরব সমর্থক, যারা যুদ্ধক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন, তারা খেরসন থেকে সেনা প্রত্যাহারে খুশি নন। ইউক্রেনের বিদ্যুৎ গ্রিডে নিয়মিত ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে রুশ বাহিনী। তবে আমার মনে হয় এসব হামলায় ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর খুব ক্ষতি হচ্ছে না এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে না।

তিনি বলেন, কিন্তু এমন বিজয়ী নেতার ভাবমূর্তি গড়ে তোলা প্রয়োজন। ফলে বিভিন্ন ধরনের হামলা চালিয়ে যাওয়া এবং এগুলো নিয়ে গলা ফাটানো দরকার। তারা এখন এটিই করছে বলে আমার মনে হচ্ছে।সূত্র: এপি

যেভাবে পৃথিবীতে 'আরামে' থাকতে পারবে ৮০০ কোটি মানুষ

১৪ পৃষ্ঠার পর

মতো জীবনযাপন করলে বছরে বিশ্বের সর্বোচ্চ ৮০% প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা হতো।

তাই জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ সারা হার্টগের মতো অনেকেই মনে করছেন পরিবেশ দূষণ কাঙ্খিত মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বিলাসী পণ্য ব্যবহারে রাশ টানাও খুব জরুরি। ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ইন্সটিটিউটের বৈশ্বিক অর্থনীতি বিষয়ক পরিচালক ভ্যানেসা পেরেজ-চিয়েরাও সারা হার্টগের মতানুসারী। মিশরে অনুষ্ঠানরত কপ২৭ শীর্ষ সম্মেলনে ডয়চে ভেলকে তিনি বলেছেন, ''আমাদের এখনো (প্রাকৃতিক) সম্পদ আছে। কিন্তু সেই সম্পদের প্রকৃত অর্থে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য রাজনীতিবিদদের অর্থনীতি এবং ভূরাজনীতিকে ঠিক পথে নেয়ায় উদ্যোগী হওয়া জরুরি।

ইউনিভার্সিটি অব হেলসিঙ্কির অধ্যাপক এবং জার্মানির সাস্টেইনেবল ইউরোপ রিসার্চ ইন্সটিটিউটের চেয়ারপার্সন সিলভিয়া লোরেক খুব সহজ একটা উপায় বাতলে দিয়েছেন।তিনি এবং তার সহকর্মী গবেষকরা গবেষণা করে দেখেছেন বিশ্বকে ৮০০ কোটি মানুষের জন্য আদর্শ বাসভূমি করে তুলতে হলে মাত্র তিনটি বিষয়ে মনযোগী হতে হবে- খাওয়াদাওয়া, বসবাস এবং যাতায়াত। লোরেক এবং তার গবেষক দল মনে করেন, প্রাণিজ খাবার বাদ দিয়ে নিরামিষ খেলে, বিমান এবং ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার বাদ দিলে এবং এক ব্যক্তি বা এক পরিবারের জন্য আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা বর্জন করে যতটা সম্ভব সমবেতভাবে বসবাসের দিকে ঝুঁকলেই প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ অনেকখানি কমবে, পৃথিবীও অনেক বাসযোগ্য হবে।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলন বিএনপির একার পক্ষে সম্ভব নয় - বিএনপিদলীয় সংসদ সদস্য রুমিন

১০ পৃষ্ঠার পর

কনফারেন্স রুমে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপির মিডিয়া সেলের আয়োজনে 'জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র গঠনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরবর্তী জাতীয় সরকার ও দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ অপরিহার্য' শীর্ষক এ সভা হয়। মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক সাবেক সংসদ সদস্য জহির উদ্দিন স্বপনের সভাপতিত্বে এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কাদের গনি চৌধুরীর সঞ্চালনায় এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য সচিব ও সাবেক সংসদ সদস্য শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি।সভায় রুমিন ফারহানা আরও বলেন, বিএনপির হাত ধরে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, দেশের চারটির পরিবর্তে অসংখ্য গণমাধ্যম তৈরি এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এসেছে।

সভায় আরও বক্তব্য দেন পাবনা মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আব্দুল করিম, জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি মির্জা আজিজুর রহমান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডা. জাকির হোসেন, পাবনা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহসভাপতি মির্জা আজাদ, জাসদ (রব) পাবনা জেলা শাখার সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন কবির ও ড্যাবের পাবনা জেলা শাখার সদস্য সচিব ডা. আহমেদ মোস্তফা নোমান। উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান হাবিব, সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট মাসুদ খন্দকার, বিএনপির মিডিয়া সেলে সদস্য ড. মোর্শেদ হাসান খান ও আতিকুর রহমান রুমন প্রমুখ।

জনগণের উত্তাল তরঙ্গে আওয়ামী লীগ ভেসে যাবে - বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ফখরুল

১০ পৃষ্ঠার পর

বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাগুলো প্রত্যাহারের দাবিতে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশে মির্জা ফখরুল বলেন, তিনি দুর্ভিক্ষের কথা বলেছেন। দুর্ভিক্ষতো আসবে, গত এক দশকে আওয়ামী লীগ সরকারের দুর্নীতি আর লুটপাটের কারণে। এখনো সময় আছে নিরাপদে প্রস্থান করুন। তা না হলে রেহাই নেই।

বিএনপির মহাসচিব বলেন, বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে কৃষকদের কোমর ভেঙে দিয়েছে। কৃষকরা তাদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় না। ডিজেলের দাম বেড়ে গেছে ৫০ গুণ। বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ১০ গুণ। তাহলে এখন কৃষকরা কোথায় যাবে? তাই শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে।

সমাবেশ থেকে ফিরে গিয়ে কৃষকদের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এই সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

তিনি বলেন, ২০১৮ সালের মতো তাদের (আওয়ামী লীগ সরকার) আর সুযোগ দেয়া হবে না। তাই পরিষ্কার করে বলছি, এখনি পদত্যাগ করে সংসদ বিলুপ্ত করুন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে একটি নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন। নইলে জনগণের উত্তাল তরঙ্গে এই সরকারকে ভেসে যেতে হবে।

কৃষক দলের সাবেক সভাপতি বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন, সরকার কৃষকের জন্য কোনো কাজই করছে না। কৃষি কাজের সব উপকরণের দাম বাড়িয়েছে। অপর দিকে চাল-ডাল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে সাধারণ জনগণকে ভোগান্তিতে ফেলেছে।

তিনি বলেন, আমার নেত্রীকে বন্দী করে রেখেছেন। যদি কথায় কাজ না হয় তাহলে হাতুড়ি নিয়ে আসব, জেলের তালা ভাঙবো, আমার নেত্রীকে বের করব। একটু অপেক্ষা করছি ডাক এলে সারা বাংলাদেশের মানুষ যে নেত্রীকে ভালোবাসে সেই নেত্রীর জন্য ঢাকায় অবস্থান নিবে, নেত্রীকে মুক্ত করবে।

সভাপতির বক্তব্যে কৃষক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি হাসান জাফির তুহিন বলেন, অবিলম্বে কৃষি উপকরণের দাম না কমালে, সচিবালয়-গণভবন ঘেরাও করা হবে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুলের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, গাজীপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ফজলুল হক মিলন, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহবায়ক আমানুল্লাহ আমান, সদস্য সচি আমিনুল হক, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আহ্বায়ক আব্দুস সালাম, কৃষক দলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান লিটন প্রমুখ।

বিশ্বব্যাপী পুরুষদের শুক্রাণুর সংখ্যা হ্রাস নিয়ে বিতর্ক

৫ পৃষ্ঠার পর

সালের পর প্রতি বছর গড়ে এক দশমিক ১৬ শতাংশ হলেও ২০২০ সালের পর থেকে এই হার প্রতি বছরে দুই দশমিক ৬৪ শতাংশ।

জনসংখ্যার নিরিখে ১৯৭৩ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রতি মিলিলিটারে গড় শুক্রাণুর সংখ্যা ১০৪ মিলিয়ন থেকে ৪৯ মিলিয়ন নেমে এসেছে। স্বাভাবিক শুক্রাণুর সংখ্যা প্রতি মিলিলিটারে ৪০ মিলিয়নের বেশি বলে মনে করা হয়।

তবে এই রিভিউ ও এর উপসংহার বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কেউ কেউ বলছেন এ ফলাফল বাস্তবসম্মত ও জরুরি। অন্যরা এই ডেটা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শুক্রাণু গণনার পদ্ধতি এতটাই বদলে গিয়েছে যে, তুলনা সম্ভব নয়।

প্রায় সব বিশেষজ্ঞই একমত যে সমস্যাটি নিয়ে আরো গবেষণা প্রয়োজন।

এই রিভিউয়ের সঙ্গে জড়িত নন এমন একজন স্ট্যানফোর্ড মেডিসিনের ইউরোলজিস্ট মাইকেল আইজেনবার্গ। তিনি বলেন, কোনো প্রজাতির মৌলিক কাজগুলোর একটি প্রজনন। তাই আমি মনে করি প্রজনন হ্রাস পাচ্ছে যদি এমন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায়, তবে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান।

আরো বলেন, একজন মানুষের প্রজনন স্বাস্থ্য ও তার সামগ্রিক স্বাস্থ্যের মধ্যে একটি শক্তিশালী যোগসূত্র রয়েছে। সুতরাং এ ফলাফল বলেছে, সম্ভবত আমরা আগের মতো সুস্থ নই।

ইউনিভার্সিটি অব ইউটাহ স্কুল অব মেডিসিনের সহকারী অধ্যাপক ও সার্জন আলেকজান্ডার পাস্তুজাক বলছেন, বীর্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি কয়েক দশক ধরে পরিবর্তিত হয়েছে। এটি আরো মানসম্মত হয়ে উঠেছে, কিন্তু পুরোপুরি নয়।

অবশ্য গবেষকরা বলেছেন, তাদের কাছে বিভিন্ন অঞ্চলের পর্যাপ্ত ডেটা নেই। ৫৩টি দেশের তথ্য পর্যালোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এ ছাড়া শুক্রাণুর সংখ্যার পতনের কারণ সুনির্দিষ্ট করেননি গবেষকরা। তারা বলছেন, এ বিষয়ে আরো গবেষণা দরকার।

বাংলাদেশে ডলারের সঙ্কট নেই টানাটানি আছে : পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান

৫ পৃষ্ঠার পর

করতে চলে গেছে ওই লোক হলো দেশের প্রকৃত হিরো।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সুনামগঞ্জ এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মাহবুবুর রহমান, শান্তিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হাজী আবুল কালাম, নির্বাহী অফিসার আনোয়ার উজ জামান, শান্তিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান প্রভাষক নূর হোসেন প্রমুখ।

খাশোগি হত্যায় সৌদি যুবরাজকে দায়মুক্তি দিলো যুক্তরাষ্ট্র

৬ পৃষ্ঠার পর

অভিযোগ করা হয়, সৌদি নেতৃত্ব ও তার কর্মকর্তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ও গণতন্ত্রের সমর্থক জামাল খাশোগিকে অপহরণ করে আটকে রেখে মাদক প্রয়োগ ও নির্যাতন করে হত্যা করেছেন।

এ ঘটনার পর খাশোগির বাগদত্তা হেতিজে চেঙ্গিস টুইটারে লিখেছেন, 'এ দায়মুক্তির মধ্য দিয়ে খাশোগির আবার মৃত্যু হলো।'

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাগনেস ক্যালামার্ডও এ দায়মুক্তির সমালোচনা করেছেন।

মার্কিন বিচার বিভাগের আইনজীবীরা বলছেন, একটি বিদেশী সরকারের বর্তমান প্রধান হিসেবে সৌদি যুবরাজ মার্কিন আদালতের বিচারের আওতা থেকে রেহাই পাবেন। রাষ্ট্রপ্রধানের দায়মুক্তির রীতি প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র লিখিত এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনের দীর্ঘস্থায়ী নীতি অনুযায়ীই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মামলার অভিযোগের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।'

খাশোগি হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই সন্দেহের তীর ছিল সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের দিকে। কারণ, যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানসহ সৌদি আরবের শাসকগোষ্ঠীর কঠোর সমালোচক ছিলেন খাশোগি। এ নিয়ে তিনি বেশ কিছু লেখা লিখেছেন ওয়াশিংটন পোস্টে। বিভিন্ন তদন্তে এ হত্যাকাণ্ডে নির্দেশদাতা হিসেবে উঠে এসেছে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নাম। ২০১৭ সালে প্রিন্স মোহাম্মদকে তার বাবা বাদশা সালমান যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা করেন। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে তিনি দেশটির প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন। তবে তিনি বরাবরই খাশোগি হত্যাকাণ্ডে তার কোনো ভূমিকা নেই বলে দাবি করে আসছেন।সূত্র : বিবিসি

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক

Chittagong Association of North America, Inc.

545 McDonald Avenue, Brooklyn, NY, 11218

সাধারন সভা ২০২২

তারিখঃ ২০ নভেম্বর, ২০২২, রবিবার, সময়ঃ অপরাহ্ন ২:০০ হতে বিকাল ৫:০০ পর্যন্ত

স্থান ঃ চট্টগ্রাম ভবন ৫৪৫ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ

ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২১৮

সভার আলোচ্যসুচী ঃ

কার্যকরী পরিষদ বিলুপ্তি

অন্তর্বর্তী কালীন কমিটি গঠন ও অনুমোদন।

২০২১-২০২২ এর আয় ব্যয় হিসাব ।

উক্ত সাধারন সভায় চট্টগ্রাম এসোসিয়েশনের অব নর্থ আমেরিকা ইনক এর সকল সদস্য/ সদস্যাদের উপস্থিত থাকার জন্য কার্যকরী পরিষদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

নিবেদক

সম্মানিত আজীবন সদস্য ও সাধারণ সদস্য/সদস্যাদের পক্ষে

কার্যকরী পরিষদ

বিঃদ্রঃ গঠনতন্ত্রের ধারা অনুযায়ী উক্ত সাধারণ সভার বিজ্ঞাপন ইতিপূর্বে পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।

THANKSGIVING Special

ইত্যাদি
ittadi

ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

Whole Turkey $145

Half Turkey $85

ইতালিতে এক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে আগ্রহী বাংলাদেশী ডাবলু চৌধুরী

৫ পৃষ্ঠার পর

তাদের বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যদের বড় অংশই এক সময় জার্মানি এবং চীনে জার্মান গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মার্সিডিজ বেঞ্জের কারখানায় কাজ করতেন।

অনুমতি পেলে ২০২৩ ভেনিসে এ কারখানা স্থাপনের কাজ শুরু হবে।

যদিও কবে নাগাদ উৎপাদন শুরু করার পরিকল্পনা সে বিষয়ে এক্ষুনি ধারণা দিতে পারেননি ডাবলু চৌধুরী। তবে এই বিদ্যুৎচালিত গাড়ির কারখানার পাশাপাশি লিথিনিয়াম ব্যাটারি তৈরির কারখানা খোলার পরিকল্পনা রয়েছে মূল পরিকল্পনায়।

বিনিয়োগ আসবে কোথা থেকে : ডাবলু চৌধুরী বলেছেন, 'ব্যতিক্রমী এবং সাসটেইনেবল কিছু করার জন্য আমরা এপসিলন মোটরস করেছি। আমাদের পরিকল্পনা ছিল যে যদি এমন কিছু করা যায় ভবিষ্যতে যার ব্যাপক চাহিদা হবে এবং যেটি পরিবেশবান্ধব হবে তাহলে আমাদের কাজটি সাসটেইনেবল হবে।' সে কারণে বিদ্যুৎচালিত গাড়ি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন তারা।

ডাবলু চৌধুরী বলেছেন, পরিকল্পিত কারখানার জন্য বিনিয়োগ আসবে যুক্তরাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রাচ্যের একদল ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টের কাছ থেকে।

ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বলতে সাধারণত বড় বিনিয়োগকারী, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত বিনিয়োগকে বোঝানো হয়, যারা সম্ভাবনাময় এবং ভবিষ্যতে লাভজনক হতে পারে এমন স্টার্টআপ বা ছোট কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে থাকে।

তিনি বলছিলেন, ২০৩৫ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সবগুলো রাজ্যে, ইংল্যান্ডে এবং অন্যান্য বড় শহরগুলোতে বিদ্যুৎচালিত গাড়ির প্রাধান্য থাকবে।

'এবং এজন্য চীনসহ বিভিন্ন দেশের সরকার এখন যারা ইলেকট্রিক গাড়ি বানাচ্ছে এবং বিক্রি করছে তাদের ইনসেনটিভ (প্রণোদনা) দিচ্ছে,' বলেন তিনি।

'এখন ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টরা টাকা বিনিয়োগ করবে, আর আমাদের হচ্ছে প্রযুক্তি এবং কারিগরি দিক, এই দুই মিলে আমরা এই উদ্যোগ নিতে যাচ্ছি,' মি. চৌধুরী বলেছেন।

ইতালিতে বিনিয়োগের প্রস্তাবটি মার্কিন কোম্পানি হিসেবে দেয়া হয়েছে, কিন্তু এপসিলন মোটরসের প্রধান এবং একজন বাংলাদেশী হিসেবে তিনি বাংলাদেশী দূতাবাসের সাহায্য চেয়েছেন।

কেন আর কিভাবে ইতালিতে বিনিয়োগের পরিকল্পনা? মিলানে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল এমজেএইচ জাবেদ বিবিসিকে বলেছেন, মূলত তার মাধ্যমে ডাবলু চৌধুরী ভেনিসে কারখানা খোলার অনুমতি চেয়েছেন কর্তৃপক্ষের কাছে।

জাবেদ বলেছেন, কিছুদিন আগে মোঃ ডাবলু মিলানে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল কার্যালয়ে বিনিয়োগের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে উপযুক্ত জমির খোঁজ এবং অনুমতির জন্য বাংলাদেশ দূতাবাসের সাহায্য চেয়েছিলেন।

এরপর ভেনিস কমিউনের অ্যাসেসরি কমার্সিও মানে বাণিজ্য দফতর, যার প্রধান ডেপুটি মেয়র সিবাস্টিয়ান কস্টালোঙ্গার, তার কাছে ডাবলুর হাতে লেখা একটি চিঠি যেখানে তিনি বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, সেটি পৌঁছে দিয়েছেন জাবেদ।

কর্তৃপক্ষের কাছে লেখা চিঠিতে বিনিয়োগের পরিমাণ ৯২০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাবেদ। এক হাজার মিলিয়নে এক বিলিয়ন হয়।

জাবেদ বলেছেন, 'বাংলাদেশী নাগরিক হিসেবে বিনিয়োগের প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি আমাদের সাহায্য চেয়েছিলেন। আমি নিজে যখন ভেনিসে গেছি সেসময় আমি নিজ হাতেই তার আবেদনপত্রটি কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিয়েছি।'

ভেনিসের মেয়র কার্যালয় এখন সেটি পর্যালোচনা করছে। বুধবার কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক করেছেন ডাবলু চৌধুরী।

জাবেদ বলেছেন, এই কারখানা হলে ইতালিতে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাজের সুযোগ তৈরি হতে পারে, এমন বিবেচনায় তারা ডাবলু চৌধুরীকে সাহায্য করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ভেনিসে বহু সংখ্যক বাংলাদেশী চাকরি-পড়াশুনার সূত্রে বসবাস করছেন।

এদিকে, ডাবলু চৌধুরী বলেছেন, কারখানা স্থাপনের জন্য তার বিনিয়োগকারীরা আইনশৃঙ্খলা ভালো এমন কোনো দেশে বিনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন এবং ভেনিসের পোর্তো মারঘেরায় কর্তৃপক্ষ পরিবেশবান্ধব ও টেকসই শিল্পকারখানাকে বিশেষ সুবিধা দিয়ে থাকে। এই দুই কারণে আফ্রিকা বা এশিয়ার কোনো দেশের বদলে ইতালিকে বেছে নেয়া হয়েছে।

"বিনিয়োগকারীরা চায় যেন ওই দেশে ল' অ্যান্ড অর্ডারটা ভালো হয়, আর বিনিয়োগটা যেন সিকিওরড থাকে, মানে রিটার্নটা যাতে আসে। সেজন্য আমরা ইতালিকে বেছে নিলাম," বলেছেন তিনি।

এছাড়া ইতালিতে ইতোমধ্যে ফিয়াটসহ বিভিন্ন গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের কর্মী রয়েছেন, ফলে দক্ষ শ্রমিক পাওয়া কঠিন হবে না, সেটি আরেকটি বিবেচনা ছিল এপসিলনের উদ্যোক্তাদের জন্য।

ইতালিতে এত বড় বিনিয়োগ এর আগে কোনো বাংলাদেশী কি করেছে? মিলানে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল জাবেদ বলেছেন, ইতালিতে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের মধ্যে অনেকেই দেশটিতে বিনিয়োগ করেছেন। কিন্তু সেসব বিনিয়োগের আকার বেশি বড় নয়। মূলত দেশটির কৃষি ও সেবাখাতে সেসব বিনিয়োগ করা হয়েছে।

ডাবলু চৌধুরী তার বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে কনসাল জেনারেলের কার্যালয়কে বলেছেন, অনুমতি পেলে যে কারখানা তিনি স্থাপন করবেন, তাতে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রমিক হিসেবে দেশটিতে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ডাবলু চৌধুরী বিবিসিকে বলেছেন, ইতালিতে থাকা অটোমোটিভ খাতে পড়াশুনা করছেন বা বর্তমানে যুক্ত আছেন এমন মানুষেরা তাদের প্রস্তাবিত কারখানায় কাজ করতে পারবেন। এজন্য তিনি ইমিগ্রেশন সলিসিটারের (আইনজীবী) সাথে আলোচনা করছেন।

কারণ ইতালির আইন অনুযায়ী কোনো বিশেষায়িত খাতে কাজ করার জন্য একজন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনা ও কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সূত্র : বিবিসি

বাংলাদেশের ২০ লাখ ৪৪ হাজার মানুষ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করেন

৫ পৃষ্ঠার পর

সম্বলিত টয়লেটে সুবিধা ব্যবহার করে ৯ কোটি ২৫ লাখ ৫৫ হাজার মানুষ। আর কাঁচা, খোলা ও ঝুলন্ত টয়লেট ব্যবহার করে দেশের ৬৭ লাখ ২২ হাজার মানুষ।

বরিশাল বিভাগের প্রায় ৩৪ লাখ ৭১ হাজার মানুষ ফ্লাশ করে, পানি ঢেলে নিরাপদ নিষ্কাশন সম্বলিত টয়লেটে সুবিধা ব্যবহার করে। আর কাঁচা, খোলা ও ঝুলন্ত টয়লেট ব্যবহার করে ১ লাখ ৬৫ হাজার মানুষ। চট্টগ্রাম বিভাগের প্রায় ১ কোটি ৯৬ লাখ মানুষ ফ্লাশ করে, পানি ঢেলে নিরাপদ নিষ্কাশন সম্বলিত টয়লেট সুবিধা ব্যবহার করে। আর কাঁচা, খোলা ও ঝুলন্ত টয়লেট ব্যবহার করে ৭ লাখ ৮০ হাজার মানুষ। ঢাকা বিভাগের প্রায় ৩ কোটি ৭ লাখ মানুষ ফ্লাশ করে, পানি ঢেলে নিরাপদ নিষ্কাশন সম্বলিত টয়লেট সুবিধা ব্যবহার করে। আর কাঁচা, খোলা ও ঝুলন্ত টয়লেট ব্যবহার করে ৬ লাখ ৩২ হাজার মানুষ।

এ ছাড়া, খুলনা বিভাগের প্রায় ৯৫ লাখ ৮০ হাজার মানুষ ফ্লাশ করে, পানি ঢেলে নিরাপদ নিষ্কাশন সম্বলিত টয়লেট সুবিধা ব্যবহার করে। আর কাঁচা, খোলা ও ঝুলন্ত টয়লেট ব্যবহার করে ৭ লাখ ৮৬ হাজার মানুষ। ময়মনসিংহ বিভাগের প্রায় ৪৭ লাখ ৩৩ হাজার মানুষ ফ্লাশ করে, পানি ঢেলে নিরাপদ নিষ্কাশন সম্বলিত টয়লেট সুবিধা ব্যবহার করে। আর কাঁচা, খোলা ও ঝুলন্ত টয়লেট ব্যবহার করে ৮ লাখ ৪০ হাজার মানুষ। রাজশাহী বিভাগের প্রায় ১ কোটি ১৩ লাখ মানুষ ফ্লাশ করে, পানি ঢেলে নিরাপদ নিষ্কাশন সম্বলিত টয়লেট সুবিধা ব্যবহার করে। আর কাঁচা, খোলা ও ঝুলন্ত টয়লেট ব্যবহার করে ১০ লাখ ৩১ হাজার মানুষ। রংপুর বিভাগের প্রায় ১ কোটি ৭৪ লাখ ৬৮ হাজার মানুষ ফ্লাশ করে, পানি ঢেলে নিরাপদ নিষ্কাশন সম্বলিত টয়লেট সুবিধা ব্যবহার করে। আর কাঁচা, খোলা ও ঝুলন্ত টয়লেট ব্যবহার করে ১৪ লাখ ৭৫ হাজার মানুষ। এবং সিলেট বিভাগের প্রায় ৫ লাখ ১২ হাজার মানুষ ফ্লাশ করে, পানি ঢেলে নিরাপদ নিষ্কাশন সম্বলিত টয়লেট সুবিধা ব্যবহার করে। আর কাঁচা, খোলা ও ঝুলন্ত টয়লেট ব্যবহার করে ১০ লাখ ৬৬ হাজার মানুষ।

অন্যদিকে, রাজধানীর উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে প্রায় ১ কোটি ৭৮ লাখ মানুষের জন্য পাবলিক টয়লেট আছে ১০০ টির বেশি। মোট ১২৯টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ২ সিটি করপোরেশনে নতুন ৩৬টি ওয়ার্ডে কোনো পাবলিক টয়লেট নেই। প্রয়োজনের তুলনায় কম টয়লেটের কারণে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে মানুষের।

ওয়াটার এইড বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর হাসিন জাহান দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, ঔখোলা জায়গায় মলত্যাগ গত ৫ বছরে বাংলাদেশ অনেক কমিয়ে আনতে পেরেছে। বন্যা পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন কারণে খোলা জায়গায় মলত্যাগ একেবারে শূন্যে আনা যায় না।

ঔনিরাপদ স্যানিটেশন পরিচালনা সূচকে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে, যা বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাধা, বলেন তিনি।- সুত্র ডেইলি ষ্টার

নিউইয়র্ক এবং নিউ জার্সির মধ্যে টানেল এবং সেতুর উপর টোল বৃদ্ধির প্রস্তাব

৫৮ পৃষ্ঠার পর

JFK এবং Newark বিমানবন্দরে এয়ারট্রেনের ভাড়াও ২৫ সেন্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু PATH ট্রেনের ভাড়া প্রভাবিত হবে না, এবং বর্তমানে ছাড়ের প্রক্রিয়াও কার্যকর থাকবে।

টানেল ও টোল বৃদ্ধির প্রস্তাবনা নিউ ইয়র্ক এন্ড নিউ জার্সির বন্দর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হবে, এবং ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মন্তব্য নেওয়া হবে।

মার্কিন ডলার যেভাবে বিশ্বের শক্তিধর মুদ্রায় রূপান্তরিত হলো

৬ পৃষ্ঠার পর

করে রাখা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডসে ৪৪টি ধনী দেশ জাতিসংঘের মুদ্রা ও আর্থিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে একটি চুক্তি সম্পাদন করে। ব্রেটন উডস চুক্তি একটি নতুন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছিল, যার মাধ্যমে স্বর্ণকে সর্বজনীন মান হিসেবে ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট মুদ্রা বিনিময় হার তৈরি করা যায়। চুক্তিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, যেহেতু বিশ্বের অধিকাংশ স্বর্ণের রিজার্ভ আমেরিকার হাতে এবং স্বর্ণের ওপর ভিত্তি করে ডলার স্থিতিশীল ছিল। সেজন্য ৪৪ দেশ ডলারকে তাদের রিজার্ভ কারেন্সি হিসেবে রাখতে সম্মত হয়। বাকি সব মুদ্রা ডলারের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখবে। অর্থাৎ এসব দেশের মুদ্রার বিনিময়মূল্য নির্ধারিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ডলারের ওপর ভিত্তি করে। আর ডলারের মূল্য নির্ধারিত হয় তখন সোনার ওপর ভিত্তি করে। ১৯৪৭ সালে বিশ্বের মোট মজুত করা সোনার ৭০ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রের হস্তগত ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের হাতে বিপুল সোনা মজুত এবং ডলারের মূল্য স্থিতিশীল থাকায় সেসব দেশ তাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভ কারেন্সি (মুদ্রা) হিসেবে ডলার সংরক্ষণে একমত হয়। মূলত ডলারের আধিপত্য সেই থেকে শুরু।

বিশ্ব জুড়ে আমেরিকান ডলারের কর্তৃত্ব ধরে রাখা, ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি এবং ১৯৭৩ সালে মধ্যপ্রাচ্যে তীব্র উত্তেজনার কারণে ১৯৭৪ সালে সৌদি আরবের বাদশা ফয়সাল ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের একটি ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পন্ন হয়। এতে বলা হয়, সৌদি আরব থেকে বিশ্বের যেসব দেশ জ্বালানি তেল আমদানি করবে, তাদের মূল্য পরিশোধ করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ডলারে। বিনিময়ে সৌদি আরবকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে যুক্তরাষ্ট্র। এর দুই বছর পর ১৯৭৫ সালে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর জোট ওপেক সৌদি আরবের মতোই সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ তেল বিক্রির সব অর্থ পরিশোধ করতে হবে শুধু ডলারে।

এই চুক্তি অনুযায়ী সৌদি আরবকে বাধ্য করা হয়েছে ডলারকে সার্বভৌম বিশ্বমুদ্রা হিসেবে মেনে নিতে। সৌদি মুদ্রার বিনিময় হার ১ ডলার = ৩ দশমিক ৭৫ সৌদি রিয়াল বেঁধে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সৌদি অর্থনীতির যে অবস্থাই থাকুক, আমেরিকার হস্তক্ষেপের কারণে ডলার ও রিয়ালের এই হার ওঠানামা করে না। উল্লেখ্য, সৌদি ছিল একক সর্বোচ্চ তেল উৎপাদনকারী দেশ। সুতরাং সৌদি আরবের চুক্তির কারণে অন্যান্য তেল উৎপাদনকারী দেশকেও এই চুক্তি মেনে নিতে হয়েছে। সে মাফিক, ১৯৭৫ সালে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর সংগঠন, অর্থাৎ অন্যান্য দেশগুলো সৌদি আরবের মতোই সিদ্ধান্ত নেয়। তেল হলো একটি পণ্য, যা সব দেশের প্রয়োজন এবং আমদানি করতে হয় মূলত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে ডলারের মাধ্যমে। ফলে, প্রকারান্তে এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সব ব্যবসায়-বাণিজ্য যেন ডলার ছাড়া অন্য কোনো মুদ্রায় না চলে, তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চেয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; হয়েছেও তাই। আমেরিকা সব সময়ই নিশ্চিত করতে চেয়েছে যেন কোনো দেশ এই ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে না যায়।

আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ১৯৭১ সালে সবাইকে অবাক করে ঘোষণা করল তারা আর ব্রিটন উডস সিস্টেম মানবে না, ডলারের বিপরীতে সোনার মজুত ব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করে, অর্থাৎ সোনার ওপর ভিত্তি করে ডলারের মূল্য আর নির্ধারিত হবে না, যা 'নিক্সন শক' নামে পরিচিত। স্বর্ণের দাম হবে অনির্দিষ্ট। মানে মার্কেট অটোম্যাটিকালি স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করবে। সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। ডলার হয়ে গেলে ফিয়াট ভাসমান মুদ্রা, তখন থেকে গোল্ডের ওপর কোনে ডিপেন্ডেন্সি নেই। ডলার থেকে স্বর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে গেল। আর এভাবেই বিশ্বব্যাপী মার্কিন ডলার একক ও অভিন্ন মুদ্রা হয়ে উঠল।- দৈনিক ইত্তেফাক এর সৌজন্যে

নতুন অফিসে নিউইয়র্কে সোনালী এক্সচেন্জ এস্টোরিয়া শাখা

৫৮ পৃষ্ঠার পর

বলেন, এস্টোরিয়াবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বাংলাদেশ কমিউনিটির সুবিধাজনক একটি স্থানে এই শাখাটিকে স্থানান্তর করা। আজকে তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে পেরে আমরা ধন্য। তিনি সোনালী এক্সচেন্জের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর সুযোগ সুবিধাগুলো তুলে ধরে নিউইয়র্কে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের বৈধ চ্যানেলে দেশে টাকা পাঠানোর আহবান জানান।

বাংলাদেশ কমিউনিটির উপস্থিত সবাই সোনালী এক্সচেন্জের সফলতা কামনা করে তারা তাদের সর্বাত্মক সহায়তারও আশ্বাস দেন।

গ্র্যামিতে নাশিদ কামাল ও মেয়ে আরমীনের গান

৫৮ পৃষ্ঠার পর

রয়েছে। এছাড়াও আরমীন মুসা বুধবার সকালে প্রথম আলোকে এ খবর নিশ্চিত করেছেন। গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডের ৬৫তম আসরে নিজেদের গাওয়া গানের অ্যালবাম জায়গা করে নেওয়ায় উচ্ছ্বসিত আরমীন। তিনি শুধুএটুকু বললেন, এই গানে মায়ের ছোঁয়া ছিল। মায়ের ছোঁয়া ছিল বলেই হয়তো এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে গানটি । আমি খুবই খুশি, আনন্দিত । পুরো ব্যাপারটার আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।' 'শুরুয়াত, বার্কলে ইন্ডিয়ান অ্যাসেম্বল' অ্যালবামে শঙ্কর মহাদেবন, ওস্তাদ জাকির হুসেন, শ্রেয়া ঘোষাল প্রমুখের মতো এশিয়ান শিল্পীরাও রয়েছেন। আরমীন মুসা জ্যাজ, ব্লুজ, লোক, শাস্ত্রীয়, আধুনিকসহ সব ধরনের গান করছেন । কয়েক বছর আগে তিনি বার্কলে কলেজ অব মিউজিক থেকে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে স্নাতক করেন । এবার সেই কলেজ থেকে তৈরি অ্যালবামের গাওয়া গান জায়গা পেল গ্র্যামিতে । আরমীনের গাওয়া 'জাগো পিয়া' শিরোনামের গানের কথা লিখেছেন তাঁর মা নজরুলসংগীতশিল্পী নাশিদ কামাল। বার্কলে কলেজ অব মিউজিকের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মিলিত উদ্যোগ 'বার্কলে ইন্ডিয়ান অ্যাসেম্বল' । এখান থেকে সারা বিশ্বের শিল্পীরা সংগীত নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল কাজ করে থাকেন । 'শুরুয়াত' অ্যালবাম তারই একটি প্রকল্প।

'শুরুয়াত' অ্যালবামে তার গাওয়া গান ছাড়া ওস্তাদ জাকির হোসেন, শ্রেয়া ঘোষাল, শঙ্কর মহাদেবন, বিজয় প্রকাশসহ আরও বিভিন্ন ভারতীয় শিল্পীর গান আছে বলে জানান আরমীন মুসা । এ অ্যালবাম পরিবেশনায় আছে সনি মিউজিক। আরমীন আরও জানান, নানা ধরনের বেশ কিছু কাজ করছেন তিনি। ধীরে ধীরে সব মুক্তি দেবেন। চলতি বছর ফেসবুকের জন্যও কাজ করছেন তিনি।

কয়েক বছর আগে 'ঘাসফড়িং কয়্যার' নামে একটি গানের দল গড়ে তোলেন আরমীন। এ ক্লাবের আট সদস্য নিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনে বার্কলে কলেজ অব মিউজিকের 'বার্কলে ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ' শিরোনামের পাঁচ দিনের এক কর্মশালায় অংশ নেন আরমীন মুসা। সূত্র দৈনিক প্রথম আলো

বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৯ পৃষ্ঠার পর

আওয়ামী লীগ সরকার সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এর সার্বিক উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকারের বিগত প্রায় ১৪ বছরে গৃহীত বিভিন্ন সময়োপযোগী উদ্যোগের ফলে শিক্ষাখাতে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষার সুবিধা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে দেশে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

করোনাভাইরাসের প্রভাব কাটিয়ে শিক্ষার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে আমরা প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছি। আমরা বিশ্বায়ন ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষা কার্যক্রমে আইসিটি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

তিনি বলেন, সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে নানা উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসিক সংকট নিরসনে বিভিন্ন হল ও ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০০৯ সাল থেকে অদ্যাবধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ১৭টি নতুন বিভাগ, ৩টি ইনস্টিটিউট ও ২২টি গবেষণা কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অধিকতর উন্নত গবেষণার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতে যেকোনো সংকট উত্তরণে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা-গবেষণা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিসহ জ্ঞানের সকল শাখায় এগিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী হিসেবে আশা করি, জ্ঞান ও আলোর পথের অভিযাত্রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন দিগন্ত তৈরি করুক।- বাসস

আমেরিকায় বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করার সুবর্ণ সুযোগ

STUDY IN USA

SCHOOL / COLLEGE / UNIVERSITY

দ্রুত i-20 / দ্রুত এপয়নমেন্ট আর সহজে ভিসা !

এয়ার টিকেট অফার

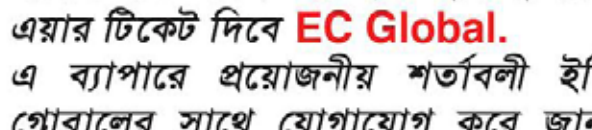

১লা নভেম্বর ২০২২ থেকে শুরু হচ্ছে এয়ার টিকেট অফার। যাদের IELTS নুন্যতম 6.5 অথবা Dulingo স্কোর 110 তারা এই অফারের জন্য প্রযোজ্য হবেন। সর্বোচ্চ ১০ জন ভিসা প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীকে এয়ার টিকেট দিবে EC Global.
এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ইসি গ্লোবালের সাথে যোগাযোগ করে জানা যাবে।

স্টুডেন্ট ভিসায় আমেরিকা আসতে আগ্রহীদের জন্য আমাদের অফার

প্যাকেজ/নন প্যাকেজ

- ❑ Language Course (Without IELTS)
- ❑ Associate/Bachelor Course IELTS/Dulingo/English Medium
- ❑ Masters Course : IELTS/Dulingo/Moi/Letter of intent / Recomendation
- ❑ Funding and Scholership Need GRE and More...

CONTACT US
www.ecgloballink.com
Global Link LLC

ইসি গ্লোবাল অনুমোদিত এজেন্ট

International American University | WESTCLIFF UNIVERSITY Educate. Inspire. Empower. | Washington University of Science and Technology

7804-32nd Avenue
East Elmhurst NY 11370
Tel: 929-586-6559
ecgloballinkllc@gmail.com

New York
37-55 72nd St
NY-11372

Michigan
Farid Uddin Shiblu
586-272-3900

California
Abu Zafar Siddiqi
213-804-0306

Contact Bangladesh:

In Dhaka
- Mesbah Shemul
Country Coordinator
Cell: 01912-912-866
shemulsust@gmail.com
- Geoplus Consultency
51/51 A Resourcedful Psltan City
Purana Paltan, Dhaka
01789-194861

In Sylhet
- Global Immigation Watch
01711 922122
- J. Square Consultency
01973-413258
- Geoplus Consultency
01842-718024
- Green Consultency
001964193969

In Chattogram
- B27 Haheymoon Tower #1
D.T Road, Pahartali,CTG
01846-404161

In Rajshahi
- Shbbir
01782-370-181

In Khulna (Jashore)
Baizid , 01911 579210

বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে আন্তর্জাতিক চক্র

১২ পৃষ্ঠার পর

উঠতেন কিনা, তা নিয়েও আছে সন্দেহ।

যেভাবে অনুসন্ধান :২০২০ সালের অক্টোবরে বীমা খাতের শেয়ারদর হুহু করে বাড়ার নেপথ্যে হিরোর ভূমিকার কিছু তথ্য আসে সমকালের কাছে। হিরোর কারসাজির খবর সংগ্রহে গেলে সাকিবের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। এই দুজন কীভাবে একত্র হলেন- সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ২০২১ সালের জানুয়ারিতে জাভেদ এ মতিনের সন্ধান পাওয়া যায়। একই সঙ্গে প্রাথমিক এ তথ্যও আসে, এই তিনজনকে এক করতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ এক নিয়ন্ত্রক সংস্থার শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে। পরের বছরাধিককালে শেয়ার কারসাজি থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্টদের মানি লন্ডারিং-সংক্রান্ত অনেক তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে সমকাল। তবে অনুমিত হয়, এগুলো আংশিক এবং অনেক কিছু অজানা রয়েছে।

কে এই জাভেদ :যুক্তরাষ্ট্রে নানা নথি এবং বাংলাদেশে নেওয়া জাতীয় পরিচয়পত্রে পুরো নাম জাভেদ এ মতিন। নামের ইংরেজি বানান কিছুটা ব্যতিক্রম- ঔধাবফ অুব্ল গধঃরহ। আদি নিবাস কুমিল্লায়। এখন বয়স ৬৩ বছর। লেখাপড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগে। ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে ভাগ্যবদলের আশায় যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন। ভাগ্য ফেরায় স্থায়ী আবাস গড়েন ক্যালিফোর্নিয়ার অভিজাত এলাকা ডায়মন্ড বারে।

১৯৯৯ সালে জাভেদ একটি পাবলিক সেল কোম্পানি কেনেন। আগের নাম বদলে নতুন নামকরণ করেন ভেলটেক্স করপোরেশন। নিজে চেয়ারম্যান ও সিইও হন। ২০০১ সালের ২৩ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রে ছোট কোম্পানির শেয়ারবাজার ইউএস ওটিসিতে (ওভার দ্য কাউন্টার) কোম্পানিটি তালিকাভুক্ত করেন। এ কোম্পানির ব্যবসা ছিল মূলত তৈরি পোশাক আমদানি করে বিক্রি করা। কোম্পানিটি বাংলাদেশ থেকেও তৈরি পোশাক আমদানি করত।

৪০ বছর পর ২০২০ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন জাভেদ। যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে জাল-জালিয়াতি ও প্রতারণার একাধিক মামলা থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে আসতে পারেন তিনি। ২০২০ সালের নভেম্বরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় পাসপোর্টও (নম্বর-৬৫৪২১৩৫৮৬) নিয়েছিলেন। পালিয়ে আসার আগে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে উবার চালকের কমিশনের টাকা ঢোকার তথ্য মিলেছে।

জাভেদকে সহায়তাকারী বন্ধু পরিচয় দেওয়া নিয়ন্ত্রক সংস্থার শীর্ষস্থানীয় ওই কর্মকর্তা জানান, জাভেদ বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর তিন থেকে চার কোটি ডলারের পোশাক যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র জাভেদ ওই কর্মকর্তার তিন বছরের সিনিয়র। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে নয়, ২০ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে কোনো এক অনুষ্ঠানে দেখা-সাক্ষাৎ সূত্রে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে শেয়ার কারসাজি :জাভেদ মতিন ২০০৪ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ওটিসি শেয়ারবাজারে নিজের কোম্পানি ভেলটেক্স করপোরেশনের শেয়ার কারসাজির দায়ে অভিযুক্ত। ক্যালিফোর্নিয়ার একটি আদালতে ২০১২ সালে ১০ কোটি ২৮ লাখ ডলার বা বাংলাদেশি মুদ্রায় হাজার কোটি টাকার বেশি জরিমানা হয়।

ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন ইয়াহু ফাইন্যান্সে অনুসন্ধানে দেখা যায়, তালিকাভুক্তির পরের বছর ২০০২ সালের ২৬ আগস্ট ভেলটেক্সের শেয়ার ১০ সেন্টে কেনাবেচা হয়। কিন্তু এর মাত্র দুই সপ্তাহ পর ওই বছরের ১৬ সেপ্টেম্বর এ শেয়ারটিরই দর সর্বনিম্ন সাড়ে ৪ ডলার থেকে শুরু হয়ে সর্বোচ্চ সাড়ে ৯ ডলারে ওঠে। ২০০৩ সালের ২৭ অক্টোবর শেয়ারটির দর আবার ২১ সেন্টে নামে। দরের এই অস্বাভাবিক উত্থান-পতনে জাভেদ মতিনের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল কিনা, তার তথ্য মেলেনি।

তবে ২০০৪ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সময়ে কারসাজির ঘটনায় করা অভিযোগপত্র ও জরিমানার আদেশ সূত্রে জানা যায়, ফের শেয়ারটির দর বাড়াতে একের পর এক কোম্পানির মুনাফা ও সম্পদ বৃদ্ধির তথ্য প্রচার করেন জাভেদ। তিনি কানাডায় ভেলটেক্স কানাডা ও ভেলটেক্স এক্সপোরার নামে দুটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গঠন এবং বাংলাদেশের কুমিল্লায় ভেলভেট টেক্সটাইল মিল নামে একটি পোশাক কারখানা স্থাপন ও ঢাকার অদূরে টঙ্গীর কেসিএ গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ নামে একটি কোম্পানি অধিগ্রহণের ঘোষণা দেন।

এসব ঘোষণায় ভেলটেক্সের শেয়ারদর ৩০ সেন্ট থেকে সাড়ে ৩ ডলার ছাড়ায়। এসব প্রচারের অংশ হিসেবে জাভেদের একটি ভিডিও সাক্ষাৎকার ইউটিউবে এখনও আছে। কারসাজির আলামত পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইউএস এসইসি তদন্ত করে প্রমাণ পায়, জাভেদের প্রচার করা ওই সব মুনাফা, সম্পদ বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশে কারখানা স্থাপনের সব তথ্যই ছিল ভুয়া ও প্রতারণামূলক।

যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইউএস এসইসি এ ঘটনায় জাভেদের বিরুদ্ধে সব ধরনের শেয়ার ইস্যু ও লেনদেনে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পাশাপাশি দেশটির ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট আদালতে মামলা করে। ওই মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, জাভেদ নিজের অপর শতভাগ মালিকানাধীন অনিবন্ধিত কোম্পানি উইলশায়ার ইকুইটির নামে ভেলটেক্সের প্রায় ১ কোটি ৫ লাখ শেয়ার ইস্যু করেন। এ কাজে তাঁকে সহায়তা করেন ভেলটেক্সের তৎকালীন হিসাবরক্ষক পাকিস্তানপ্রবাসী মাজহার-উল হক। শেয়ার ইস্যুর পরপরই মাজহারকে দিয়ে শেয়ার বিক্রি করিয়ে মোট ৬৫ লাখ ডলার পান তিনি।

কিন্তু ইউএস এসইসির এ মামলা করার আগেই ভেলটেক্সের এক শেয়ারহোল্ডারের করা অন্য মামলায় নিজ কোম্পানি থেকে অপসারিত হন জাভেদ। এর পর ভেলটেক্স করপোরেশনই প্রতারণার ঘটনায় জাভেদের বিরুদ্ধে ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট আদালতে ২০১০ সালে মামলা করে। এ মামলায় আদালত জাভেদকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ কোটি ডলার জরিমানা করেন। জরিমানা আংশিক পরিশোধও করেননি জাভেদ। এ জন্য তিন মাস অন্তর আদালতের আদেশে জরিমানার অঙ্ক বেড়েই চলেছে।

তবে জাভেদ তো হাওয়া!

হংকংয়ের ব্যবসায়ীর অর্থ আত্মসাৎ :যুক্তরাষ্ট্রে শেয়ার কারসাজির পথ বন্ধ হওয়ার পর জাভেদ নতুন কোনো জালিয়াতির পথ খুঁজছিলেন। ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মোনার্ক হোল্ডিংস ইনকরপোরেশন নামে একটি অনিবন্ধিত কোম্পানি খোলেন। এ কোম্পানি হংকংয়ের স্বনামধন্য বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ফার্স্ট ইস্টার্ন ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের এজেন্ট পরিচয় দিয়ে হংকংভিত্তিক কোম্পানি মিং গ্লোবাল লিমিটেডের কাছ থেকে বিনিয়োগ চেয়ে যোগাযোগ করে। এ কাজে জাভেদের বান্ধবী ফিলিপাইনের নাগরিক মারিয়া ভেরোনিকা সহায়তা করেন। মিং গ্লোবাল লিমিটেড তাদের প্রস্তাবে বিশ্বাস রেখে মোনার্ক হোল্ডিংস ইনকরপোরেশনের যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংক অব আমেরিকা ও ইউএস ব্যাংকে ১ কোটি ৩৩ লাখ ২৮ হাজার ৮০৩ ডলার পাঠায়। ওই অর্থই বাংলাদেশসহ অন্যত্র পাচার করেছেন জাভেদ। এ প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় মিং গ্লোবাল যুক্তরাষ্ট্রে একটি মামলা করেছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) অভিযোগ করেছে। এ-সংক্রান্ত নথি সমকালের হাতে আছে।

পাচারের অর্থ বাংলাদেশে :হংকংয়ের মিং গ্লোবাল থেকে আনা প্রতারণার অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকে ঢোকার পরই তা অন্যত্র সরানোর ফন্দি আঁটেন জাভেদ। যুক্তরাষ্ট্রে থাকা এবং এ অর্থ ভোগ করা কঠিন হবে ভেবে ওই অর্থ বাংলাদেশসহ অন্যত্র পাচার করেন। যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের আদেশে জাভেদের মোনার্ক হোল্ডিংস ইনকরপোরেশনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট হাতে পেয়েছিল মিং গ্লোবাল। সেসব স্টেটমেন্ট পরীক্ষা করে দেখা যায়, জাভেদ মতিন তাঁর মোনার্ক হোল্ডিংস ইনকরপোরেশনের যুক্তরাষ্ট্রের দুটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট (ইউএস ব্যাংকের ১৫৭৫-১৭৮৪-৫৪৮১ নম্বর এবং ব্যাংক অব আমেরিকার ৩২৫১-২৮৮৫-৮০৯৭ নম্বর) থেকে বাংলাদেশের এক নিয়ন্ত্রক সংস্থার শীর্ষস্থানীয় এক কর্মকর্তার কাছে এবং তাঁর কোম্পানি জিন বাংলা ফেব্রিক্স ও ইস্টার্ন ব্যাংকের মালিকানাধীন ব্রোকারেজ হাউস ইবিএল সিকিউরিটিজে মোট ৯ লাখ ১৪ হাজার ৮৬৫ ডলার পাঠান। বাংলাদেশে এ টাকা এসেছে ২০২০ সালের জুলাই থেকে নভেম্বর সময়ে। এ ক্ষেত্রে মিথ্যা ঘোষণা দিয়েছেন জাভেদ।

প্রাপ্ত নথিতে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে জাভেদের মোনার্ক হোল্ডিংস ইনকরপোরেশনের ব্যাংক অব আমেরিকার অ্যাকাউন্ট থেকে ২০২০ সালের ১৯ জুন ৬০ লাখ টাকা বা তার সমপরিমাণ ৭৩ হাজার ৩৫৯ ডলার ওই শীর্ষস্থানীয় ও প্রভাবশালী কর্মকর্তার সাউথইস্ট ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে পাঠানোর নির্দেশনা দেন জাভেদ। একই বছরের ২৯ জুন আরও ৩২ লাখ টাকা বা ৩৯ হাজার ৩৭৪ ডলার, ১ জুলাই ৩৫ লাখ টাকা বা ৪৩ হাজার ৩৯ ডলার পাঠানোর নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি।

আবার একই বছর শীর্ষস্থানীয় ওই কর্মকর্তার একই ব্যাংক হিসাবে ৭ জুলাই ২৫ লাখ ও ৮ জুলাই ১ কোটি টাকা পাঠানোর নির্দেশ দেন। এভাবে ওই কর্মকর্তার অ্যাকাউন্টে মোট ২ লাখ ৭৭ হাজার ৯২৪ ডলার পাঠিয়েছেন জাভেদ। টাকা পাঠানোর কারণ হিসেবে জাভেদ তাঁর পারিবারিক সদস্য হিসেবে আর্থিক সহায়তার কথা উল্লেখ করেন। তবে মিং গ্লোবাল ২০২১ সালের জুন মাসে দুদকে অর্থ পাচারের অভিযোগ করার পর একই বছরের আগস্টে নিয়ন্ত্রক সংস্থার ওই কর্মকর্তা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে টাকা ফেরতের নাটক তৈরি করেন। তিনি ঢাকার বিচারক শাম্মী আখতারের তৃতীয় যুগ্ম জজ আদালতে একটি ইন্টারপ্লিডার স্যুটে (প্রকৃত দাবিদার নিরূপণের মোকদ্দমা) দাবি করেন, জাভেদের কাছ সাভারের একটি ভবনের দুটি ফ্লোর ভাড়ার চুক্তির অগ্রিম হিসেবে ২ কোটি ৭২ লাখ টাকা নিয়েছেন।

এ ছাড়া ওই কর্মকর্তার পুরোনো গার্মেন্ট কোম্পানি জিন বাংলা ফেব্রিক্সের মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ২০২০ সালের ১৩ জুলাই ২৫ লাখ টাকা এবং ৪ জুলাই ১ কোটি ৪০ লাখ টাকার পণ্য ক্রয় বাবদ মোট ২ লাখ ২ হাজার ৫৮১ ডলার ৯১ সেন্ট পাঠানোর নির্দেশ দেন জাভেদ। এর পর ১৭ জুলাই ২ লাখ ১৬ হাজার ডলার ও ২০ জুলাই ১ লাখ ৪৫ হাজার ডলারসহ মোট ৫ লাখ ৬৩ হাজার ৫৮১ ডলার ৯১ সেন্ট পরিশোধের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে টাকা পাঠানোর কারণ হিসেবে স্টক লট ক্রয় বলে উল্লেখ করেন জাভেদ। জিন বাংলা ফেব্রিক্স কোম্পানির ব্যবসা কার্যক্রম ২০১৬ সাল থেকে বন্ধ- সমকালের এ প্রতিবেদকের প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানান জাভেদকে সহায়তাকারী নিয়ন্ত্রক সংস্থার শীর্ষস্থানীয় ওই কর্মকর্তা। তাঁর দাবি, জিন বাংলা ফেব্রিক্স একসময় তাঁরই মালিকানাধীন ছিল এবং এখন কোম্পানিটি তাঁর চাচা আরিফুল ইসলামের। জাভেদের পাঠানো টাকা তিনি নেননি বলেও দাবি করেন।

সমকালের অনুসন্ধানে মিলেছে জিন বাংলা ফেব্রিক্সের মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের যে অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়েছেন জাভেদ, সেটি ওই কর্মকর্তাই খুলেছেন। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং এ ব্যাংকের স্টেটমেন্টে তাঁর নাম, বাসার ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র নিশ্চিত করেছে, এ অ্যাকাউন্টের টাকা তাঁর চেক স্বাক্ষরে ওঠানো হয়েছে এবং তাঁর আবেদনেই অ্যাকাউন্টটি গত বছর বন্ধ করা হয়েছে। এর প্রমাণ সমকালের কাছে আছে জানালে ওই কর্মকর্তা বলেন, তিনি কেবল চাচাকে সহায়তা করেছেন। এর বাইরে ব্যাংক অব আমেরিকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ইবিএল সিকিউরিটিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে একবারে ৬০ লাখ টাকা বা ৭৩ হাজার ৩৫৯ ডলার ১৪ সেন্ট পাঠানোর জন্য নির্দেশনা ছিল ২০২০ সালের ১৯ জুন। এ টাকা পাঠানোর কারণ হিসেবে সেবা ক্রয় উল্লেখ করা হয়। কিন্তু কী সেবা ক্রয় করেছিল, তার উল্লেখ নেই। প্রকৃতপক্ষে শেয়ারে লগ্নির জন্যই এ টাকা পাঠান জাভেদ।

নিয়ন্ত্রক সংস্থার ভূমিকা :কারসাজি করে অর্থ আয়ের প্রমাণ মেলায় যুক্তরাষ্ট্রের আদালত জাভেদসহ সংশ্লিষ্টদের ১০ কোটি ডলার জরিমানা করলেও বাংলাদেশে কারসাজি করে বহাল তবিয়তে অবস্থান করছেন জাভেদ। তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা, তাঁকে ব্রোকারেজ লাইসেন্স দিয়েছে শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি।

সমকালের কাছে তথ্য আছে, এই লাইসেন্স দেওয়ার আগেই দেশের শেয়ারবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলামকে অর্থ পাচার রোধে দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থবিষয়ক তদন্ত সংস্থা বিএফআইইউর তৎকালীন প্রধান আবু হেনা মো. রাজি হাসান ই-মেইলে জাভেদের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে মামলা এবং সে দেশের শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক বড় অঙ্কের জরিমানার তথ্য নিশ্চিত করেছিলেন। ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত কেউ পরিচালক পদে থাকলে ব্রোকারেজ হাউসের লাইসেন্স দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও জাভেদ লাইসেন্স পেয়েছেন।

গত দুই বছরে স্টক এক্সচেঞ্জের তদন্তে শেয়ার কারসাজির ঘটনায় হিরো ও সাকিবের সঙ্গে জাভেদের বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ক্যান্ডেলস্টোনের নাম এসেছে। গত ২৯ মার্চ থেকে ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত সময়কালে শিল্পোন্নয়নের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইপিডিসির শেয়ার নিয়ে কারসাজি করে রিয়েলাইজড ও আনরিয়েলাইজড (বিক্রীত ও অবিক্রীত শেয়ারের মুনাফা) মিলে ৩৯ কোটি টাকা মুনাফা করার দায়ে গত ৩০ অক্টোবর আবুল খায়ের হিরো গংকে মাত্র দেড় কোটি টাকা জরিমানা করেছে বিএসইসি। এ চক্রে ক্যান্ডেলস্টোন ইনভেস্টমেন্ট পার্টনার লিমিটেড গ্রোথ এসিসি নামে একটি ফান্ডের নামও এসেছে, যার মালিকানায় আছেন জাভেদ মতিন। এর বাইরে আরও কয়েকটি কারসাজির ঘটনায় জাভেদের সম্পৃক্ততার তথ্য মিলেছে। ব্যাপক সমালোচনার প্রেক্ষাপটে প্রতিটি ঘটনায় শুধু হিরো বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামমাত্র জরিমানা করছে বিএসইসি।

কোম্পানি গঠনে প্রতারণা :বাংলাদেশে মোনার্ক হোল্ডিংস লিমিটেড নামে কোম্পানি গঠনে যৌথ মূলধনি কোম্পানিগুলোর নিবন্ধকের কার্যালয়ে (আরজেএসসি) নথিতে নিজের ঠিকানা হিসেবে বাড়ি নম্বর-২, সড়ক-২ এবং বারিধারা, গুলশান ঠিকানা উল্লেখ করেছেন। আদতে ওই ঠিকানা একটি হোটেলের।

কথা বলবেন না জাভেদ :জাল-জালিয়াতি ও প্রতারণার বিষয়ে জাভেদ এ মতিনের ভাষ্য জানতে তাঁর ব্রোকারেজ হাউস মোনার্ক হোল্ডিংসের মতিঝিলের সিটি সেন্টারে গত জুলাই থেকে কয়েক দফায় এ প্রতিবেদক গিয়েছিলেন। মোনার্ক হোল্ডিংসের সিইও আলমগীর হোসেনের মাধ্যমে জাভেদ মতিনের সাক্ষাৎ চাওয়া হলে দিতে অস্বীকৃতি জানান জাভেদ। কয়েক দফার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে গত ১৫ অক্টোবর জাভেদ মতিনের মোবাইল ফোনে কল দিলে তিনি ধরেন। কিন্তু প্রতিবেদকের পরিচয় পেয়ে অন্য একজনকে ফোন ধরিয়ে দেন। ওই ব্যক্তি নিজেকে জাভেদ মতিনের কাজিন পরিচয় দিয়ে বলেন, জাভেদ ভাই এখন নেই। আমরা কুমিল্লার বার্ডের একটি অনুষ্ঠানে। তিনি (জাভেদ) এলে জানাব। জানতে চাইলে ওই ব্যক্তি তাঁর নাম শহিদুল হক বলে জানান। এরপর কয়েক দিন ফোন করা হলেও কেউ ধরেননি।-সুত্র সমকাল

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ ৬৮ বার পেছাল

১৩ পৃষ্ঠার পর

মোট ৬৮ বার সময় নেওয়া হয়েছে। চুরি হওয়া রিজার্ভের অন্তত ৮১ মিলিয়ন ডলার ম্যানিলা-ভিত্তিক আরসিবিসি'র অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়। সেখান থেকে ফিলিপাইনের ক্যাসিনোগুলোতে সেগুলো ব্যয় করা হয়।

২০১৬ সালের ১৫ মার্চে মতিঝিল থানায় বাংলাদেশ ব্যাংকের উপপরিচালক (হিসাব ও বাজেট) জোবায়ের বিন হুদা মামলাটি করেন। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ আরসিবিসি থেকে ১৫ মিলিয়ন ডলার এবং শ্রীলঙ্কার একটি ব্যাংকে পাঠানো আরও ২০ মিলিয়ন ডলার উদ্ধার করেছে। চলতি বছরের ১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংক যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে রিজাল ব্যাংকের বিরুদ্ধে চুরি হওয়া ৬৬ মিলিয়ন ডলার উদ্ধারের জন্য মামলা করে।

প্রযোজনা ও বিশ্বপরিবেশনা
ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড
INSPIRED BY TRUE EVENTS
Bioskope Films
USA & Canada
Distributions
মহাসমারোহে শুভমুক্তি
শুক্রবার, ১৮ নভেম্বর, ২০২২
Jamaica Multiplex Cinemas
159-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY-11432
FRIDAY 11/18/2022 : 1:30pm 4:20pm 7:10pm 10:00pm
SATURDAY 11/19/2022 : 1:30pm 4:20pm 7:10pm 10:00pm
SUNDAY 11/20/2022 : 1:30pm 4:20pm 7:10pm 10:00pm
MONDAY 11/21/2022 : 1:30pm 4:20pm 7:10pm 10:00pm
TUESDAY 11/22/2022 : 1:30pm 4:20pm 7:10pm 10:00pm
WEDNESDAY 11/23/2022 : 1:30pm 4:20pm 7:10pm 10:00pm
THURSDAY 11/24/2022 : 1:30pm 4:20pm 7:10pm 10:00pm
টিকিট: অনলাইন
https://www.showcasecinemas.com
/showtimes/jamaica-multiplex-cinemas
এবং হলের টিকিট কাউন্টারে
T SPORTS
PRESENTS
ইমপ্রেস টেলিফিল্ম এর ছবি
দামাল
একটি রায়হান রাফী চলচ্চিত্র
POWERED BY
Kings
HAVAS MEDIA
jaaz

‘অচলাবস্থা’য় পড়তে পারেন বাইডেন

৭ পৃষ্ঠার পর

বলেছেন,গণমাধ্যম ও বিশ্লেষকরা ধারণা করেছিলেন যে রিপাবলিকানদের ব্যাপক বিজয়ের সম্ভাবনা আছে,বাস্তবে তা ঘটেনি।

তবে তিনি দেখেছেন, কীভাবে ডেমোক্র্যাটদের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত নিউইয়র্কসহ বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে রিপাবলিকান প্রার্থীদের জয় হয়েছে। এ ঘটনা শুধু তার জন্যই নয় তার দলের জন্যও,অশনি সংকেত।

১৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার বিবিসির সংবাদ বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, বহু উপদলে বিভক্ত রিপাবলিকানদের এক করা যাবে এমন নিশ্চয়তা নেই। তবে তারা সম্মিলিতভাবে বাইডেনকে,বিপদে ফেলার ক্ষমতা রাখেন। এমন সুযোগ আসলে তারা তা কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন।

প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে রিপাবলিকানরা যেহেতু এখন সরকারের সব কমিটিতে থাকবেন, তাই এ কথা বলা যায় যে, আগামী দিনগুলোয় দেশ চালাতে,অচলাবস্থায় পড়তে পারেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। বলা বাহুল্য,বাইডেনের ,অচলাবস্থায় ভুগতে পারে অন্যান্য দেশও।

বাইডেন পরিবারের বিরুদ্ধে তদন্তকে অগ্রাধিকার দেবে রিপাবলিকানরা

ওয়াশিংটন ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা বলেছেন, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে তদন্তকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তাদের তদন্তের আওতায় থাকবে প্রেসিডেন্টের ছেলে হান্টার বাইডেনের বৈদেশিক বাণিজ্যিক লেনদেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এখবর জানিয়েছে।

প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত হওয়ার একদিন পর দলটির আইনপ্রণেতারা বলেছেন, প্রেসিডেন্টের পরিবারের বিরুদ্ধে তদন্ত করা তাদের শীর্ষ অগ্রাধিকার। ৫২ বছর বয়সী হান্টার বাইডেন ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তের আওতায় রয়েছেন। তবে এখনও তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আনা হয়নি। অবশ্য তিনি প্রশাসনের কোনও পর্যায়ে কোনও দায়িত্বে নেই।

কিন্তু শীর্ষ রিপাবলিকানরা জোর দিয়ে বলছেন, তাদের তদন্তে নিশ্চিত হওয়া যাবে ছেলের বাণিজ্যিক লেনদেনে জো বাইডেনের ভূমিকা কতটুকু। বাইডেন যখন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেই সময়ও তদন্তের আওতা থেকে বাদ যাবে না।

বৃহস্পতিবার (১৭ নভেম্বর) সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশ করা একটি অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদনে দলটির নেতারা যুক্তি তুলে ধরে দাবি করেছেন, পরিবারের বাণিজ্যিক লেনদেনের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের মিথ্যা বলেছেন।

প্রতিনিধি পরিষদের ওভারসাইট কমিটির নবাগত চেয়ারম্যান জেমস কোমার বলেন, পরিবারে প্রেসিডেন্টের অংশগ্রহণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে। আমি স্পষ্ট করতে চাই, এই তদন্ত জো বাইডেনকে ঘিরে। আগামী কংগ্রেসে এটিই হবে আমাদের মনোযোগের কেন্দ্র।

তারা অভিযোগ করছেন, হান্টার বাইডেন কর ফাঁকির মতো অপরাধ করেছেন। কিন্তু শিগগিরই তাকে শুনানিতে স্বাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সমন করার পরিকল্পনার কোনও ঘোষণা দেননি রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা।

হান্টার বাইডেনের এক আইনজীবী ক্রিস্টোফার ক্লার্ক বলেছেন, রিপাবলিকানদের ঘোষণার বিষয়ে তার মক্কেলের কিছু বলার নেই।

দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট জানায়, যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচনে নিম্নকক্ষে প্রেসিডেন্টের দল অধিকাংশ সময়ই হারে। নিম্নকক্ষে রিপাবলিকানদের জয়ে কংগ্রেসের ভারসাম্য এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের আসন সংখ্যা ২২০টি।

ডেমোক্র্যাটদের সিনেট জয়ে উচ্ছ্বসিত বাইডেন

৭ পৃষ্ঠার পর

ভোট প্রদানের মাধ্যমে ওই দলের আসনসংখ্যা ৫১তে উন্নীত করতে পারবেন।

সাধারণত হোয়াইট হাউসে যে দল ক্ষমতাসীন থাকে, কংগ্রেসে সেই দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় না। তবে এবারের নির্বাচনে উচ্চকক্ষ সিনেটে ডেমোক্রেটিক পার্টি জয়ী হয়েছে। নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের ভোট গণনা এখনও শেষ হয়নি, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এই কক্ষে এখনও এগিয়ে আছে রিপাবলিকান জনপ্রতিনিধিরা।

যদি উভয়কক্ষেই রিপাবলিক পার্টির জনপ্রতিনিধিরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতেন, সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের জন্য কোনো কাজ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ত। বিশেষ করে নতুন কোনো বিল আইন আকারে যদি তিনি পাস করাতে চাইতেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকান জনপ্রতিনিধিদের তা আটকে দেওয়ার ক্ষমতা থাকত।

এখন উচ্চকক্ষে ডেমোক্রেটিক পার্টি জয় বাইডেনের জন্য সুখবর, কিন্তু নিম্নকক্ষে বিরোধী রিপাবলিকান পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে খানিকটা হলেও ক্ষমতা হ্রাস হবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের। কারণ, নিম্নকক্ষের এ স্পিকার পদটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের পর যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামোর সবচেয়ে প্রভাবশালী পদ।

তবে এক প্রতিবেদনে বিবিসি জানিয়েছে, কোনো দলের প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় থাকাকালে আইনসভার কোনো কক্ষে ওই দলের জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের ঘটনা ২০ বছর পর ঘটল যুক্তরাষ্ট্রে। সূত্র : বিবিসি

দাম্পত্য সঙ্গী পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ার বড় একটি কারণ

৫৮ পৃষ্ঠার পর

অর্থ উপার্জন করলে এবং পর্যাপ্ত সম্মান পাচ্ছে না মনে করলে, সম্ভাবনা থাকে অবিশ্বস্ত হয়ে যাওয়ার বা প্রতারণা করার।

কাং ব্যাখ্যা করেছেন যে, একজন সঙ্গী যদি অন্য জনের চেয়ে বাড়িতে বেশি টাকা উপার্জন করে নিয়ে আসেন কিন্তু তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করা হয় তখন এটা বিবেচনা করা যেতে পারে যে, তারা তাদের ভালোবাসা অন্যত্র বিলিয়ে দিচ্ছেন।

ফিমেল-এর সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি এ বিষয়ে একটি ব্যাখ্যাও দেন। তিনি বলেন, ‘একজন সঙ্গী অন্য জনের চেয়ে বেশি অর্থ উপার্জন করছেন, এর মানে এই নয় যে সে তার সঙ্গীর সঙ্গে প্রতারণা করবেন-ই। তবে এক্ষেত্রে সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে হবে, করতে হবে প্রশংসা। তাহলেই কেবল প্রতারণার ঝুঁকি এড়ানো যাবে।’

কাং এটাও উল্লেখ করেন যে, একজন উচ্চ পদধারী পুরুষকে সম্মান প্রদর্শন করাটা একজন মহিলার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, ‘পুরুষদের কাছে সম্মানটা অক্সিজেনের মতো, পুরুষরা সব সময় সম্মান আকাঙ্ক্ষা করে। আপনি যদি তাকে সম্মান করেন, তাহলে সে সবসময় আপনাকেই পেতে চাইবে।’

‘পুরুষরা জানে যে, তাদের একটা দায়িত্ব আছে। আর তা হলো তার সঙ্গিনীকে রক্ষা এবং সমর্থন করা। এক্ষেত্রে মহিলাদের দায়িত্ব হলো অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে তার সেই সমর্থন গ্রহণ করা। এবং তার প্রচেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞতা দেখানো।’

‘উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো পুরুষ বুঝতে পারে যে, সে তার সঙ্গিনীকে যা দিচ্ছে তা তার জন্য যথেষ্ট নয় তখন তিনি হীনমন্যতায় ভোগেন। তখন যে তাকে মূল্যবান মনে করে তার দিকে আগ্রহী হয়।’

‘অনুরূপভাবে যদি কোনো মহিলা সব সময় বিরক্তি প্রকাশ করেন, অন্য পুরুষের সঙ্গে তুলনা করেন এবং তাকে সব সময় সমালোচনা করেন তাহলেও পুরুষটি অন্যত্র ঝুঁকে পড়তে শুরু করেন।’কাং তার তত্ত্বকে একটি কর্মক্ষেত্রে দৃশ্যকল্পের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ‘আপনি যদি কাজে এসেই সবকিছু সম্পর্কে অভিযোগ করতে থাকেন তাহলে কোনো সন্দেহ নেই যে, অফিস শিগগির আপনাকে অব্যাহতি পত্র ধরিয়ে দিয়ে অন্য লোক খুঁজবেন।’

‘উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার কোম্পানি আর্থিকভাবে এবং অফিসের দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয়, আপনাকে ভালো বোনাস দেয়, বিশেষ দিবসে জাঁকজমক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, কিন্তু তারপরও আপনি সব সময় মুখ গোমড়া করে থাকেন এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অভিযোগ করতে থাকেন তাহলে কোনো এক সময় তারা আপনাকে বের হওয়ার দরজা দেখিয়েই দিবে।’ তাই সম্পর্কের ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট থাকা ও কৃতজ্ঞতা দেখানো অত্যন্ত জরুরি। তথ্যসূত্র: ডেইলি মেইল

২০ নভেম্বর চট্টগ্রাম এসোসিয়েশনের অব নর্থ আমে রিকা ইনক এর সাধারণ সভা

৫৮ পৃষ্ঠার পর

বর্তমান কার্যকরী পরিষদ বিলুপ্তি, অন্তর্বর্তী কালীন কমিটি গঠন ও অনুমোদন ও ২০২১-২০২২ এর আয়-ব্য য় হিসাব ।

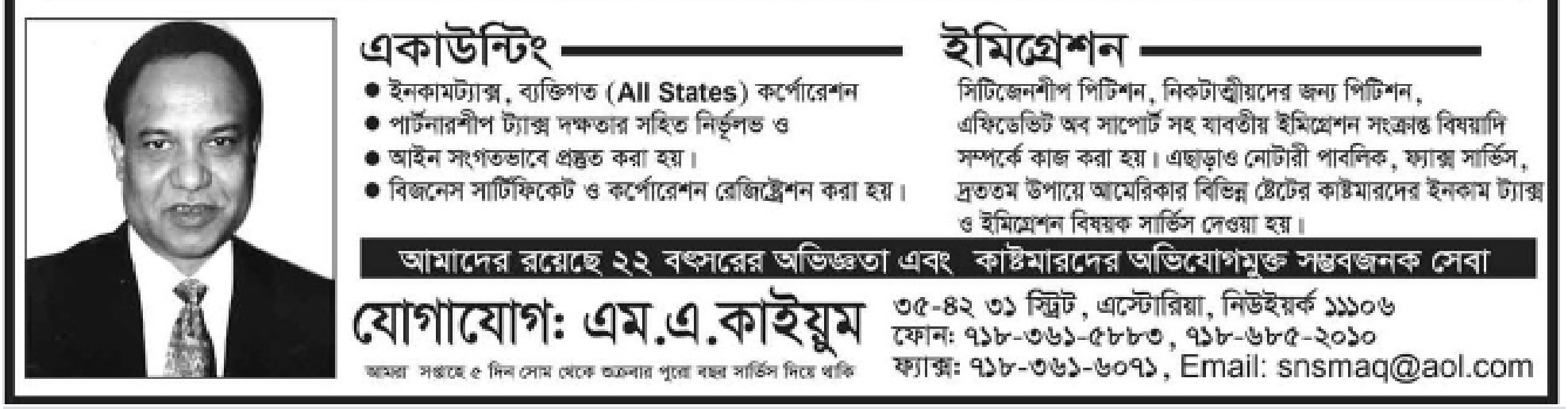

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কাতার বিশ্বকাপ সময়সূচি

নিউইয়র্ক সময় অনুযায়ী সূচি

গ্রুপ-এ

২০ নভেম্বর	কাতার-ইকুয়েডর	সকাল ১১:০০
২১ নভেম্বর	সেনেগাল-নেদারল্যান্ডস	সকাল ১১:০০
২৫ নভেম্বর	কাতার-সেনেগাল	ভোর ৮:০০
২৫ নভেম্বর	নেদারল্যান্ডস-ইকুয়েডর	সকাল ১১:০০
২৯ নভেম্বর	নেদারল্যান্ডস-কাতার	সকাল ১০:০০
২৯ নভেম্বর	সেনেগাল-ইকুয়েডর	সকাল ১০:০০

গ্রুপ-বি

২১ নভেম্বর	ইংল্যান্ড-ইরান	সকাল ৮:০০
২১ নভেম্বর	যুক্তরাষ্ট্র-ওয়েলস	দুপুর ২:০০
২৫ নভেম্বর	ওয়েলস-ইরান	ভোর ৫:০০
২৫ নভেম্বর	ইংল্যান্ড-যুক্তরাষ্ট্র	দুপুর ২:০০
২৯ নভেম্বর	ইরান-যুক্তরাষ্ট্র	দুপুর ২:০০
২৯ নভেম্বর	ইংল্যান্ড-ওয়েলস	দুপুর ২:০০

গ্রুপ-সি

২২ নভেম্বর	আর্জেন্টিনা-সৌদি আরব	ভোর ৫:০০
২২ নভেম্বর	মেক্সিকো-পোল্যান্ড	সকাল ১১:০০
২৬ নভেম্বর	পোল্যান্ড-সৌদি আরব	সকাল ৮:০০
২৬ নভেম্বর	আর্জেন্টিনা-মেক্সিকো	দুপুর ২:০০
৩০ নভেম্বর	আর্জেন্টিনা-পোল্যান্ড	দুপুর ২:০০
৩০ নভেম্বর	মেক্সিকো-সৌদি আরব	দুপুর ২:০০

গ্রুপ-ডি

২২ নভেম্বর	ডেনমার্ক-তিউনিসিয়া	সকাল ৮:০০
২২ নভেম্বর	ফ্রান্স-অস্ট্রেলিয়া	দুপুর ২:০০
২৬ নভেম্বর	তিউনিসিয়া-অস্ট্রেলিয়া	ভোর ৫:০০
২৬ নভেম্বর	ফ্রান্স-ডেনমার্ক	সকাল ১১:০০
৩০ নভেম্বর	তিউনিসিয়া-ফ্রান্স	সকাল ১০:০০
৩০ নভেম্বর	অস্ট্রেলিয়া-ডেনমার্ক	সকাল ১০:০০

নকআউট পর্ব

- এ১ — বি২: ৩ ডিসেম্বর; সকাল ১০:০০
- সি১ — ডি২: ৩ ডিসেম্বর; দুপুর ২:০০
- কোয়ার্টার ফাইনাল • ৯ ডিসেম্বর; দুপুর ২:০০
- ই১ — এফ২: ৫ ডিসেম্বর; সকাল ১০:০০
- জি১ — এইচ২: ৫ ডিসেম্বর; দুপুর ২:০০
- কোয়ার্টার ফাইনাল • ৯ ডিসেম্বর; সকাল ১০:০০
- সেমিফাইনাল • ১৩ ডিসেম্বর; দুপুর ২:০০
- বি১ — এ২: ৪ ডিসেম্বর; দুপুর ২:০০
- ডি১ — সি২: ৪ ডিসেম্বর; সকাল ১০:০০
- কোয়ার্টার ফাইনাল • ১০ ডিসেম্বর; দুপুর ২:০০
- এফ১ — ই২: ৬ ডিসেম্বর; সকাল ১০:০০
- এইচ১ — জি২: ৬ ডিসেম্বর; দুপুর ২:০০
- কোয়ার্টার ফাইনাল • ১০ ডিসেম্বর; সকাল ১০:০০
- সেমিফাইনাল • ১৪ ডিসেম্বর; দুপুর ২:০০
- ফাইনাল • ১৮ ডিসেম্বর; সকাল ১০:০০
- তৃতীয় স্থান নির্ধারণী • ১৭ ডিসেম্বর; সকাল ১০:০০

গ্রুপ-ই

২৩ নভেম্বর	জার্মানি-জাপান	সকাল ৮:০০
২৩ নভেম্বর	স্পেন-কোস্টারিকা	সকাল ১১:০০
২৭ নভেম্বর	জাপান-কোস্টারিকা	ভোর ৫:০০
২৭ নভেম্বর	স্পেন-জার্মানি	দুপুর ২:০০
১ ডিসেম্বর	স্পেন-জাপান	দুপুর ২:০০
১ ডিসেম্বর	কোস্টারিকা-জার্মানি	দুপুর ২:০০

গ্রুপ-এফ

২৩ নভেম্বর	মরক্কো-ক্রোয়েশিয়া	ভোর ৫:০০
২৩ নভেম্বর	বেলজিয়াম-কানাডা	দুপুর ২:০০
২৭ নভেম্বর	বেলজিয়াম-মরক্কো	সকাল ৮:০০
২৭ নভেম্বর	ক্রোয়েশিয়া-কানাডা	সকাল ১১:০০
১ ডিসেম্বর	ক্রোয়েশিয়া-বেলজিয়াম	সকাল ১০:০০
১ ডিসেম্বর	কানাডা-মরক্কো	সকাল ১০:০০

গ্রুপ-জি

২৪ নভেম্বর	সুইজারল্যান্ড-ক্যামেরুন	ভোর ৫:০০
২৪ নভেম্বর	ব্রাজিল-সার্বিয়া	দুপুর ২:০০
২৮ নভেম্বর	সার্বিয়া-ক্যামেরুন	ভোর ৫:০০
২৮ নভেম্বর	ব্রাজিল-সুইজারল্যান্ড	সকাল ১১:০০
২ ডিসেম্বর	সার্বিয়া-সুইজারল্যান্ড	দুপুর ২:০০
২ ডিসেম্বর	ব্রাজিল-ক্যামেরুন	দুপুর ২:০০

গ্রুপ-এইচ

২৪ নভেম্বর	উরুগুয়ে-দক্ষিণ কোরিয়া	সকাল ৮:০০
২৪ নভেম্বর	পর্তুগাল-ঘানা	সকাল ১১:০০
২৮ নভেম্বর	ঘানা-দক্ষিণ কোরিয়া	সকাল ৮:০০
২৮ নভেম্বর	পর্তুগাল-উরুগুয়ে	দুপুর ২:০০
২ ডিসেম্বর	পর্তুগাল-দক্ষিণ কোরিয়া	সকাল ১০:০০
২ ডিসেম্বর	উরুগুয়ে-ঘানা	সকাল ১০:০০

লংআইল্যান্ডে বাংলাদেশি মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ সুপার মার্কেট

ISLAND FRESH SUPERMARKET

241-11 Linden Blvd, Elmont, NY 11003

Tel : 516-285-9000

Island Fresh SUPERMARKET

GRAND OPENING

প্রতিদিন ভোর ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা

18th November 2022 5pm

সম্মানিত সুধি, শুভেচ্ছা

আগামী ১৮ নভেম্বর ২০২২ ইংরেজি, রোজ শুক্রবার বিকাল ৫ ঘটিকায় লংআইল্যাণ্ডের Elmont এ বাংলাদেশি মালিকানাধীন ১৫০টির বেশী গাড়ী পার্কিং এর সুবিধাসহ বিশাল সুপার মার্কেট শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে।

আপনারা সবাই সবান্ধবে আমন্ত্রিত।

বাংলাদেশি, এশিয়ান ও আমেরিকার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বিশাল সমাহার

আমন্ত্রণে

কামরুজ্জামান কামরুল
718-971-4769

মনসুর এ চৌধুরী
917-662-0916

Grand Opening উপলক্ষে আমাদের রয়েছে বিশাল সেল নভেম্বর (১৮-৩০)

নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন

নিউইয়র্ক: নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনকের কার্যকরী কমিটি ২০২২-২০২৪ সেশনের পুর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ উজ্জ্বল বিপুল সাধারণ সম্পাদক আসাদ জামান।

অন্যান্য কমিটির সদস্যরা হলেন: সিনিয়র সহ সভাপতি গোলাম এন হায়দার মুকুট, সহ সভাপতি শেখ আব্দুল মালেক, তানভীর মিলন, মো: ইউসুফ বিজু, মজিবুর রহমান বাবু, সোহেলা পারভীন বেবী, আব্দুর রশিদ বাবু, রুবেল চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গণেশ কীর্ত্তনিয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক গোলাম জিয়াউদ্দিন মনিফ, গোলাম খান লিপন, মেহেদী হাসান, জাহিদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মো: ইসহাক মিয়া, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক শহীদ জামান, অর্থ সম্পাদক শফিক খান, মহিলা সম্পাদিকা শিল্পী রাণী মন্ডল, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাওন ভূইয়া, সহ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক শ্রাবনী সরকার, প্রচার সম্পাদক নয়ন হোসেন,দপ্তর সম্পাদক ইব্রাহিম ভূইয়া, ক্রীড়া সম্পাদক মো: মিঠু মিয়া, সহ ক্রীড়া সম্পাদক শেখ অয়ন, আপ্যায়ন সম্পাদক মো: ওয়াজেদ মিয়া, সহ আপ্যায়ন সম্পাদক লোকমান হোসেন, আন্তর্জাতিক সম্পাদক মো: নেছার আহমেদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আশিফুল ইসলাম শাওন, সহ সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মোহাম্মদ লিটন, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আবুল কামাম আজাদ, কার্যকরী সদস্য সেলিম ইব্রাহিম, মিলন মোল্লা, তানভীর করিম, নাসিম খান, আজিজুল হক আরজু, মানিক ওয়াদুদ, মোহাম্মদ আলী, ইসরাত জাহান, সাইফুল আলম দুলাল, নীরঞ্জন শীল, শেখ শামীম আহমেদ, গালিব আজীম, জোবায়ের হোসেন, আবুল কালাম আজাদ কিরণ, আলবীন রোজারিও, সাইফুল ইসলাম শাহীন।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক এর সাথে সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের রেমিটেন্স পার্টনারশিপ চুক্তি

নিউইয়র্ক : বাংলাদেশের বেসরকারী ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক এর সাথে রেমিটেন্স পার্টনারশিপ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে নিউইয়র্কের সুনামধন্য মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানী সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস।

গত মঙ্গলবার (১৫ নভেম্বর) দুপুরে প্রতিষ্ঠানটি জ্যাকসন হাইটসের প্রধান কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এসময় ইউনাইটেড কর্মাশিয়াল ব্যাংক এর পক্ষে স্বাক্ষর করনে ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সৈয়দ ফরিদুল ইসলাম এবং সানম্যান এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ও সিইও মাসুদ রানা তপন এবং চিফ ফাইন্যানশিয়াল অফিসার (সিএফও) মোঃ আমিনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সানম্যান এর রেমিটেন্স পার্টনার এস এম মাইনুদ্দিন পিন্টু।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস এর সিইও মাসুদ রানা তপন বলেন, সানম্যান এক্সপ্রেস এর সাথে বাংলাদেশে যে ৮টি ব্যাংকের সাথে রেমিট্যান্স পার্টনারশীপ চুক্তি আছে। এখন থেকে তার অতিরিক্ত

ইউনাইটেডে কমার্শিয়াল ব্যাংক এর মাধ্যমেও প্রবাসীরা টাকা পাঠাতে পারবেন।

ইউনাইটেডে কমার্শিয়াল ব্যাংক এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সৈয়দ ফরিদুল ইসলাম বলেন, ব্যাংকটি বাংলাদেশের অন্যতম পুরনো বেসরকারী ব্যাংক। যেটি সকলের আস্থা রেখে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাংকটির ২০৯টি শাখা, ১৩২টি সাব-শাখা, ১৯০টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট, ৫৬৩টি এটিএম বুথ রয়েছে। এছাড়া ইউপে মোবাইল ওয়ালেট (টঢ়ধু গড়নরষব ডধষষবঃ) এ প্রায় ১৫,০০০,০০০ গ্রাহক আছেন। এছাড়া আমাদের ১,০০,০০০ এর বেশি এজেন্ট এর মাধ্যমে গ্রাহকরা পাঠানো রেমিটেন্স গ্রহন করতে পারবেন।

সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস এর সিইও মাসুদ রানা তপন বলেন, এখন থেকে সানম্যান এক্সপ্রেস এর বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে স্থানীয় সাংবাদিকদের কোন ফি লাগবে না। এছাড়া নতুন গ্রাহকদের প্রথম রেমিটেন্স পাঠাতে কোন ফি দিতে হয় না। সানম্যান এক্সপ্রেস এর মাধ্যমে গ্রাহকরা ইশধংয এ সাতদিনই টাকা পাঠাতে পারবেন বিনা ফিতে। এছাড়া সানম্যান এক্সপ্রেস এর মোবাইল এপস্ এর মাধ্যমে আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে গ্রাহকরা টাকা পাঠাতে পারবেন।

মাসুদ রানা তপন সকল সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানান উপস্থিত থাকার জন্য এবং ভবিষ্যতে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন।

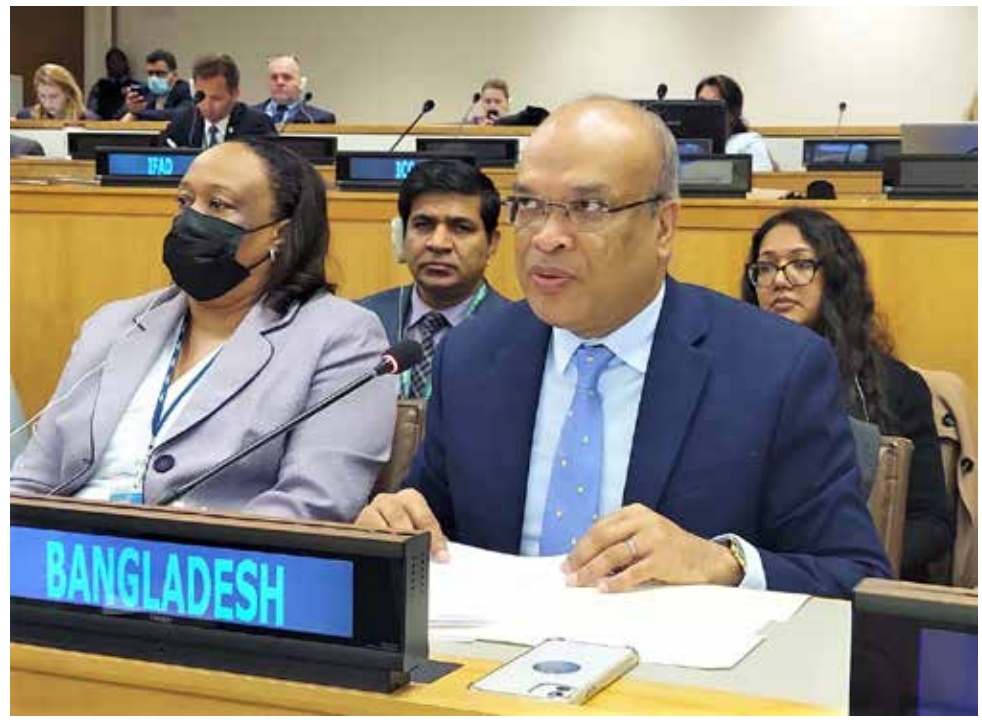

জাতিসংঘে 'মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার পরিস্থিতি' শীর্ষক রেজুলেশন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত

নিউ ইয়র্ক: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে 'মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার পরিস্থিতি' শীর্ষক রেজুলেশন সর্বসম্মতিক্রমে গত ১৬ নভেম্বর গৃহীত হয়। রেজুলেশনটি যৌথভাবে উত্থাপন করে ওআইসি এবং ইউরোপিও ইউনিয়ন। এবারের রেজুলেশনটিতে ১০৯টি দেশ সহ-পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছে যা এ যাবত সর্বোচ্চ।

রেজুলেশনটিতে প্রাথমিকভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর যা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আরও অবনতির শিকার হয়েছে। এতে রোহিঙ্গা সমস্যার মূল কারণ খুঁজে বের করা, রাখাইন রাজ্যে স্বপ্রণোদিত, নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবর্তনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা, এবং মিয়ানমারে নিযুক্ত জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূতসহ জাতিসংঘের সকল মানবাধিকার ব্যবস্থাপনাকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করতে মিয়ানমারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। মিয়ানমারের রাজনৈতিক ও মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে রেজুলেশনটিতে আঞ্চলিক দেশ ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলো যেমন আসিয়ান এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে সর্বসম্মতিক্রমে আসিয়ান গৃহীত পাঁচদফা সুপারিশের দ্রুত বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এতে। চলমান বিচার ও দায়বদ্ধতা নিরুপন প্রক্রিয়ার উপর রেজুলেশনটিতে সজাগ দৃষ্টি বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলার অগ্রগতি এবং আন্তজার্তিক অপরাধ আদালতের প্রসিকিউশনের তদন্তকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

রেজুলেশনটিতে বাংলাদেশের প্রতি সংহতি প্রকাশ ও বাংলাদেশ গৃহীত মানবিক প্রচেষ্টার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। রোহিঙ্গাদের উপর মানবাধিকার লঙ্গণের জন্য ন্যায় বিচার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ, আইসিসি, আইআইএমএম ও অন্যান্য দায়বদ্ধতা নিরূপণকারী ব্যবস্থার সাথে যেভাবে সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে তা প্রসংশিত হয়েছে এতে। 'রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড বার্ডেন শেয়ারিং' নীতির আওতায় যাতে জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহ বাংলাদেশে মানবিক আশ্রয়ে থাকা রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখে সে আহ্বানও জানানো হয়েছে এবারের রেজুলেশনে।

রেজুলেশনটি গৃহীত হওয়ার সময় প্রদত্ত বক্তব্যে বাংলাদেশের চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স মোঃ মনোয়ার হোসেন বলেন, "প্রত্যাবর্তনের আগ পর্যন্ত ক্যাম্পে আশ্রিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সংহতি পাওয়ার দাবি রাখে। এই মানবিক সাড়াদান প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত অর্থায়ন"। গুরুত্বপূর্ণ এই মানবাধিকার ইস্যুতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ওআইসি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘ মেয়াদী উপস্থিতির অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরে জনাব হোসেন বলেন, "আমরা মানবিক বিবেচনায় মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছিলাম, বাস্তুচ্যুত এ জনগোষ্ঠীর সবসময়ই মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে। সে লক্ষ্যে আমরা দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উভয় ফ্রন্টে বহুমূখী কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি যাতে মিয়ানমারে নিরাপদ ও স্বেচ্ছা প্রত্যাবর্তন উপযোগী পরিবেশ তৈরি হয়"।

জাতিসংঘের এ রেজুলেশনটি রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রতি বিভিন্ন অঞ্চল ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সংহতি প্রকাশের একটি অনন্য উদাহরণ। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে মিয়ানমারের পরিস্থিতি ক্রমাগত অবনতির দিকে যাচ্ছে যারফলে বিলম্বিত হচ্ছে রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। এহেন পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা সমস্যার টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে রেজুলেশনটি জাতিসংঘ সদস্য দেশগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করতে অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে।প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে আমিনুল ইসলাম চৌধুরী

নিউইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের সর্ববৃহৎ ও আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সংগঠনের সহ-সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী।

গত ১৫ নভেম্বর জরুরি প্রয়োজনে সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী বাংলাদেশে যাওয়ায় সংবিধান অনুযায়ী সহ-সাধারণ সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী নিউইয়র্কে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

এদিকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়ে আমিনুল ইসলাম চৌধুরী এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে সংগঠনের সকল কর্মকর্তা সহ প্রবাসীদের সহযোগিতা কামনা করছেন।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর উপলক্ষে নিউইয়র্ক স্টেট স্বেচ্ছাসেবক দলের আলোচনা

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সেচ্ছাসেবক দল নিউইয়র্ক স্টেট শাখার উদ্যোগে ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১০ নভেম্বর জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে।

নিউইয়র্ক স্টেট স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মো. খোরশেদ আলমের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক হারুন মিয়া ও সি. যুগ্ম সম্পাদক শরিফ হোসেনের যৌথ পরিচালনায় এবং নিউইয়র্ক স্টেট স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক রাশেদ রহমানের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অথিতি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন। প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি ও বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক গিয়াস আহমেদ। গেস্ট অব অনার ছিলেন মহিলা দলের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি নাজমুন নাহার বেবী। বিশেষ অথিতি ছিলেন, যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক, যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব, জিয়া স্মৃতি পাঠাগারের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টন। যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তারিক চৌধুরী দিপুর উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হওয়া উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অথিতি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা আবদুস সবুর, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোশারফ হেসেন সবুজ, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ শাহ আলম, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক সাবেক ছাত্রনেতা মাকসুদুল হক চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ফারুক হোসেন মজুমদার, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (দক্ষিণের) সদস্য সচিব, সাবেক ছাত্রনেতা মোঃ বদিউল আলম, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ও বিএনপি নেতা বাবুল চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক প্রচার সম্পাদক সাইফুল ইসলাম।

পবিত্র কোরান থেকে তেলোয়াত, জাতীয় সংগীত, দলীয় সংগীত এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানসহ মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে শুরু হওয়া সভায় আরো বক্তব্য রাখেন, বীর মুক্তিযাদ্ধা মীর মসিউর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক মো কাসেম, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক আমানত হোসেন আমান, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম মিরন, তৌহিদ স্মৃতি সংসদের সাবেক সভাপতি ও যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের অন্যতম নেতা, সাবেক ছাত্রনেতা নুর আলম, নিউইয়র্ক স্টেট স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র সহ সভাপতি ওয়াদুদ বিন ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম, যুক্তরাজ্য থেকে আগত নার্টিংহাম বিএনপির সভাপতি শফিকুর রহমান কামাল চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম জনি, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা সোহেল আহমেদ, নিউইয়র্ক মহানগরের দক্ষিণের আহবায়ক কমিটির (দপ্তরের দায়িত্বে) সদস্য মোহাম্মদ মন্নান হোসাইন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ দপ্তর সম্পাদক সাইফুল ইসলাম লিটন, মোহাম্মদ মামুন, যুবদল নেতা মনিরুল ইসলাম মনির, বিএনপি নেতা রইছউদ্দীন, মির্জা আজম, সাবেক ছাত্রনেতা সোহেল, রাজিব প্রমুখ । -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সেচ্ছাসেবক দল
যুক্তরাষ্ট্র শাখা

জাতীয়তাবাদী সেচ্ছাসেবক দল
নিউইয়র্ক ষ্টেট শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি

সভাপতি	:	**মোঃ খোরশেদ আলম**	কোষাধ্যক্ষ	:	আরিফুর রহমান
সিনিয়র সহসভাপতি	:	ওয়াদুদ বিন ইসলাম	স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক	:	এম ডি মইনুল আবেদীন
সহ সভাপতি	:	মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্	সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক	:	ইনামুল রাহি
সহ সভাপতি	:	আনোয়ার হোসেন টিপু	ক্রীড়া সম্পাদক	:	মোঃ জাফর ইকবাল
সহ সভাপতি	:	মোহাম্মদ কে হাসান	সহ ক্রীড়া সম্পাদক	:	আহমেদ বাবু
সাধারণ সম্পাদক	:	**হারুন মিয়া**	তথ্য, গবেষণা ও তথ্যপ্রযুক্তি		
সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	:	মোহাম্মদ শরীফ হোসাইন	বিষয়ক সম্পাদক	:	মাসুদ হাসান
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	:	রাজীব হোসেন	কর্ম সংস্থান বিষয়ক সম্পাদক	:	মোহাম্মদ মাসুদ রানা
সহ সাধারণ সম্পাদক	:	ফখরুল ইসলাম	আপ্যায়ণ বিষয়ক সম্পাদক	:	আব্দুল হান্নান
সহ সাধারণ সম্পাদক	:	মোস্তফা কামাল মামুন	সদস্য	:	ইউনুস আলী
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	**রাশেদ রহমান**	সদস্য	:	আনোয়ার হোসেন
সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	:	বেলায়েত হোসেন	সদস্য	:	সোহরাব হোসেন
প্রচার সম্পাদক	:	মহিউদ্দিন মামুন	সদস্য	:	মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ
সহ প্রচার সম্পাদক	:	গোলাম রাব্বানী অপু	সদস্য	:	মোঃ সাঈদ উদ্দীন
দপ্তর সম্পাদক	:	একলাস খান	সদস্য	:	মো: নুরুন নবী
সহ দপ্তর সম্পাদক	:	আব্দুল আজিজ	সদস্য	:	ফজলে এলাহী মোহন
প্রকাশনা সম্পাদক	:	আবু নাসের	সদস্য	:	পাবেল মাহী
সহ প্রকাশনা সম্পাদক	:	বিপব আহসান	সদস্য	:	নাজিম উদ্দীন

মিজানুর রহমান ভুঁইয়া মিল্টন
সভাপতি
জাতীয়তাবাদী সেচ্ছাসেবক দল, যুক্তরাষ্ট্র

মাকসুদুল হক চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
জাতীয়তাবাদী সেচ্ছাসেবক দল, যুক্তরাষ্ট্র

ব্রঙ্কসে যুবলীগের পঞ্চাশ বছর পুর্তি উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের বর্নাঢ্য আয়োজন

নিউ ইয়র্ক: বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের পঞ্চাশ বছর পুর্তি উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের উদ্যোগে নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে এক বর্ণাঢ্য আনন্দ মিছিল শেষে আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সম্মাননা প্রদান সহ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জামাল আহমদ ও নিউইয়র্ক ষ্টেট যুবলীগের সভাপতি রবিউল ইসলামের যৌথ পরিচালনায় আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির অন্যতম সদস্য সাদিকুর রহমান।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমানের পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এর আগে বেলুন উড়িয়ে সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি সৈয়দ বসারত আলী। প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক ফরিদ আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য ড. প্রদীপ রঞ্জন কর ও তোফায়েল চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক সভাপতি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক মিসবাহ আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মনসুর খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মঞ্জুর আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ জামাল হোসেন, মূলধারার রাজনীতিবিদ আব্দুস শহীদ, ব্রঙ্কস আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল মুহিত।

সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন নিউইয়র্ক স্টেট যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সুয়েব আহমদ। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক হেলিম উদ্দীন, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের অন্যতম নেতা নুরুল ইসলাম, জামাল আহমেদ, মনির উদ্দিন, শাহিন কামালী, মহানগর যুবলীগের সহ সভাপতি মামুন হোসেন, রিটন সরকার, শিপু চৌধুরী, লায়েক উদ্দীন, মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী নিরু পারভীন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা মমিনুল ইসলাম, সামাজিক সংগঠক কাজী রবিউজ্জামান এবং পরিবহন মালিক সমিতি নেতা হোসেন আহমেদ মজুমদার প্রমুখ।

আরও উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা শোহান আহমেদ, স্বপন পাটোয়ারী, খোরশেদ আলম, ফজর আলী, শফিকুর রহমান, শামিম আহমেদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেস পার্টি সেন্টারের সিইও বিলাল ইসলামকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

বক্তারা বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে বলেন, উন্নয়নের ধারবাহিকতা অব্যাহত রাখতে এ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীদের বিজয়ে একযোগে কাজ করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তারা বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে বহির্বিশ্বে শক্তিশালী করতে যুবলীগকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

পরে অতিথিদের সাথে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের নেতা-কর্মীরা প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটেন। সবশেষে ছিলো মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী শাহ মাহবুব, কৃষনা তিথি সহ অন্যান্য শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। গভীর রাত পর্যন্ত দর্শকরা তা প্রাণভরে উপভোগ করেন। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও অন্যান্য সহযোগি সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী-সমর্থক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।- ইউএসএনিউজ

নিউইয়র্কে ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্স ডেভলপমেন্ট ইউএসএ'র ব্যতিক্রমী সেমিনার ও ৫০ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে পুরস্কার বিতরণ

নিউ ইয়র্ক: "শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড" শিক্ষাই আলো, জ্ঞানই শক্তি" আজই এ উন্নত বিশ্বে মানব কল্যাণে যতকিছু সৃষ্টি হয়েছে অন্ধকার যুগ, প্রস্তর যুগ, বর্বরতার অন্ধকার থেকে মানুষ, মানুষের জন্য জনকল্যাণ মূলক বিজ্ঞানের আলোকে যে আধুনিক সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে তার পিছনে রয়েছে জ্ঞানময় জ্যোতিময় শক্তি। আমাদের একথা অকোপটে স্বীকার করতে বাধা নেই। তবে হ্যা এ বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে অনেক অপশক্তির সৃষ্টি হয়েছে যেমন পারমানবিক যুদ্ধ তার জ্বলন্ত উদাহারণ। অন্যদিকে বিজ্ঞানের গভীরজ্ঞানে জ্ঞানবান হয়ে আজ মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছে আজ মানুষ চাঁদের দেশে ঘরবাড়ী তৈরী করার স্বপ্ন দেখছে যার পিছনে রয়েছে বিজ্ঞানের অফুরন্ত জ্ঞান ভান্ডার।

সুতরাং আমরা জ্ঞানই শক্তির মাধ্যমে মহাবিশ্বকে জয় করতে পেরেছি এবং আমরা আগামী, আমরাই ভবিষ্যত"। উপরন্তু বক্তব্যে সকলে একমত হয়ে গত শুক্রবার ১১ই নভেম্বর জ্যাকসন হাইটস্থ জুইস সেন্টারে প্রচুর বৃষ্টি এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার তোয়াক্কা না করে ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্স ডেভলপমেন্ট ইউএসএ এর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঠিক সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় গোটা অডিটোরিয়াম হল ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল "জ্ঞানই শক্তি" এতে অংশগ্রহণ করেন স্বনামধন্য স্কুলের শিক্ষার্থীবৃন্দ, প্রাইভেট টিউটোরিয়াল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম কালেকটিভ একাডেমির ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। তাদের মধ্যে নিউইয়র্কস্থ স্টাই ভেনসন, ব্রুকলীন টেক, ব্রঙ্কস সাইন্সের রেকর্ড পরিমানের ফলাফলের মাধ্যমে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে সে সমস্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

সভার প্রারম্ভে প্রথমে আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে সেমিনারের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্স ডেভলপমেন্ট ইউএসএ এর সভাপতি শাহ শহীদুল হক (সাঈদ), প্রধান অতিথি জেবিবিএর সভাপতি ও মূলধারার রাজনৈতিক গিয়াস আহমেদ, বিশেষ অতিথি এর্টনী মঈন চৌধুরী, ডিষ্ট্রিক্ট লিডার এর্ট লার্জ, নুরুল আজিম বিশিষ্ট রিয়েল এষ্টেট ব্যবসায়ী ও ইউএনও এ্যাম্বেসেডর, এ্যাসেম্বলী ওমেন জেনিফার রাজকুমারের পাবলিক এ্যাফেয়ার্স পরিচালক সীমা, মেয়র এরিক এডামের প্রতিনিধি ফেবয় এন্ডারসন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জেবিবিএর সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান, স্মার্ট টেক এর কর্ণধার ও সিইও সরওয়ার আহমেদ, আমেরিকা বাংলাদেশ লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আহসান হাবিব, কালেকটিভ একাডেমীর পরিচালক শীরিন আকতার, ফীড বাংলাদেশের পরিচালক আব্দুল মুকিত চৌধুরী প্রমুখ।

"জ্ঞানই শক্তিকে আলোকপাত করে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি শাহ শহীদুরল হক, তিনি সকল সম্মানিত অতিথি বর্গ, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকমন্ডলী, সংবাদ মাধ্যমের সম্মানিত কর্মকর্তা, সম্পাদক, পরিচালক, বার্তা সম্পাদক, স্থানীয় প্রতিনিধির উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, আমরা দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশী আমেরিকান এবং নিউ ইমিগ্রেন্টদের সেবায় নিয়োজিত। আমাদের সকল কর্মকান্ড ব্যতিক্রম। প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা আমরা আজ নিউইয়র্কের আগামী প্রজন্মের এ্যামবাসডর একত্রিত করেছি এই জ্ঞানবান তরুন, যুবক যুবতীরা "আমাদের ভবিষ্যত। আপনারা আমাদের কর্মকান্ড লেখনীর মাধ্যমে এবং মিডিয়ায় বিশ্বে প্রকাশ করুন যাতে করে বাঙালী সমাজ আরও উন্নতি লাভ করতে পারে।

আজকে আমার সামনে যারা রয়েছে তারা সবাই আকাশের উজ্জ্বল তারকা, প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীই আমাদের গর্ব, আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই সকল মা-বাবাকে কেননা সন্তানের ভবিষ্যত নির্ভর করে মা-বাবার আদর আর স্নেহের উপরে। সময়ের স্বল্পতা ও বৈরী আবহাওয়ার কারণে আমাদের কর্মসূচী অনেক কমিয়ে আনা হয়েছে। ভুলত্রুটির জন্য দুঃখিত। আগামীতে আরও বড় পরিসরে সুন্দর অনুষ্ঠান হবে, আমরা সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করি। সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবহান, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম জয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গিয়াস আহমেদ বলেন ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্স ডেভলপমেন্টের কার্যক্রম বরাবরই প্রশংসার দাবীদার আজকের অনুষ্ঠান সত্যিই প্রশংসার দাবদীর। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এর্টনী মঈন চৌধুরী বলেন আজকের আলোচ্য বিষয় সত্যিই চমৎপ্রদ, ছাত্রছাত্রীগণ ভবিষ্যত সাফল্য অর্জন করে দেশের কল্যাণে অর্থাৎ মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়ে জনকল্যাণ মূলক কাজ করবে এ প্রত্যাশা করি।নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামের কম্যুনিটি বিষয়ক প্রতিনিধি বলেন বাংলাদেশী আমেরিকান কম্যূনিটি খুবই শক্তিশালী, মেয়র আপনাদের পাশে আছে এবং থাকবে। জেনিফার রাজকুমারের প্রতিনিধি ইউএনও এ্যাম্বেসেডর সীমা কারেনটায়া বলেন শাহ শহীদুল হক আমাদের সঙ্গে দীর্ঘ দিন যাবৎ কমুনিটির উন্নয়নের জন্য কাজ করছে, আমরা এ মহৎ উদ্দেশ্য ও ছাত্র ছাত্রীদের অনুপ্রেণা মূলক এ ধরনের আলোচনা সভা পুরস্কার বিতরণী সেমিনারে উপস্থিত হতে পেরে নিজকে ধন্য মনে করছি। আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি এবং থাকব।আরও বক্তব্য রাখেন স্মার্টটেক এর সিইও কাউসার আহমেদ, জেবিবিএর সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান, কালেকটিভ একাডেমীর পরিচালক শিরীন আকতার, বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আহসান হাবিব, ফীড বাংলাদেশের কার্যনির্বাহী পরিচালক আব্দুল মুকিত চৌধুরী।

অতপর বিচারক মন্ডলীর যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ এবং অন্যান্য মেধাবী প্রায় ৫০ জন ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভলপমেন্টের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন অতিথি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নুরুল আজিম। অনুষ্ঠান পরিচালন করেন বাংলাদেশ থেকে আগত নৃত্য শিল্পী ও বর্তমান ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটিতে অধ্যয়নরত আমিনা খাতুন। সর্বশেষে খলিল বিরিয়ানী হাউজের সুস্বাধু বিরানী পরিবেশনের মাধ্যমে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার কার্য সমাপ্তি ঘোষনা করেন সংগঠনের সভাপতি শাহ শহীদুল হক (সাঈদ) ।প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্কে স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের প্রভাবশালী ১০০ জনের তালিকায় অ্যাসাল সেক্রেটারী করিম চৌধুরী

৫৫ পৃষ্ঠার পর

অতি সম্প্রতি মূলধারার রাজনীতিতে স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণিকে সংগঠিত, সম্পৃক্ত, সংগঠিত করতে এবং ক্ষমতায়নের জন্য করিম চৌধুরীকে রিচমন্ড কাউন্টি ডেমোক্রেটিক পার্টির লেবার চেয়ার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

দক্ষিণ এশীয় আমেরিকান এবং শ্রমিক শ্রেণীর মান উন্নয়ন করার জন্য করিম চৌধুরীর কঠোর পরিশ্রম পলিটিক্যাল পাওয়ার হাউজগুলোর নজর আসে। তিনি সিটি, স্টেট এবং ফেডারেলের ইলেকটেড অফিসিয়ালদের দ্বারা স্বীকৃত হন এবং বিভিন্ন সাইটেশনসহ প্রোক্লামেশন প্রাপ্ত হন। ২০১৮ সালে ইউএস কংগ্রেসে কংগ্রেসম্যান ম্যাক্স রোজ কতৃক করিম চৌধুরীকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

উল্লেখ্য, এই ১০০ জন প্রভাবশালীর তালিকায় এক নম্বরে আছেন বর্তমান কংগেসওমেন নিকোল ম্যালিওটোকিস, দুই নম্বরে স্ট্যাটেন আইল্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট এটর্নি মাইকেল ম্যাকমাহোন, তৃতীয় স্ট্যাটেন আইল্যান্ড বরো প্রেসিডেন্ট ভিটো ফোসেলা। এছাড়াও এই তালিকায় রয়েছেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট, এসেম্বলি ও সিটি কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ।

নিউইয়র্কে স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের প্রভাবশালী ১০০ জনের তালিকায় অ্যাসাল সেক্রেটারী করিম চৌধুরী

নিউইয়র্ক : অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার-অ্যাসাল'র ন্যাশনাল কমিটির সেক্রেটারী মোহাম্মদ করিম চৌধুরী ২০২২ সালে মর্যাদাপূর্ণ রাজনৈতিক জার্নাল সিটি অ্যান্ড স্টেট কতৃক স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের পাওয়ার ওয়ান হানড্রেডের একজন হিসেবে তালিকাভূক্ত হয়েছেন। তিনি ২০২১ সালেও স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের পাওয়ার ওয়ান হানড্রেডের একজন মনোনীত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশি-আমেরিকান মোহাম্মদ করিম চৌধুরী ২০১৫ সাল থেকে অ্যাসাল'র ন্যাশনাল কমিটির সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করছেন। তার দায়িত্বকালে অ্যাসাল এর ১০টি চ্যাপ্টার থেকে ১৮টি চ্যাপ্টারে উন্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

২০০১ সালে যখন তিনি সিটি অব নিউইয়র্কের একজন ফ্রড ইনভেষ্টিগেটর হিসেবে তার সিভিল সার্ভিস শুরু করেছিলেন। তখন থেকে তিনি নিউইয়র্ক সিটির শ্রমিক আন্দোলনে একজন প্রভাবশালী শ্রমিক নেতা হিসেবে পরিচিতি পান।

করিম চৌধুরী ২০০৭ সাল পর্যন্ত লকাল ৩৭১ এর একজন সক্রিয় ইউনিয়ন নেতা ছিলেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেটের সিভিল সার্ভিস সিস্টেমে চলে আসেন। যোগদান করেন নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক এমপ্লয়ি ফেডারেশনে। সেসময় সেখানে তিনি শ্রম ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাসহ মাল্টিপল স্টেটওয়াইড পজিসনের দায়িত্ত পালন করেন।

তিনি জয়েন্ট অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন, নিউইয়র্ক সিটির সিএলসি ডেলিগেট এবং পিইএফ এক্সিকিউটিভ বোর্ড সদস্য ছিলেন।

করিম চৌধুরী রিচমন্ড কাউন্টি ডেমোক্রেটিক পার্টির নির্বাহী বোর্ডের সদস্য এবং ২০১৮ সাল থেকে এডি ৬১ এর জুডিশিয়াল ডেলিগেট পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। করিম চৌধুরী ২০১৯ সালে বাইডেন-হ্যারিস স্লেটের জন্য ডিএনসি প্রতিনিধি হিসেবেও নির্বাচিত হন।

বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়

হাউস ডেমোক্র্যাটসরা এবার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নেতা হিসেবে পাচ্ছে হাকিম জেফরিসকে

৫৮ পৃষ্ঠার পর

হাউস ডেমোক্র্যাটসের নেতৃত্ব দিতে পারেন।

৫২ বছর বয়সী জেফরিস, হাউস ডেমোক্র্যাটসের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নেতা হবেন, যিনি দলের বিভিন্ন ভোটার ভিত্তি এবং নেতৃত্বের একটি নতুন প্রজন্ম উভয়ের প্রতিনিধিত্ব করবেন। পেলোসি, প্রথম মহিলা যিনি স্পিকার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তার বয়স ৮২, এবং দলের নেতৃত্বের অন্য দুই সদস্যদের বয়সও ৮০-এর ঘরে। হাউস ডেমোক্র্যাটসরা ৩০ নভেম্বর তাদের নেতা নির্বাচনে ভোট দেবেন।

জেফরিস, যিনি ২০১৯ সাল থেকে হাউস ডেমোক্রেটিক ককাসের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বের পদে রয়েছেন, তিনি পেলোসির একটি শৈলীগত বৈপরীত্যও উপস্থাপন করবেন, যিনি বৃহস্পতিবার নির্বাচনে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি স্পিকার হিসাবে দুই দফায় প্রমাণ করেছেন যে, তিনি হার্ড-চার্জিং যেখানে তাকে সাধারণত বেশি সংরক্ষিত বলে মনে করা হয়।

পেলোসি এবং অন্যান্য সিনিয়র ডেমোক্র্যাটরা ৪৩৫ আসনের হাউসে ডেমোক্র্যাটসের তরুণ প্রজন্মকে পথ দেয়ার জন্য চাপের মধ্যে রয়েছেন। বর্তমান হাউস ডেমোক্র্যাটসের নেতা স্টেনি হোয়ার (৮৩) বলেছেন, তিনি পরবর্তী কংগ্রেসে নেতৃত্বের অবস্থান চাইবেন না এবং জেফরিসকে সমর্থন করেছেন। সূত্র : রয়টার্স।

ট্রাম্প আমলের অভিবাসী নীতিমালা বাতিলে ফেডারেল বিচারকের রায়

৫৮ পৃষ্ঠার পর

পাঁচ সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়। এ সময় বাদীপক্ষ আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন বিলম্ব প্রক্রিয়ার জন্য কোনো প্রতিবাদ জানায়নি।

ইউএস অ্যাটর্নি জানান, মার্কিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য এই পরিবর্তনের সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে- যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত সুরক্ষায় এটি তার কার্যক্রম চালিয়ে যাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে এর সীমান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৪৯ পৃষ্ঠার এক রায়ে সুলিভান উল্লেখ করেন, কর্তৃপক্ষ অভিবাসীদের ওপর এ আইনের প্রতিক্রিয়া সম্ভাব্য বিকল্প উপায়ে বের করতে ব্যর্থ হয়েছে। সুলিভানের এ রায় কার্যকর হলে অভিবাসীদের ফেরত পাঠাতে মার্কিন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অধিকার খর্ব করা হবে।

নিউ ইয়র্ক সিটিতে কোভিড সতর্কতা, চার কাউন্টিতে ইনডোর মাস্ক পরার পরামর্শ দিচ্ছে সিডিসি

৫৮ পৃষ্ঠার পর

আইল্যান্ড) ও কুইন্স কাউন্টি।

সিডিসি উক্ত চার কাউন্টিতে অভ্যন্তরীন (ইনডোর) সমাবেশে মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে বিশেষ করে তাদের জন্য যারা বিভিন্ন জটিল, দুরারোগ্য ভুগছেন ।

হোম কেয়ার রেখেই সকল প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা

Aasha Home Care
CDPAP and Home Care Services
আশা হোম কেয়ার

$22.50
/Per Hour

(646) 744-5934
(716) 772-9243

*আমরা ৭ দিনই খোলা।

আপনার পছন্দের এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ার সেবা নিতে পারেন
Aasha Social Adult Day Care

● নিজস্ব ব্যবস্থায় ডে কেয়ার আনা নেয়া ● খাবার ● খেলাধুলা ● শরীরচর্চা ● নামাজ

Eshaa Rahman
Vice President

অতিরিক্ত সেবা সমূহঃ

০১ সরকারী হাউজ রেন্ট
০২ ফুড স্ট্যাম্প
০৩ ডিসাবিলিটি বেনিফিট
০৪ ক্যাশ এসিস্ট্যান্স
০৫ সোসাল সিকিউরিটি বেনিফিট
০৬ মেডিকেইড/মেডিকেয়ার
০৭ এছাড়াও সরকারী সুবিধা পেতে আবেদন সহায়তা।

আমাদের শাখাঃ

Jackson Heights Office:
37-47, 73rd Street 206
Jackson Heights, NY 11432

Jamaica Office:
89-14 168th Street
Jamaica, NY 11432

Bronx Office:
3150 Rochambeau Ave, Bronx, NY 10467 Cell: (607) 796-6231, (347) 784-2849

Buffalo Office:
149 Milburn Street, Buffalo NY 14212, Phone: (716) 507-9890

Buffalo Office:
2115 Starling Ave, 2Fl, Bronx, NY 10462

Jamaica Office:
167-30, Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

আমাদের সকল সেবা শুধুমাত্র আপনার একটি ফোন কলের দূরত্বে

দামাল সিনেমায় উচ্ছসিত নিউইয়র্কের দর্শকরা

৫৮ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ প্রতিদিন উত্তর আমেরিকা সংস্করণের নির্বাহী সম্পাদক লাবলু আনসার, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, চ্যানেল আই যুক্তরাষ্ট্রের রাশেদ আহম্মদ ও শাহ ফারুক, একাত্তর টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি শামীম আল আমিন, এটিএন বাংলা, যুক্তরাষ্ট্রের কানু দত্ত, রিয়েল এ্যাস্টেট ব্যবসায়ী নুরুল আজিম, বায়োস্কোপ ফিল্মসের সিইও রাজ হামিদ, বায়োস্কোপ ফিল্মসের অন্যতম ডিরেক্টর নওশাবা রশিদসহ বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী পেশার দর্শকরা।

প্রিমিয়ার শো শেষে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম বলেন, সিনেমাটি দেখে আমি অনেক আবেগআপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অনেক ইতিহাস অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ছবিটি যারা দেখেছে তারা অনেকবারই আগেরআপ্লুত হয়ে পড়েছিল। ছবিটি সবার মনে দাগ কেটে দিয়েছে। এই ধরনের ছবিই আমাদের বেশি বেশি দেখা উচিত। তাহলেই আমাদের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস, গৌরব উজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধ আছে, সেটি বার বার আমাদের মনে আসবে। শুধু আমরাই না, আমাদের সন্তানদের আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বেশি বেশি দেখাতে হবে। তাহলে তারা ফিল করবে তাদের যে গর্ব করার মত একটি ইতিহাস আছে। তাহলে তারা এটা নিজেরাও ধারণ করবে, তাদের পাশের বিদেশিদের কাছে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে গর্বসহকারে তুলে ধরতে পারবে। এটা তাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে, তাদের শক্তি যোগাবে, সাহস যোগাবে, আত্মবিশ্বাস জাগাবে বাংলাদেশ হিসেবে বাঙ্গালী হিসেবে।

বায়োস্কোপ ফিল্মসের অন্যতম ডিরেক্টর নওশাবা রশিদ বলেন, বায়োস্কোপ ফিল্মসের লক্ষ্য হচ্ছে সুস্থ চলচিত্রের প্রচার করা। এই লক্ষ্য ধরেই গত ৫ বছর যাবৎ বাংলাদেশের ভালো ভালো চলচিত্র যুক্তরাষ্ট্রে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর মধ্যে দামাল একটি উল্লেখযোগ্য সিনেমা। এটা শুধু ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতার কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে না। তখনকার সময় স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল যেভাবে ফুটবল খেলে মুক্তিযুদ্ধের জন্য ফান্ড রেইজ করেছিল, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি জনসমর্থন জুগিয়েছিল তা ইতিহাস থেকে জানা যাবে, কিন্তু অনেকেই হয়তো তা অবগত ছিলো না। এই সিনেমা তা তুলে ধরেছে।

রিয়েল এ্যাস্টেট ব্যবসায়ী নুরুল আজিম বলেন, সিনেমাটি দেখে খুবই ভালো লেগেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময়কার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে সিনেমাটিতে। নিউইয়র্কের সিনেপ্লেক্সে দেশের সিনেমা দেখে খুবই আনন্দিত।

সাপ্তাহিক নবযুগের সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে দামাল সিনেমার মুক্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সিনেমাটি সম্পর্কে জেনে উদ্ভুদ্ধ হয়ে আমি আমার সন্তানকে নিয়ে দেখতে এসেছি। আমার ছোট্ট ৭ বছরের সন্তানের জন্ম ও বেড়ে উঠা আমেরিকায়। আমার চেয়ে আমার সন্তানের আগ্রহ ছিলো খুবই বেশি। আমার পাশে বসেই সে ছবিটি দেখেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সম্পর্কে সে নতুন করে ধারণা পেয়েছে। আমরা তার কাছ থেকে জানবো আসলে সে ছবিটি দেখে কি রপ্ত করতে পেরেছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে সে কতটুকু জেনেছে, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কতটুকু জেনেছে। এই ছবিটিতে বাংলাদেশের ইতিহাস ছিলো। এখানে বেড়ে উঠা আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য বাংলাদেশ সম্পর্কে জানার নিয়ামত হিসেবে কাজ করবে দামাল সিনেমা। এনটিভির সাবেক নিউজ প্রেজেন্টার শামছুন্নাহার নিম্মি বলেন, অনেক ভালো লেগেছে ছবিটি দেখে। আমি আমার স্বপরিবারে ছবিটি দেখতে এসেছি। আসলে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ছবি আমাদের সন্তানদের দেখানো উচিত। সিনেমাটি এক কথায় চমৎকার। সিয়াম, রাজ ও মীমের অভিনয় খুবই চমৎকার। নিউইয়র্কের জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্স, ক্যালফোর্নিয়ার নর্থ হলিউড, সান ফ্রান্সিসকো, টেক্সাসের ডালাস, হিউস্টোন, বাল্টিমোর, শিকাগো, ওরল্যান্ডো, মিয়ামি, ডেট্রয়েট, রেনো, পোর্টল্যান্ড, বোস্টনসহ ১৫টি শহরে মুক্তি পেয়েছে দামাল। আগামী ২ ডিসেম্বর রিগ্যাল, হারকিনস, সিনেমার্কের ৫০টি থিয়েটারে মুক্তি পাবে 'দামাল'। ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লি. ও চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগরের গল্প অবলম্বনে সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন রায়হান রাফী। দামালের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিদ্যা সিনহা মিম, সিয়াম আহমেদ, শরিফুল রাজ, সুমিত, রাশেদ অপু, সাঈদ বাবু, শাহনাজ সুমি, সৈয়দ নাজমুস সাকিব প্রমুখ।

বাঙ্গালী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী করবে দামাল- সংবাদ সম্মেলনে বায়োস্কোপ ফিল্মসের সিইও রাজ হামিদ

নিউ ইয়র্ক: মুক্তিযুদ্ধের সময়কার স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের গল্প নিয়ে নির্মিত সিনেমা দামাল। মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থের যোগান দিতে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন স্টেডিয়ামে কিভাবে ফুটবল খেলে টাকা তুলে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে করা হত তাই তুলে ধরা হয়েছে সিনেমাটিতে। যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রবাসে বেড়ে উঠা বাঙ্গালী প্রজন্মের কিশোর-কিশোরী ও শিশুরা ছবিটি দেখলে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে। সেই সাথে জীবনে চলার পথের ঘাত-প্রতিঘাতে ঘুরে দাড়ানোর অনুপ্রেরণা জাগবে ছবিটি দেখলে। ডিসেম্বর মাসকে সামনে রেখেই 'দামাল' চলচ্চিত্রটির প্রদর্শনি। এছাড়া যারা বাংলা বুঝেনা তারাও ছবিটি দেখতে

পারবে। ছবিটিতে ইংরেজী সাব-টাইটেল রয়েছে।

নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের ১৫টি শহরে মুক্তি পেতে যাওয়া বহুল আলোচিত চলচ্চিত্র 'দামাল' সম্পর্কে এভাবে তুলে ধরেন বায়োস্কোপ ফিল্মসের সিইও রাজ হামিদ। স্থানীয় সময় বুধবার (১৬ নভেম্বর) জ্যাকসন হাইটসের মুনলাইট রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

এসময় তিনি বলেন, ২০১৭ সালে যাত্রা শুরু করে বায়োস্ক্রোপ ফিল্ম। এ পর্যন্ত ২৮টি ছবি যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দামাল হচ্ছে ২৯তম ছবি। তবে গত ৫বছরের পথচলায় পরাণ সবচেয়ে সফল প্রদর্শিত সিনেমা বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলা ছবি নিয়ে কাজ করায় প্রথম দিকে অনেকেই হাসি-ঠাট্টা করলেও এখন বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলা ছবি দেখানোর পিছনে দুটো লক্ষ্য ছিল। এর মধ্যে অন্যতম যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রবাসে বাংলা ছবির দর্শক তৈরি করা এবং কি ধরনের ছবি হওয়া প্রয়োজন দর্শকরাই যাতে তা ঠিক করতে পাওে, এটাই নিশ্চিত করা।

এসময় তিনি বায়োস্কোপ ফিল্মসের ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেন, বায়স্কোপ আফ্রিকায় নিবন্ধিত হয়েছে ২০২০ সালে। তবে এখনো কর্মকান্ড শুরু হয়নি। এবছর বায়োস্কোপ কানাডা নিবন্ধন হয়েছে। পরাণই হবে বায়োস্কোপ কানাডার প্রথম ছবি। ডিসেম্বরেই এটি প্রদর্শিত হবে। আগামী বছরের প্রথম দিকে বায়োস্কোপ দুবাই নিবন্ধিত হবে। দুবাইয়ের মার্কেটও দেখতে চায় বায়োস্কোপ ফিল্মস। দুবাইতে ৪৭টি প্রেক্ষাগৃহে বাংলা ছবি নিয়ে যাবে বায়োস্কোপ ফিল্মস। এছাড়া ভবিষ্যতে বায়োস্কোপ ফিল্মস এর ব্যানাওে বাংলা ছবি নির্মিত হবে বলেও তিনি জানান।

তিনি বলেন, বিশ্ববাজারে এখন বাংলা ছবি। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশে বাংলা ছবি প্রদর্শিত হওয়ায় বৈদেশিক মূদ্রার আয়ও বাড়ছে। ভালো কন্টেন্টের সিনেমার জন্য দর্শকের অভাব হয় না। আমেরিকার বিভিন্ন শহরে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রের সফল প্রদর্শনী উৎসাহজনক। নিউয়র্কের মতো বড় শহরের বাইরেও প্রান্তিক আমেরিকার বিভিন্ন হলে বাংলা চলচ্চিত্রের দর্শক এখন প্রচুর।

এসময় সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান বলেন, নতুন উদ্যেগকে সমর্থন দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কমিউনিটির সাংবাদিকরা। বাংলা সিনেমা কমিউনিটিতে দ্রুতই তার জায়গা করে নিবে। রুচিশীল বাংলা সিনেমা, যে গুলো কমিউনিটির

মানুষের জীবনের সাথে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত সে গুলো প্রদর্শনের ব্যবস্থা হলে সবাই উপকৃত হবে।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী বলেন, আমরা ভাবতাম আমাদের জীবন নিয়ে এভাবে একদিন সিনেমা হবে। পরিচালক, রচয়িতাদের উদ্ভুদ্ধ করতে হবে। দামাল মুক্তিযুদ্ধেও সিনেমা। ডিসেম্বও মাসকে সামনে রেখে দামাল চমৎকার সাড়া ফেলবে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক লাভলু আনসার বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় ফুটবল খেলার সাথে সাথে গান গেয়ে আর্থিক তহবিল গড়ার পাশাপাশি ভারতীয়দের উদ্ধুদ্ধ করতে ভূমিকা রেখেছে অনেক মুক্তিযোদ্ধা গায়ক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রবাসে প্রবাহে কাজ করছে বায়োস্কোপ ফিল্মস। কমিউনিটির প্রবাসীদের জীবন-সংগ্রাম ও বেড়ে উঠার গল্প নিয়ে চলচিত্র নির্মানের আহবান জানান তিনি। যা প্রবাসীদের পাশাপাশি বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সংবাদ সম্মেলনে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোঃ সাঈদ, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, বাংলাদেশ প্রতিদিন উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক লাভলু আনসার, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, কমিউনিটি এ্যাক্টিভিস্ট মিনহাজ আহমেদ শামু, টিবিএন২৪ এর শামীম আহমেদ, চ্যানেল আই যুক্তরাষ্ট্রের রাশেদ আহমেদ, এটিএন বাংলার কানু দত্ত, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার মোঃ মঞ্জুরুল হক, সাপ্তাহিক আজকালের সঞ্জিবন কুমার, তোফাজ্জল লিটন, নিহার সিদ্দিকী সহ স্থানীয় সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ১৮ নভেম্বর শুক্রবার নিউইয়র্কের জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্স, ক্যালফোর্নিয়ার নর্থ হলিউড, সান ফ্রান্সিসকো, টেক্সাসের ডালাস, হিউস্টোন, বাল্টিমোর, শিকাগো, ওরল্যান্ডো, মিয়ামি, ডেট্রয়েট, রেনো, পোর্টল্যান্ড, বোস্টনসহ ১৫টি শহরে মুক্তি পেতে যাচ্ছে দামাল। এরপর আগামী ২ ডিসেম্বর রিগ্যাল, হারকিনস, সিনেমার্কের ৫০টি থিয়েটারে মুক্তি পাবে 'দামাল'। এরই মধ্যে অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লি. ও চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগরের গল্প অবলম্বনে সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন রায়হান রাফী। দামালের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিদ্যা সিনহা মিম, সিয়াম আহমেদ, শরিফুল রাজ, সুমিত, রাশেদ অপু, সাঈদ বাবু, শাহনাজ সুমি, সৈয়দ নাজমুস সাকিব প্রমুখ।

অভিবাসী ছাত্রদের শোষণের জন্য পরিচিত নিউ ইয়র্ক এর ASA কলেজ অ্যাক্রিডিটেশন হারিয়েছে, বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী বিপাকে

৫৮ পৃষ্ঠার পর

"উপহার" প্রদান করতে পারে। স্ অঝঅ কলেজ দেওয়ানি জরিমানা ৳১১২,০০০ এর বেশি দিতে বাধ্য হয়েছিল। নিউ ইয়র্ক লিগ্যাল অ্যাসিসট্যান্স গ্রুপের বিশেষ মামলা ইউনিটের সমন্বয়কারী অ্যাটর্নি জেসিকা রানুচি বলেছেন, অনেক আন্তর্জাতিক ছাত্র এই বিজ্ঞাপনগুলির দ্বারা প্রতারিত হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, অঝঅ কলেজের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট অ্যালেক্স শচেগোল, যিনি এই বছরের শুরুতে যৌন নিপীড়নের কেলেঙ্কারির মধ্যে পদত্যাগ করেছিলেন, তিনি গোপনে স্কুলের দৈনন্দিন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করছেন, অঝঅ এর ডিজিটাল মার্কেটিং এর প্রাক্তন পরিচালক মেগেন রকেনবাচের মতে এমনকি স্কুলটি প্রতারণামূলক বিপণনের জন্য তদন্তের অধীনে থাকলেও, শেগোল স্কুলের সামগ্রিক বিপণন এবং অন্যান্য দিকগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY

অভিবাসী ছাত্রদের শোষণের জন্য পরিচিত নিউ ইয়র্ক এর অঝঅ কলেজ অ্যাক্রিডিটেশন হারিয়েছে, বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী বিপাকে

পরিচয় রিপোর্ট: অভিবাসী ছাত্রদের শোষণের জন্য পরিচিত নিউ ইয়র্ক এর অঝঅ কলেজ যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কলেজ ব্যুরো মিডল স্টেটস কমিশন অন হায়ার এডুকেশন এর অ্যাক্রিডিটেশন হারিয়েছে, ফলে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী বিপাকে পড়েছে। কারণ ছাত্র ভিসা এফ-১ এর মেয়াদ বজায় রাখতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বদলী ছাত্র হিসেবে ভর্তি হতে হবে নতুবা স্ট্যাটাস হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিস্কার (ডিপোর্টেশন) এর প্রক্রিয়ার আওতায় চলে আসবেন ।

ভোক্তা জালিয়াতি, যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, এবং দুর্বৃত্ত নেতৃত্ব অন্তর্ভুক্ত আইনি ঝামেলার বছরের পর বছর, অঝঅ কলেজটি শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে।

লাভের জন্য প্রতিষ্ঠিত, নিউ ইয়র্ক-ভিত্তিক স্কুলটি তার অ্যাক্রিডিটেশন

হারানো রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ পাবে।

মানসম্মত শিক্ষা প্রদান, শিক্ষক ও কর্মীদের সময়মত বেতন প্রদান, কোন প্রকার শিক্ষা কার্যক্রম ছাড়াই কেবল এফ ১ ষ্টুডেন্ট ভিসার ষ্টাটাস রক্ষার নামে অভিবাসী ছাত্রছাত্রীদের নিকট থেকে বিপুল অংকের ফি আদায় বিষয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় কলেজ ব্যুরো - মিডল স্টেটস কমিশন অন হায়ার এডুকেশন এর নির্দেশনা মানতে ব্যর্থ হয়েছে:

পাশাপাশি, নিউ ইয়র্ক সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ কনজিউমার অ্যান্ড ওয়ার্কার প্রোটেকশন দেখেছে যে অঝঅ কলেজের বিজ্ঞাপনগুলি প্রতারণামূলক ছিল কারণ তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা কম আয়ের শিক্ষার্থীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে সাহায্য করতে পারে এবং তাদের ৮৪,০০০ ৮৮,০০০ এর *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

হাউস ডেমোক্র্যাটসরা এবার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নেতা হিসেবে পাচ্ছে হাকিম জেফরিসকে

পরিচয় ডেস্ক : ডেমোক্র্যাটরা গত সপ্তাহের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর কারণে মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। এবার তার উত্তরসূরি হতে পারেন একাধারে ৫ বারের কংগ্রেসম্যান হাকিম জেফরিস। নিউইয়র্কের এই উদারপন্থী কংগ্রেসম্যান পরবর্তী দুই বছরের জন্য *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

গ্র্যামিতে নাশিদ কামাল ও মেয়ে আরমীনের গান

পরিচয় ডেস্ক : প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে বিশ্ব সংগীতের মর্যাদাপূর্ণ সবচেয়ে বড় আসর গ্র্যামিতে এবার মনোনয়ন পেয়েছে দুই শিল্পী নাশিদ কামাল ও আরমীন মুসার গাওয়া গানের অ্যালবাম 'শুরুয়াত, বার্কলে ইন্ডিয়ান অ্যাসেম্বল'।

নাশিদ কামালের কন্যা আরমীন মুসা । তাঁদের গানের অ্যালবাম ৬৫তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডের সেরা গ্লোবাল মিউজিক অ্যালবাম বিভাগের জন্য মনোনীত হয়েছে। এসব তথ্য গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডের ওয়েবসাইটে *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

দাম্পত্য সঙ্গী পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ার বড় একটি কারণ

দাম্পত্যে সম্পর্কে যারা প্রতারিত হয়, সম্ভবত তারা বলবে যে, আগে থেকে তা বুঝতে পারেননি। কিন্তু সম্পর্ক বিষয়ক এক বিশেষজ্ঞের মতে, একটি বিষয় রয়েছে যার মাধ্যমে আগে থেকেই অনুমান করা যায় যে, আপনার সঙ্গী অবিশ্বস্ত হতে পারে।

সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়া কাংয়ের মতে, কোনো নারী বা পুরুষ তার সঙ্গীর চেয়ে বেশি *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

নতুন অফিসে নিউইয়র্কে সোনালী এক্সচেন্জ এস্টোরিয়া শাখা

নিউইয়র্কে সোনালী এক্সচেন্জ এস্টোরিয়া শাখার স্থান পরিবর্তিত হয়েছে। এই শাখার কার্যক্রম ৩৬তম এভিনিউতে জালালাবাদ ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এই শাখার নতুন ঠিকানা: ৩৬-০৭,৩১তম স্ট্রীট, ফোন: ৭১৮-৭৭৭-৭০০১। গত ১১ নভেম্বর শুক্রবার বাদজুমা এ উপলক্ষে নতুন অফিসে এক মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে এস্টেরিয়াসহ বাংলাদেশ কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। মিলাদ শেষে সোনালী এক্সচেন্জ এস্টেরিয়া শাখার ম্যানেজার, জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী শাহ মাহবুব সবাইকে শুভেচ্ছা জানান।

এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় সোনালী এক্সচেন্জ'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও দেবশ্রী মিত্র *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

দামাল সিনেমায় উচ্ছসিত নিউইয়র্কের দর্শকরা

পরিচয় রিপোর্ট : দামাল সিনেমার প্রিমিয়ার শো দেখেই উচ্ছসিত নিউইয়র্কের দর্শকরা। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নির্ভর সিনেমাটিতে সিয়াম, রাজ ও মীমের অভিনয়ও মুগ্ধ করেছে দর্শকদের। ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের ১৫টি শহরে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সিনেমা দামাল।

স্থানীয় সময় শুক্রবার (১৮ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় নিউইয়র্কের কুইন্সের জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্সে এই প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হয়। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম। এছাড়া চ্যানেল আইয়ের পরিচালক জহির উদ্দিন মাহমুদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগীত শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় ও শহীদ হাসান, চন্দ্রা রায়, অভিনেত্রী বন্যা মির্জা, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান,

ট্রাম্প আমলের অভিবাসী নীতিমালা বাতিলে ফেডারেল বিচারকের রায়

ওয়াশিংটন ডিসি: সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের অ্যাসাইলাম বিধিনিষেধ তুলে নিতে বাইডেন প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের এক ফেডারেল বিচারক। কভিড-১৯ মহামারির সময়ে ট্রাম্প প্রশাসনের জারিকৃত এ আইন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মূলভিত্তি ছিল।

মার্কিন ডিস্ট্রিক জাজ এমেট সুলিভান এ আইনের তাৎক্ষণিক বাতিল চেয়ে বলেন, এটি একটি অবিবেচনা ও কৌতুকপূর্ণ আইন। পরিবার ও একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ আইনের বাতিল হওয়া প্রয়োজন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মার্কিন বিচার বিভাগ নতুন আদেশটির কার্যকর হওয়ার সময় ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পেছাতে নির্দেশনা দেয়। আইনটি কার্যকর করতে *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্ক সিটিতে কোভিড সতর্কতা, চার কাউন্টিতে ইনডোর মাস্ক পরার পরামর্শ দিচ্ছে সিডিসি

পরিচয় রিপোর্ট: নিউ ইয়র্ক সিটিতে গত ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোভিড সংক্রমন তুলনামুলকভাবে অধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় সতর্কতা জারী করেছে সিডিসি - সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল।

নিউ ইয়র্ক সিটির যে চারটি কাউন্টির বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে, ব্রঙ্কস কাউন্টি, কিংস কাউন্টি (ব্রুকলীন), রিচমন্ড কাউন্টি (ষ্ট্যাটেন *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

২০ নভেম্বর চট্টগ্রাম এসোসিয়েশনের অব নর্থ আমেরিকা ইনক এর সাধারণ সভা

পরিচয় রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত চট্টগ্রামবাসীদের অন্যতম বৃহৎ ও পুরাতন সংগঠন চট্টগ্রাম এসোসিয়েশনের অব নর্থ আমেরিকা ইনক এর বিবদমান দুইটি কার্যকরী কমিটির মধ্যে ঐক্য প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে আগামি রবিবার ২০ নভেম্বর ব্রুকলীনের চার্চ-ম্য াকডোনাল্ড এলাকায় সমিতির নিজস্ব ভবনে সাধারণ সভা আহবান করা হয়েছে। উক্ত সাধারন সভায় চট্টগ্রাম এসোসিয়েশনের অব নর্থ আমেরিকা ইনক এর সকল সদস্য / সদস্য াদের উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো হয়েছে। সভার আলোচ্য সূচীর মধ্যে রয়েছে *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্ক এবং নিউ জার্সির মধ্যে টানেল এবং সেতুর উপর টোল বৃদ্ধির প্রস্তাব

নিউইয়র্ক এবং নিউ জার্সির মধ্যে টানেল এবং সেতুর উপর টোল বৃদ্ধির প্রস্তাব

পরিচয় রিপোর্ট: নিউইয়র্ক এবং নিউ জার্সির মধ্যে টানেল এবং সেতুর উপর টোল বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে পোর্ট অথরিটি অফ নিউ ইয়র্ক এন্ড নিউ জার্সি। এজেন্সি জানিয়েছে করোনা মহামারী চলাকালীন সংস্থা প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার হারিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র কনজুমার্স প্রাইস ইনডেক্সে প্রতিফলিত মূল্যস্ফীতির উচ্চ হার বৃদ্ধিও টোল বৃদ্ধির সূত্রপাত করেছে।

প্রস্তাব অনুযায়ী অফ পিক ই-জেডপাস টোল যাত্রীবাহী যানবাহনের জন্য ৮১১.৭৫ থেকে ৮১২.৭৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। পিক-আওয়ার ই-জেডপাস টোল ৮১৩.৭৫ থেকে ৮১৪.৭৫ পর্যন্ত উঠবে।এবং নগদ টোল ৮১৬ থেকে ৮১৭ হবে। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯